গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গতিশীল ও শক্তিশালীকরণ কমিটি

প্রতিবেদন

৩য় খণ্ড

নভেম্বর ২০০৭

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০০৭

(২০০৭ সালের ------- নং অধ্যাদেশ)

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০০৭

(২০০৭ সালের ------- নং অধ্যাদেশ)

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়ঃ **প্রারম্ভিক**

ধারা	বিষয়
১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ
২।	সংজ্ঞা

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়ঃ **পৌরসভাসমূহ সৃষ্টি, গঠন এবং শ্রেণী বিন্যাস**

৩।	প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে পৌরসভা
৪।	পৌর এলাকা গঠনের প্রস্তাব
৫।	প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি
৬।	পৌর এলাকার শ্রেণী বিন্যাস
৭।	পৌর এলাকার সীমানা রদবদল
৮।	পৌরসভা সৃষ্টি
৯।	পৌরসভা গঠন, মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধা
১০।	পৌর পরিষদের কার্যকাল ইত্যাদি

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ **পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচন**

১১।	ওয়ার্ড
১২।	সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তাগণের নিয়োগ
১৩।	ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ
১৪।	ভোটার তালিকা
১৫।	ভোটাধিকার
১৬।	মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচন
১৭।	নির্বাচন পরিচালনা
১৮।	নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ

তৃতীয় অধ্যায়ঃ **যোগ্যতা অযোগ্যতা**

১৯।	পৌর পরিষদের মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

চতুর্থ অধ্যায়ঃ **পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলরগণ সম্পর্কিত বিধান**

২০।	শপথ গ্রহণ
২১।	সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা
২২।	একই ব্যক্তির দুইটি পদে প্রার্থী না হওয়া
২৩।	পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলরগণের পদত্যাগ
২৪।	পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সাময়িক বরখাস্তকরণ
২৫।	পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অপসারণ
২৬।	পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলরগণের পদ শূন্য হওয়া
২৭।	পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলর পদের আকস্মিক শূন্যতা
২৮।	মেয়রের দায়িত্ব হস্তান্তর
২৯।	মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সদস্যপদ পুনর্বহাল

৩০। ব্যত্যয়ের দণ্ড
৩১। মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অধিকার ও দায়বদ্ধতা
৩২। অনাস্থা প্রস্তাব
৩৩। মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অনুপস্থিতির ছুটি
৩৪। মেয়রের প্যানেল
৩৫। নির্বাচনী প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি
৩৬। অবস্থা বিশেষে প্রশাসক নিয়োগ
৩৭। কতিপয় ব্যক্তি কাউন্সিলর বিবেচিত হইবেন

পঞ্চম অধ্যায়ঃ নির্বাচনী বিরোধ

৩৮। নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল
৩৯। নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন
৪০। নির্বাচনী দরখাস্ত স্থানান্তর
৪১। নির্বাচনী দরখাস্ত, আপিল ইত্যাদি নিষ্পত্তি

তৃতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়ঃ পৌরসভার প্রশাসন

৪২। পৌর প্রশাসনের গঠন
৪৩। পৌর এলাকার জনগণের সহিত মতবিনিময় সভা
৪৪। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
৪৫। পৌর পরিষদ বাতিল ও পুনঃনির্বাচন

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী

৪৬। পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী
৪৭। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাবলী
৪৮। পৌরসভার অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলী
৪৯। পৌরসভার বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন
৫০। নাগরিক সনদ প্রকাশ
৫১। উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন
৫২। পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি গঠন
৫৩। স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী
৫৪। পৌর নাগরিকগণের শুনানির অধিকার
৫৫। পৌর পরিষদের মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের স্বার্থজনিত বিষয়াদি
৫৬। পৌর এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন
৫৭। চুক্তি
৫৮। পূর্ত কাজ
৫৯। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি

তৃতীয় অধ্যায়ঃ নির্বাহী ক্ষমতা এবং কার্য পরিচালনা

৬০। পৌরসভার নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্য পরিচালনা
৬১। পৌর পরিষদের সভা ও কার্য সম্পাদন
৬২। স্থায়ী কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্ত বিবেচনা
৬৩। কাউন্সিলরগণের ব্যক্তিগত আর্থিক সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক
৬৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিবের সভায় অংশগ্রহণ
৬৫। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা

৬৬। কাউন্সিলরগণের তথ্য জানিবার অধিকার
৬৭। সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি
৬৮। কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত বিধি
৬৯। গৃহীত সিদ্ধান্তের বৈধতা

চতুর্থ ভাগ

প্রথম অধ্যায়ঃ সরকার ও কমিশনের ক্ষমতা

৭০। সরকার ও কমিশনের নথিপত্র তলব করিবার ক্ষমতা
৭১। সরকার বা কমিশনের নির্ধারিত কর্মকর্তার মাধ্যমে পরিদর্শনের ক্ষমতা
৭২। স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক পৌরসভাকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা
৭৩। পৌরসভার কর্মকান্ড সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগ
৭৪। সরকারের দিক নির্দেশনা প্রদান এবং তদন্ত করিবার ক্ষমতা
৭৫। পৌরসভাকে কোন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ
৭৬। স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন

পঞ্চম ভাগ

প্রথম অধ্যায়ঃ পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৭৭। তহবিলের উৎস
৭৮। আরোপিত ব্যয়
৭৯। পৌরসভার তহবিলের প্রয়োগ
৮০। কমিশনের অর্থ বিষয়ক সুপারিশ বাস্তবায়ন

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বাজেট

৮১। বাজেট

তৃতীয় অধ্যায় ঃ হিসাব ও নিরীক্ষা

৮২। হিসাব
৮৩। নিরীক্ষা

ষষ্ঠ ভাগ

প্রথম অধ্যায় ঃ পৌরসভার সম্পত্তি

৮৪। পৌরসভার সম্পত্তি
৮৫। ইজারা, দান, ক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জন
৮৬। চুক্তি, লীজ ইত্যাদি মোতাবেক সম্পত্তি অর্জন
৮৭। রাস্তার নিকটবর্তী জমির অধিগ্রহণের বিশেষ বিধান
৮৮। সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা
৮৯। দায়-দেনা আদায়

সপ্তম ভাগ

প্রথম অধ্যায় পৌর অবকাঠামোগত সেবা

৯০। পৌর অবকাঠামোগত সেবামূলক প্রকল্প
৯১। বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত চুক্তির ধরন বা প্রকার
৯২। পৌরসভা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

অষ্টম ভাগ

প্রথম অধ্যায় ঃ **পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ**

৯৩। পৌরসভার চাকুরি
৯৪। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পৌরসভায় ন্যস্তকরণে সরকারের ক্ষমতা
৯৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
৯৬। পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ
৯৭। ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি
৯৮। চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ
৯৯। পৌর পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীগণের সম্পর্ক

নবম ভাগ

প্রথম অধ্যায়ঃ **পৌর করারোপণ**

১০০। পৌর করারোপণ
১০১। প্রজ্ঞাপন ও কর প্রবর্তন
১০২। আদর্শ কর তফসিল
১০৩। কর আরোপের ক্ষেত্রে নির্দেশনাবলী
১০৪। কর সংক্রান্ত দায়
১০৫। কর সংগ্রহ ও আদায়
১০৬। মূল্যায়ন, কর নির্ধারণ, ইত্যাদির বিরুদ্ধে দরখাস্ত
১০৭। বেতনাদি হইতে কর কর্তন
১০৮। করারোপণ বিধিসমূহ

দশম ভাগ

প্রথম অধ্যায়ঃ **পৌরসভা এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত বিষয়াবলী**

১০৯। যৌথ কমিটি
১১০। পৌরসভা ও স্থানীয় পরিষদের মধ্যে বিরোধ
১১১। অপরাধ
১১২। শাস্তি
১১৩। অপরাধের আপোষ রফা
১১৪। অপরাধ আমলে নেওয়া

একাদশ ভাগ

প্রথম অধ্যায়ঃ **তথ্য প্রাপ্তির অধিকার**

১১৫। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার
১১৬। তথ্য সরবরাহের পদ্ধতি
১১৭। তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার শাস্তি
১১৮। সরল বিশ্বাসে কৃতকর্ম

দ্বাদশ ভাগ

প্রথম অধ্যায়ঃ **টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ**

১১৯। টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ
১২০। প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ
১২১। নিবন্ধিকরণে ব্যর্থতার দন্ড
১২২। পৌরসভা কর্তৃক ফি আদায়
১২৩। পুনঃনিবন্ধিকরণ

ত্রয়োদশ ভাগ

প্রথম অধ্যায়ঃ **পৌর এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা**

১২৪। পৌরসভাকে পুলিশের সহযোগিতা
১২৫। পৌর পুলিশ নিয়োগ

চতুর্দশ ভাগ

প্রথম অধ্যায়ঃ **ক্রান্তিকালীন এবং অস্থায়ী বিধানাবলী**

১২৬। প্রথম নির্বাচনের জন্য পৌরসভা ও ওয়ার্ডসমূহ
১২৭। রহিতকরণ ও হেফাজত
১২৮। নির্ধারিত কতিপয় বিষয়
১২৯। অসুবিধা দূরীকরণ

পঞ্চদশ ভাগ

প্রথম অধ্যায়ঃ **বিবিধ**

১৩০। অবৈধভাবে সীমা লংঘন
১৩১। আপিল আদেশ
১৩২। স্থায়ী আদেশ
১৩৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
১৩৪। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
১৩৫। উপ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা
১৩৬। বিধিমালা ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ বিধানাবলী
১৩৭। ক্ষমতা অর্পণ
১৩৮। লাইসেন্স ও অনুমোদন
১৩৯। পৌরসভা ইত্যাদির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের
১৪০। নোটিশ জারিকরণ
১৪১। প্রকাশ্য রেকর্ড
১৪২। মেয়র, কাউন্সিলর ইত্যাদি জনসেবক (Public Servant) হইবেন
১৪৩। সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থাদির সংরক্ষণ
১৪৪। বিধি সংক্রান্ত সাধারণ বিধানাবলী
১৪৫। নির্ধারিত কতিপয় বিষয়

তফসিল

প্রথম তফসিলঃ শপথনামা

দ্বিতীয় তফসিলঃ বিস্তারিত কার্যাবলী

তৃতীয় তফসিলঃ পৌরসভা কর্তৃক আরোপণীয় কর, উপ-কর, রেইট, টোল এবং ফিস ইত্যাদি

চতুর্থ তফসিলঃ অধ্যাদেশের অধীনে অপরাধসমূহ

পঞ্চম তফসিলঃ পৌর পুলিশের কার্যাবলী

ষষ্ঠ তফসিলঃ যে সকল বিষয় সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে

সপ্তম তফসিলঃ যে সকল বিষয় সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে

অষ্টম তফসিলঃ যে সকল বিষয় সম্পর্কে উপ-আইন প্রণয়ন করা যাইবে

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০০৭

(২০০৭ সালের ------- নং অধ্যাদেশ)

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

যেহেতু পৌরসভা সংক্রান্ত বিদ্যমান অধ্যাদেশ রহিত করিয়া একটি নতুন অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হইলঃ-

ধারা ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।

(১) এই অধ্যাদেশ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

(৩) ইহা সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত সকল পৌর এলাকার জন্য প্রয়োজ্য হইবে।

ধারা ২। সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে -

(১) **'আবর্জনা'** অর্থ জঞ্জাল, উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা-ময়লাদি, জীব-জন্তুর মৃতদেহ, নর্দমার তলানি, পয়ঃপ্রণালীর থিতানো বস্তু, ময়লার স্তুপ, বর্জ্য এবং অন্য যে কোন দূষিত পদার্থ বা আপত্তিকর দ্রব্য;

(২) **'ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট'** বলিতে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে যাহা শহর উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত;

(৩) **'ইমারত'** এর অন্তর্ভুক্ত হইবে যে কোন দোকান, বাড়িঘর, কুঁড়েঘর, বৈঠকঘর, চালা, আস্তাবল বা যে কোন প্রয়োজনে যে কোন দ্রব্যাদি সহযোগে নির্মিত কোন ঘেরা; ইহার আরও অন্তর্ভুক্ত হইবে দেয়াল, কূপ, বারান্দা, প্লাটফর্ম, মেঝে ও সিঁড়ি;

(৪) **'ইমারত নির্মাণ'** অর্থ একটি নতুন দালান নির্মাণ;

(৫) **'ইমারত পুনঃনির্মাণ'** অর্থ নির্দেশিতভাবে একটি দালানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন;

(৬) **'ইমারত রেখা'** বলিতে ঐরূপ রেখাকে বুঝাইবে যাহার বাহিরে বিদ্যমান কিংবা প্রস্তাবিত রাস্তার দিকে ইমারতের বহির্মুখ বা বহির্দেয়ালের কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত হইবে না;

(৭) **'উৎপাত'** অর্থ এমন যে কোন কাজ, ত্রুটি, স্থান বা দ্রব্য দ্বারা সৃষ্টি, ঘ্রাণ বা শ্রবণ এর ক্ষেত্রে জখম, বিপদ, বিরক্তি বা অপরাধ ঘটানো বা ঘটাইতে পারে যাহা জীবনের জন্য মারাত্মক অথবা স্বাস্থ্য বা সম্পদের জন্য ক্ষতিকারক;

(৮) **'উপ-আইন'** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত উপ-আইনকে বুঝাইবে;

(৯) **'উপ-কর'** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত উপ-করকে বুঝাইবে;

(১০) **'ওয়াটার ওয়ার্ক'** এর অন্তর্ভুক্ত হইবে কোন হ্রদ, জলপ্রবাহ, ঝর্ণা, কূপ, পাম্প, রিজার্ভ জলাধার, পুকুর, নল, জলকপাট, পাইপ, কালভার্ট এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং পানি সরবরাহ বা ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত;

(১১) **'ওয়ার্ড'** অর্থ একজন কাউন্সিলর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমানা নির্ধারিত একটি ওয়ার্ড;

(১২) **'কনজারভেন্সী'** বলিতে আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তরকে বুঝাইবে;

(১৩) **'কমিশন'** অর্থ এই অধ্যাদেশের ৭৬ ধারার অধীনে গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশনকে বুঝাইবে;

(১৪) **'কর'** শব্দের আওতায় যে কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফি, শুল্ক অথবা এই অধ্যাদেশের অধীনে কার্যযোগ্য এমন যে কোন কর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) **'কাউন্সিলর'** অর্থ পৌরসভার কাউন্সিলর;

(১৬) **'কারখানা'** বলিতে ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনে যেইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝাইবে;

(১৭) **‘কার্যবিধি’** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত কার্যবিধিকে বুঝাইবে;

(১৮) **‘কার্যাবলী’** বলিতে ক্ষমতার অনুশীলন এবং দায়িত্ব পালন বুঝাইবে;

(১৯) **‘ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড’** বলিতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আইন ১৯২৪ এর অধীনে গঠিত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে বুঝাইবে;

(২০) **‘খাজনা’** অর্থ আইনসম্মত উপায়ে কোন ইমারত বা জমি অধিকারে রাখিবার কারণে দখলদার বা ভাড়াটিয়া বা লীজ গ্রহীতা কর্তৃক আইনতঃ প্রদেয় অর্থ কিংবা দ্রব্য;

(২১) **‘খাদ্য’** এর অন্তর্ভুক্ত হইবে ঔষধ এবং পানীয় ব্যতীত মানুষের পানাহারের নিমিত্তে ব্যবহৃত সকল প্রকার দ্রব্য;

(২২) **‘গ্রাম’** এলাকা অর্থ শহর নয় এইরূপ যে কোন এলাকা যা পৌরসভা বা সেনানিবাসের অন্তর্ভুক্ত নয়;

(২৩) **‘গণস্থান’** অর্থ কোন ভবন, আঙ্গিনা অথবা স্থান যেইখানে জনগণের প্রবেশ অধিকার রহিয়াছে;

(২৪) **‘জমি’** বলিতে নির্মাণাধীন বা নির্মিত অথবা জলমগ্ন যে কোন জমি ইহার অন্তর্ভুক্ত বুঝাইবে;

(২৫) **‘জেলা’** অর্থ একটি রাজস্ব জেলা;

(২৬) **‘টোল’** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত টোলকে বুঝাইবে;

(২৭) **‘ডেপুটি কমিশনার’** বলিতে এ অধ্যাদেশের অধীনে সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে নিয়োগকৃত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে যিনি ডেপুটি কমিশনারের সমুদয় কর্মকান্ড কিংবা যেকোন কর্মকান্ড পালন করিবেন;

(২৮) **‘ড্রাগ বা ঔষধ’** অর্থ অভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত যে কোন দ্রব্য অথবা ঔষধের মিশ্রণে অথবা প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত যে কোন দ্রব্য;

(২৯) **‘ড্রেন’** এর অন্তর্ভুক্ত হইবে ভূ-নিম্নস্থ নর্দমা, রাস্তা বা বাড়ি-ঘরের নর্দমা, সুড়ঙ্গ, কালভার্ট, পরিখা, নালা এবং বৃষ্টির পানি ও নোংরা পানি বহনের জন্য অন্য যে কোন প্রকার ব্যবস্থা;

(৩০) **‘তফসিল’** অর্থ এই অধ্যাদেশের সংগে সংযুক্ত যে কোন তফসিল;

(৩১) **‘দখলদার’** শব্দের আওতায় একজন মালিক যিনি নিজের জমি বা ইমারতের প্রকৃত দখলদার এবং এমন ব্যক্তি, যিনি সাময়িকভাবে জমি বা ইমারত বা উহার অংশের জন্য উহার মালিককে ভাড়া প্রদান করেন বা তাহা প্রদানের জন্য দায়ী থাকেন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে;

(৩২) **‘দুগ্ধ খামার’** এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে যে কোন খামার, গরুর সেড, গরু ঘর, দুধ সংরক্ষণাগার, দুধের দোকান, অথবা এমন কোন স্থান যেখান হইতে দুধ অথবা দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হয়;

(৩৩) **‘নির্ধারিত’** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৩৪) **‘নির্ধারিত আসন’** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত নির্ধারিত আসন;

(৩৫) **‘নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ’** বলিতে সরকার বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(৩৬) **‘নির্বাচন কমিশন’** অর্থ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন;

(৩৭) **‘নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল’** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে গঠিত নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল;

(৩৮) **‘পরিষদ’** বলিতে পৌর পরিষদকে বুঝাইবে;

(৩৯) **‘প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা’** অর্থ পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;

(৪০) **‘প্রবিধান’** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত প্রবিধান;

(৪১) **‘পৌরসভা’** অর্থ যে কোন নামে অভিহিত এই অধ্যাদেশের অধীনে গঠিত পৌরসভা;

(৪২) **‘পৌরসভা তহবিল’** অর্থ পৌরসভার তহবিল;

(৪৩) **‘পৌরসভার মাষ্টার প্ল্যান’** বলিতে পৌরসভার সীমানার আওতাধীন উন্নয়ন পরিকল্পনার কাঠামো বুঝাইবে। ভূমি ব্যবহার, পরিবহন ও ব্যবস্থাপনা, পয়ঃ নিষ্কাশন এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার নীতি ও কৌশল নির্ধারণ এবং সামগ্রিকভাবে পৌরসভার উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় নির্দিষ্ট বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহা পৌরসভার মাষ্টার প্ল্যানের ভিত্তি হইবে;

(৪৪) **‘পৌরসভার সাধারণ বাসিন্দা’** বলিতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড বা পৌরসভা এলাকায় বসবাসরত বাসিন্দাকে বুঝাইবে যাহার নাম ঐ এলাকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে;

(৪৫) **‘ফিস’** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত ফিস বুঝাইবে;

(৪৬) **‘বসত বাড়ি’** অর্থ ব্যবহৃত কোন ইমারত যাহা সম্পূর্ণ বা মুখ্যত মানুষের ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে;

(৪৭) **‘বাজার’** বলিতে বুঝাইবে এমন কোন স্থান যেখানে জনগণ মাছ, মাংস, ফল-মূল, শাক-সব্জী বা অন্য যে কোন খাদ্যজাত দ্রব্য বিক্রয় ও ক্রয়ের জন্য জড়ো হয় অথবা পশু বা গরু-ছাগল, পশু পক্ষী ক্রয়-বিক্রয় হয় এমন কোন স্থান যা বিধি মোতাবেক বাজার হিসেবে ঘোষণা করা হইবে;

(৪৮) **'বাৎসরিক বাড়ি ভাড়া বাবদ মূল্য'** বলিতে কোন ইমারতে রক্ষিত আসবাবপত্র ও জায়গার উপর অবস্থিত যন্ত্রপাতি ব্যতীত ইমারত ও জায়গার প্রত্যাশিত যুক্তিসংগত বছরান্তরের ভাড়া, দখলজনিত কারণে ভাড়াটিয়া কর্তৃক ইমারতের মালিক অথবা জায়গার মালিককে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ কিংবা অঙ্গীকৃত প্রদেয় অর্থ, কর, বীমা অথবা অধিকারজনিত অন্য আনুষংগিক ব্যয় বুঝাইবে;

(৪৯) **'বিধি'** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি;

(৫০) **'বিভাগ'** অর্থ একটি রাজস্ব বিভাগ;

(৫১) **'বিভাগীয় কমিশনার'** অর্থ সংশ্লিষ্ট রাজস্ব প্রশাসনের প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে নিয়োগকৃত যে কোন কর্মকর্তা যিনি বিভাগীয় কমিশনারের সমুদয় কর্মকান্ড কিংবা যে কোন কর্মকান্ড পালন করিবেন;

(৫২) **'মালিক'** এর অন্তর্ভুক্ত হইবে ঐ ব্যক্তি যিনি আপাততঃ জমি ও ইমারতের ভাড়া অথবা উহাদের যে কোন একটির ভাড়া নিজ দায়িত্বে অথবা কোন ব্যক্তির অথবা সমাজের অথবা কোন ধর্মীয় অথবা দাতব্য কাজের প্রতিনিধি অথবা ট্রাস্টি হিসাবে সংগ্রহ করিতেছেন অথবা যদি জমি অথবা ইমারত ভাড়াটিয়ার নিকট ভাড়া প্রদান করিলে যিনি তাহা সংগ্রহ করিতেন;

(৫৩) **'মিউনিসিপ্যালিটি'** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে ঘোষিত কোন পৌর এলাকা;

(৫৪) **'মেয়র'** অর্থ পৌরসভার মেয়র;

(৫৫) **'যানবাহন'** অর্থ সড়কে যাতায়াতযোগ্য যে কোন চাকা যুক্ত পরিবহন;

(৫৬) **'রেইট'** বলিতে এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত রেইট বুঝাইবে;

(৫৭) **'সংক্রামক ব্যাধি'** অর্থ এমন ব্যাধি যাহা একজন ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিকে সংক্রামিত করে এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশিত অন্য যে কোন ব্যাধি;

(৫৮) **'সড়ক রেখা'** বলিতে বুঝাইবে রাস্তা ধারণের ভূমি এবং রাস্তার অংশ বিশেষ গঠনের ভূমিকে পার্শ্ববর্তী ভূমি হইতে বিভক্তকারী রেখা;

(৫৯) **'সরকার'** বলিতে স্থানীয় সরকার বিভাগকে বুঝাইবে;

(৬০) **'সরকারি রাস্তা'** অর্থ সরকার কিংবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণাধীন জনগণের চলাচলের জন্য যে কোন রাস্তা;

(৬১) **'সুয়ারেজ'** বলিতে একটি ড্রেনের মাধ্যমে বাহিত পয়ঃনিষ্কাশন, দূষিত পানি, বৃষ্টির পানি এবং নর্দমা বাহিত যে কোন দূষিত/নোংরা দ্রব্যাদিকে সম্পৃক্ত করে এমন বুঝাইবে;

(৬২) **'স্থানীয় কর্তৃপক্ষ'** অর্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন বিধিবদ্ধ সংস্থা;

(৬৩) **'স্থানীয় পরিষদ'** বলিতে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর আওতায় গঠিত পৌর পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদকে বুঝাইবে;

(৬৪) **'স্থায়ী কমিটি'** অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন পৌরসভার স্থায়ী কমিটি;

(৬৫) **'হাট'** বলিতে এমন স্থানকে বুঝাইবে যেখানে পণ্য সামগ্রী, খাদ্য, মালামাল, পশু সম্পদ ইত্যাদি নির্দিষ্ট সময়ে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বিধি অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয় ।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

পৌরসভাসমূহ সৃষ্টি, গঠন এবং শ্রেণী বিন্যাস

ধারা ৩। প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে পৌরসভা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯ (১) এর প্রেক্ষিতে প্রতিটি পৌরসভা একটি প্রশাসনিক একাংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা ৪। পৌর এলাকা গঠনের প্রস্তাব

(১) সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় তথ্য বিশ্লেষণের পর গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোন এলাকাকে পৌর এলাকা ঘোষণা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবেঃ

(ক) জনসংখ্যা (খ) জনসংখ্যার ঘনত্ব (গ) স্থানীয় আয়ের উৎস (ঘ) অকৃষি পেশার শতকরা হার, এবং (ঙ) এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব।

আরো শর্ত থাকে যে, উপধারা (১) অনুযায়ী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবেঃ

(ক) ঘোষণাকৃত পৌর অঞ্চলের তিন-চতুর্থাংশ ব্যক্তি অকৃষি পেশায় নিয়োজিত;
(খ) ঐ এলাকায় ন্যূনতম শতকরা ৩৩ ভাগ অকৃষি ভূমি থাকিতে হইবে;
(গ) জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গ মাইলে গড়ে দুই হাজারের কম হইবে না;
(ঘ) জনসংখ্যা কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজারের কম হইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, ইতিপূর্বে গঠিত যে সকল পৌরসভা ১৯৭৭ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা স্থানীয় সরকার কমিশনের মাধ্যমে নির্ধারিত হইবার পর যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের পর বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

আরো শর্ত থাকে যে, ২০০৭ সনের পৌরসভা অধ্যাদেশ এবং নির্ধারিত বিধিতে বর্ণিত শর্তানুযায়ী যে সকল পৌরসভা অনধিক তিন বছরের মধ্যে নির্ধারিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইবে, কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সেই সকল পৌরসভা বিলুপ্ত হইবে।

(২) কোন পৌরসভার সীমানা বর্ধিত করিয়া কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা তাহার অংশ পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৭ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসরণ করিতে হইবে।

ধারা ৫। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি

(১) পৌর এলাকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার পর ঐ এলাকার সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অনুর্ধ এক মাসের মধ্যে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে;

(২) উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কে সরকার কমিশনের মতামত গ্রহণ করিবে এবং পরবর্তী একমাসের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পৌর এলাকা গঠনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

ধারা ৬। পৌর এলাকার শ্রেণী বিন্যাস

স্থানীয় সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে প্রয়োজন মনে করিলে সরকার সুনির্দিষ্ট নির্ণায়কের ভিত্তিতে পৌরসভার শ্রেণী বিন্যাস করিতে পারিবে।

ধারা ৭। পৌর এলাকার সীমানা রদবদল

সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে প্রজ্ঞাপন জারি করিয়া-

ক) কোন পৌর এলাকা বা ইহার অংশ বিশেষ এই আইনের আওতাভুক্ত রাখিতে পারিবে;
খ) কোন স্থানীয় এলাকা পৌর এলাকা বহির্ভূত করিতে পারিবে;
গ) পৌর এলাকার সন্নিকটের কোন এলাকাকে পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে;
ঘ) কোন পৌর এলাকাকে বিভক্ত করিয়া দুই বা ততোধিক পৌর এলাকা করিতে পারিবে;

*ঙ)	দুই বা ততোধিক সন্নিকটের পৌর এলাকাকে একীভূত করিয়া একটি পৌর এলাকা করিতে পারিবে;*

*চ)	দুই বা ততোধিক পৌর এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে;*

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৪ এ বর্ণিত পৌরসভা গঠনের মানদন্ড প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হইবে;

আরো শর্ত থাকে যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পুর্বে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা ও কমিশনের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে;

আরো শর্ত থাকে যে, এই প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত এলাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আইন এর আওতাভুক্ত সে সমস্ত এলাকা সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামত ব্যতীত কোন প্রজ্ঞাপন জারি করা হইবে না ।

ধারা ৮ । পৌরসভা সৃষ্টি

(১)	এ অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী পৌরসভা গঠিত হইবে;

(২)	প্রত্যেক পৌরসভা একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের শর্ত ও বিধি সাপেক্ষে তাহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিতে ও অধিকারে রাখিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজ নামে অথবা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে ।

*(৩)	(ক)	বিদ্যমান পৌরসভার ক্ষেত্রে স্থানীয় পৌরসভার পরামর্শ ব্যতিরেকে সাধারণত নাম পরিবর্তন করা যাইবে না;*

*(খ)	নবগঠিত পৌরসভার ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের সহিত পরামর্শ করিয়া গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পৌরসভার নামকরণ করা হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, যেই এলাকায় পৌরসভা গঠিত হইবে এবং উহার কার্যালয় স্থাপিত হইবে সেই এলাকার নামেই পৌরসভার নামকরণ হইবে;*

তবে শর্ত থাকে যে, পৌরসভার নামকরণ ব্যক্তির নামে হইবে না ।

ধারা ৯ । পৌরসভা গঠন, মেয়র ও কাউন্সিলগণের সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধা

*(১)	একটি পৌরসভা নিম্নরূপভাবে গঠিত হইবে-*

*(ক)	একজন পৌরসভার মেয়র এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর সমন্বয়ে পৌরসভা গঠিত হইবে;*

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিলরের সংখ্যা মোট ওয়ার্ড সংখ্যার অধিক হইতে পারিবে না ।

*(খ)	মহিলাদের জন্য মোট আসনের শতকরা ৪০% ভাগ নির্ধারিত আসন পর্যায়ক্রমে ঘূর্ণায়মান* **(Rotation)** *পদ্ধতিতে নির্ধারিত রাখিতে হইবে এবং এই ঘূর্ণায়মান ব্যবস্থা সরকার নির্বাচন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে গেজেটে প্রকাশ করিবে;*

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত আসন বহির্ভূত আসনে মহিলা প্রার্থীরা সরাসরি অংশগ্রহণ করিতে পারিবে;

আরো শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশ জারির পরবর্তী তিনটি নির্বাচনের পরে নির্ধারিত আসন কোটা বিলুপ্ত হইবে ।

*(গ)	পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায় (যদি থাকে) প্রয়োজনে সরকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে আসন নির্ধারণ করিতে পারিবে;*

*(২)	এই অধ্যাদেশের শর্ত এবং ইহার অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে সরাসরি প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে কোন পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরগণ নির্বাচিত হইবেন ।*

*(ক)	পৌরসভার মেয়র পৌরসভার একজন কাউন্সিলর হিসাবে গণ্য হইবেন ।*

*(৩)	পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ পৌরসভা হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবে ।*

*(৪)	পৌরসভার কার্যবন্টনের বিষয়ে পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যে বৈষম্য করা যাইবে না ।*

ধারা ১০ । পৌর পরিষদের কার্যকাল ইত্যাদি

(১)	পৌর পরিষদ গঠনের পর প্রথম সভার তারিখ হইতে পরবর্তী পাঁচ বছর পর্যন্ত পৌর পরিষদের কার্যকাল হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কার্যকাল শেষ হওয়া সত্ত্বেও কোন পৌরসভা তাহার পরবর্তী পরিষদ ইহার প্রথম সভা না করা পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাইবে ।

(২)	এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, কোন পৌরসভার মোট কাউন্সিলরগণের শতকরা ৭৫ ভাগের নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর পৌরসভা যথার্থভাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৩) কোন পৌরসভা গঠিত হইবার পর ইহার প্রথম সভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এমন এক তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে যাহা সরকারি গেজেটে পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণের নাম প্রকাশের দিন হইতে ত্রিশ দিনের পরে নহে।

(৪) (ক) পৌরসভার মেয়াদ শেষ হইবার ক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করিতে হইবে এবং মেয়াদ শেষ হইবার পরবর্তী একশত আশি দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(খ) পৌরসভার সীমানা নির্ধারণ, বর্ধিতকরণ বা ওয়ার্ড সীমানা নিয়ে কোন জটিলতা দেখা দিলে পূর্বের নির্বাচন যে এলাকা নিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই এলাকা নিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(গ) এই অধ্যাদেশের ধারা ৪৫ অনুযায়ী পৌর পরিষদ গঠন বাতিলের ক্ষেত্রে বাতিল আদেশ জারির পরবর্তী একশত আশি দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচন

ধারা ১১। ওয়ার্ড

(১) পৌরসভার কাউন্সিলরগণের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সরকার *কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে* বিধি মোতাবেক পৌরসভাকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়ার্ডে বিভক্ত করিবে;

(২) প্রত্যেক ওয়ার্ডে অনধিক দশ সদস্য লইয়া পৌর পরিষদের অনুমোদনক্রমে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করিতে হইবে;

(৩) প্রতিটি ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর ঐ ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি হইবেন;

(৪) মোট দশ সদস্যের মধ্যে অন্তত ৪০% সদস্য মহিলা হইবেন, তবে শর্ত থাকে যে, এই ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পৌর পরিষদ প্রতিটি ওয়ার্ডের কার্য পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারিবে;

(৫) ওয়ার্ড কমিটির কার্যপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং বিধি না হওয়া পর্যন্ত পৌরসভা নির্ধারণ করিয়া দিবে; তবে শর্ত থাকে যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ওয়ার্ড কমিটির অন্যতম কাজ হইবে নির্ধারিত সংখ্যক উন্মুক্ত সভার মাধ্যমে ওয়ার্ডের নাগরিকদেরকে পৌরসভার উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা;

(৬) পৌরসভার প্রথম সভার অনধিক ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করিতে হইবে;

(৭) পৌরসভার মেয়াদকালীন সময়ের জন্য, যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী উত্তরাধিকারী দায়িত্ব গ্রহণ না করে, ওয়ার্ড কমিটি কার্যকর থাকিবে।

ধারা ১২। সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তাগণের নিয়োগ

(১) ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা ও সহকারী সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) সহকারী সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা, সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তার কার্য সম্পাদনে সহায়তা প্রদান করিবেন এবং সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তার কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন।

ধারা ১৩। ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ

(১) পৌরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসকালে যতটুকু সম্ভব ভৌগোলিক সম্পৃক্ততা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং খেয়াল রাখিতে হইবে যাহাতে একটি ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা অন্য একটি ওয়ার্ড হইতে ১০% কম বা বেশী না হয়।

(২) সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যেইরূপ প্রয়োজন সেইরূপ রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন, তদন্ত করিতে পারিবেন এবং এই বিষয়ে উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করিতে পারিবেন এবং তিনি প্রস্তাবিত কোন এলাকা কোন ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া ওয়ার্ডসমূহের একটি প্রাথমিক তালিকা বিজ্ঞপ্তি হিসাবে প্রকাশ করিবেন। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনের দিনের মধ্যে আপত্তি অথবা পরামর্শের আহবান জানাইয়া বিজ্ঞপ্তিটি তাহার কার্যালয়ে ও পৌরসভার কার্যালয়ে এবং তাহার বিবেচনায় আবশ্যিক অন্য কোন স্থান অথবা স্থানসমূহে প্রকাশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২)- এর অধীনে গৃহীত কোন আপত্তি বা পরামর্শ প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিগত শুনানির মাধ্যমে সীমা নির্ধারণ করিবেন এবং সিদ্ধান্ত ১৫ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনগণকে জানাইয়া তাহার কপি *জেলা প্রশাসক এবং সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।*

(৪) উপ-ধারা (২) -এর অধীনে প্রকাশিত প্রাথমিক তালিকায় উপ-ধারা (৩) এর অধীনে যে কোন আপত্তি অথবা পরামর্শের বিষয়ে জেলা প্রশাসক এর নিকট আপিল করা যাইবে এবং প্রয়োজনবোধে শুনানির মাধ্যমে পনের দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক আপিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর প্রেক্ষিতে সংশোধন, পরিবর্তন অথবা রূপান্তর, যদি থাকে, তাহা সম্পন্ন করিয়া সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা প্রত্যেক ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহ উল্লেখ করিয়া স্বীয় দপ্তরে, পৌরসভা কার্যালয়ে এবং স্বীয় বিবেচনায় আবশ্যিক ওয়ার্ডসমূহের চূড়ান্ত তালিকা অন্য যে কোন স্থানে প্রচার করিবেন এবং তালিকার সত্যায়িত অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং সরকার তাহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে ।

ধারা ১৪ । ভোটার তালিকা

(১) প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত একটি ভোটার তালিকা থাকিবে ।

(২) কোন ব্যক্তি কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;
(খ) ১৮ বছরের কম বয়স্ক না হন;
(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত না হন; এবং
(ঘ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বাসিন্দা বলিয়া গণ্য হন ।

ধারা ১৫ । ভোটাধিকার

কোন ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় আপাততঃ যেই ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত হইবে তিনি সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচনে এবং সেই ওয়ার্ড যেই পৌরসভার আওতাধীন তাহার মেয়র নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন ।

ধারা ১৬ । মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচন

(১) পৌর পরিষদের প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে একজন কাউন্সিলর নির্বাচিত হইবেন ।

(২) পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলর পদে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে -

(ক) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর যত শীঘ্র সম্ভব ধারা ৯ অনুযায়ী পৌরসভা গঠনের উদ্দেশ্যে; এবং
(খ) পৌর পরিষদের মেয়াদকাল শেষ হইবার ১৮০ দিনের মধ্যে পৌরসভা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে; এবং
(গ) পৌর পরিষদ বাতিলকালীন সময় শেষ হইবার পর- এইরূপ ক্ষেত্রে অনুরূপ সময় শেষ হইবার পূর্বে পৌর পরিষদ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে;

তবে শর্ত থাকে যে, পৌর পরিষদের মেয়াদকাল শেষ হইবার পর অথবা পৌর পরিষদ বাতিলকালীন সময় শেষ হওয়ার পর ব্যতীত, এইরূপ ক্ষেত্রে, দফা (খ) ও (গ) এর অধীন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ পৌর পরিষদের মেয়র বা কাউন্সিলর হিসেবে দাপ্তরিক দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না ।

(৩) নবগঠিত পৌরসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রে, তাহা গঠনের নিমিত্তে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে-

(ক) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার একশত আশি দিনের মধ্যে;
(খ) পৌরসভা গঠনের তারিখ হইতে একশত আশি দিনের মধ্যে ।

ধারা ১৭ । নির্বাচন পরিচালনা

(১) বিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশন পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনের আয়োজন, পরিচালনা ও সম্পাদন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে সরকার নির্বাচন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নিরূপ সকল বা যে কোন বিষয়ের বিধান করিতে পারিবে, যথা ঃ-

(ক) নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং অনুরূপ অফিসারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ;
(খ) প্রার্থীদের মনোনয়ন, মনোনয়নের উপর আপত্তি এবং মনোনয়ন বাছাই;
(গ) নির্বাচনে প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত কোন ক্ষেত্রে প্রার্থীগণকে ফেরৎ প্রদান করা হইবে অথবা পৌরসভার পক্ষে বাজেয়াপ্ত করা যাইবে;
(ঘ) প্রার্থীতা প্রত্যাহার;
(ঙ) প্রার্থীদের এজেন্ট নিয়োগ;
(চ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচন প্রক্রিয়া;
(ছ) নির্বাচনের তারিখ, সময়, স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;
(জ) ভোটার পদ্ধতি;

(ঝ) প্রাপ্ত ভোট বাছাই ও গণনা, ফলাফল ঘোষণা এবং প্রার্থীদের সমান সংখ্যক ভোট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রক্রিয়া;

(ঞ) ব্যালট পেপার ও নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলি বণ্টন;

(ট) যে পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভোট গ্রহণ স্থগিত হইবে এবং কিভাবে পুনঃনির্বাচন হইবে;

(ঠ) নির্বাচনের ব্যয়;

(ড) নির্বাচনে দুর্নীতি ও অবৈধ কার্যকলাপ এবং অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধের দণ্ড এবং

(ঢ) নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য আনুষংগিক বিষয় ।

(২) নির্বাচনে প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিলের সময় নির্ধারিত ফরমে স্বাক্ষরিত হলফনামা প্রদান করিতে হইবে যাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবেঃ

(ক) বর্তমানে তিনি কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত আছেন কিনা;

(খ) অতীতে তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকিলে উহাদের রায় কি ছিল?

(গ) ব্যবসা/পেশার বিবরণী;

(ঘ) আয়ের উৎসসমূহ;

(ঙ) তাহার নিজের ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়ের বিবরণী;

(চ) এই উপধারার অধীনে হলফনামা দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৩) উপধারা (১) এর দফা (ড) এর ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধিতে কারাদন্ড, অর্থ দন্ড বা উভয়বিধ দন্ডের বিধান করা যাইবে, তবে কারাদন্ডের মেয়াদ দুই হইতে সাত বৎসরের অধিক হইবে না;

ধারা ১৮। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ

মেয়র এবং কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন যথাশীঘ্র সম্ভব সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে ।

তৃতীয় অধ্যায়

যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

ধারা ১৯। পৌর পরিষদের মেয়র এবং কাউন্সিলরদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

(১) কোন ব্যক্তি এই ধারার উপ-ধারা (২) -এর বিধান সাপেক্ষে পৌর পরিষদের মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হইবার এবং মেয়র বা কাউন্সিলর থাকিবার যোগ্য হইবেন, যদি-

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাঁহার বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়;

(গ) মেয়রের ক্ষেত্রে যে কোন ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে;

(ঘ) নির্ধারিত আসনের সদস্যসহ অন্যান্য কাউন্সিলর এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ থাকে;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সাধারণ অধিবাসী হন ।

(২) কোন ব্যক্তি মেয়র বা কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হইবার জন্য অযোগ্য হইবেন, যদি-

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

(খ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক তিনি অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হন;

(গ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(ঘ) তিনি কোন *ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ছয় মাসের কারাদন্ডে দণ্ডিত হন* এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বছর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ঙ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের অথবা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক কর্মে সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

(চ) তিনি *বা তাঁহার পরিবারের সদস্য* পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অংশীদারি হন বা পরিষদের কোন বিষয়ে

তাঁহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্যের ডিলার হন;

(ছ) তাঁহার নিকট কোন নির্ধারিত ব্যাংক হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে;

(জ) *পরিষদের নিকট হইতে গৃহীত কোন ঋণ অনাদায়ী থাকে বা পরিষদের নিকট তাঁহার কোন আর্থিক দায়-দেনা থাকে;*

(ঝ) তিনি *অন্য কোন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান* বা জাতীয় সংসদের সদস্য হন;

(ঞ) তিনি এই অধ্যাদেশের অধীন যে কোন কর পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন;

(ট) তিনি কোন সরকারি/*আধা-সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা,* স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, *সমবায় সমিতি* ইত্যাদি হইতে নৈতিক স্খলন, দুর্নীতি, অসদাচরণ ইত্যাদি অপরাধে চাকুরিচ্যুত হইয়া ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত না করেন;

(ঠ) *তিনি সরকার কর্তৃক অনুদান প্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কোন সংস্থার সার্বক্ষণিক বা খণ্ডকালীন পদে নিয়োজিত থাকেন;*

(ড) *তাহার নিকট সরকারি বা সরকারি সংস্থার কোন পাওনা (যেমন - ভূমি উন্নয়ন কর, টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি) অনাদায়ী থাকে;*

(ঢ) *তিনি নির্বাচনী অপরাধ সংক্রান্ত অপরাধে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজা প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;*

(ণ) *তিনি পৌরসভার তহবিল তসরুফের কারণে দন্ডপ্রাপ্ত হন;*

(ত) *তিনি বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দন্ডবিধি ১৮৯ ও ১৯২ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;*

(থ) *তিনি বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে দন্ডবিধি ২১৩, ৩৩২, ৩৩৩ ও ৩৫৩ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হন;*

(দ) *তিনি কোন আদালত কর্তৃক ফেরারী আসামী হিসাবে ঘোষিত হন;*

(ধ) *তিনি যদি দায়িত্ব হস্তান্তরে ব্যর্থ হন বা তাহার নির্বাচনে অযোগ্যতা সম্পর্কে মিথ্যা হলফনামা দাখিলের কারণে সাজা প্রাপ্ত হন;*

(ন) *তিনি যদি পৌরসভা কিংবা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী নির্ধারিত দায়কৃত অর্থ পৌরসভাকে পরিশোধ না করেন।*

(৩) *প্রত্যেক মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় এই মর্মে একটি হলফনামা দাখিল করিবেন যে, উপধারা (২) অনুযায়ী তিনি মেয়র ও কাউন্সিলর নির্বাচনের অযোগ্য নহেন।*

ব্যাখ্যা ঃ- দফা (ছ)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুনির্দিষ্ট ব্যাংক অর্থ - বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশ ১৯৭২ (PO.No 26 of 1972) এর অধীনে গঠিত সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক; শিল্প ঋণ সংস্থা আদেশ ১৯৭২ (PO.No 128 of 1972) এর অধীনে স্থাপিত শিল্প ঋণ সংস্থা; বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ (PO.No 129 of 1972) এর অধীনে স্থাপিত বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক; গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা; ১৯৭৩ (PO.No 7 of 1973) এর অধীনে স্থাপিত গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা; কৃষি ব্যাংক আদেশ ১৯৭৩ (PO.No 27 of 1973) এর অধীনে স্থাপিত কৃষি ব্যাংক; বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ (XL of 1976) এর অধীনে স্থাপিত বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন; রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৮৬ (LVIII of 1986) এর অধীনে স্থাপিত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক; এবং রূপালী ব্যাংক লিমিটেড।

চতুর্থ অধ্যায়

পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলরগণ সম্পর্কিত বিধান

ধারা ২০। শপথ গ্রহণ

(১) *মেয়র বা কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে মেয়রসহ সকল কাউন্সিলরকে প্রথম তফসিলে বর্ণিত ছকে শপথ গ্রহণের জন্য সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;*

(২) *মেয়র এবং প্রত্যেক কাউন্সিলরগণ* তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে প্রথম *তফসিলে বর্ণিত ফরমে* সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন ব্যক্তির সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিবেন *এবং শপথনামায় স্বাক্ষরদান করিবেন।*

ধারা ২১। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা

(১) মেয়র এবং প্রত্যেক কাউন্সিলরকে, তাহার মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় টিআইএন নম্বরসহ, যদি থাকে, তাহার এবং তাঁহার পরিবারের সদস্যদের দেশে বিদেশে অবস্থিত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সর্বশেষ বিবরণ, যাহা সংশ্লিষ্ট কর অফিসে দাখিল ও গৃহীত হইয়াছে, ঘোষণার মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কর অফিসে দাখিলকৃত ও গৃহীত টিআইএন নম্বর সম্বলিত সম্পত্তির সর্বশেষ হিসাব দাখিল করিতে না পারিলে বা করা না হইলে মেয়র এবং প্রত্যেক কাউন্সিলর তাহার মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় তাহার এবং তাহার পরিবারের যে কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত ছকে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হলফনামার মাধ্যমে দাখিল করিবেন।

(৩) উপধারা (১) এর অধীনে দাখিলকৃত ঘোষণা মিথ্যা প্রমাণিত হইলে দণ্ড বিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "পরিবারের সদস্য" বলিতে সংশ্লিষ্ট মেয়র বা কাউন্সিলরের স্ত্রী বা স্বামী এবং তাহার সহিত বসবাসকারী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নিকে বুঝাইবে।

ধারা ২২। একই ব্যক্তির দুইটি পদে প্রার্থী না হওয়া

(১) কোন ব্যক্তি একই সাথে মেয়র ও কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হইতে পারিবে না ।

(২) যদি কোন ব্যক্তি একই সাথে কোন পৌরসভার একাধিক পদে মনোনয়নপত্র দাখিল করে তাহা হইলে তাহার সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) পৌরসভার মেয়াদকালে যখন মেয়র পদ শূন্য হইবে তখন কোন কাউন্সিলর মেয়রের পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন এবং তিনি যদি নির্বাচিত হন তবে তাহার কাউন্সিলরের পদ মেয়রের পদে শপথ গ্রহণের দিন হইতে রহিত হইবে।

ধারা ২৩। পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলরগণের পদত্যাগ

(১) মেয়র অথবা কাউন্সিলর পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিবের নিকট তাহার পদত্যাগ করিবার অভিপ্রায় লিখিতভাবে ব্যক্ত করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ পদত্যাগপত্র প্রাপ্তি ঐ মেয়র বা কাউন্সিলর তাহার পদ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে;

(২) যখন কোন পদত্যাগপত্র উপধারা (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত হয় তখন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব উহার পনের দিনের মধ্যে কাউন্সিলরগণকে জানাইয়া দিবেন এবং বিষয়টি সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করিবেন।

ধারা ২৪। পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সাময়িক বরখাস্তকরণ

(১) যেই ক্ষেত্রে কোন পৌর পরিষদের মেয়র অথবা কাউন্সিলরের অপসারণের জন্য ধারা ২৫ এর অধীনে কার্যক্রম আরম্ভ করা হইয়াছে অথবা তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মতে মেয়র অথবা কাউন্সিলর কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হইলে, সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে লিখিত আদেশের মাধ্যমে মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে আদেশ প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে মেয়র এর অনুপস্থিতিতে মেয়রের দায়িত্ব পালনকারী কাউন্সিলরের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন। উক্ত কাউন্সিলর (মেয়র প্যানেলভুক্ত) মেয়রের বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা মেয়র অপসারিত হইলে তাহার স্থলে নুতন মেয়র নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন।

(৩) ***উপধারা (১) এর অধীনে পৌর পরিষদের কোন কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে আনীত কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা উক্ত কাউন্সিলর অপসারিত হইলে তাহার স্থলে নতুন কাউন্সিলর নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পৌর পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে একজন কাউন্সিলর উক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।***

ধারা ২৫। পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অপসারণ

(১) একজন মেয়র অথবা একজন কাউন্সিলর তাহার নিজ পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি তিনি-

পৌরসভার নোটিশ প্রাপ্তি সত্ত্বেও যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত পৌরসভার পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(ক) তিনি পৌরসভা বা রাষ্ট্রের হানিকর কোন কার্যকলাপে জড়িত থাকেন অথবা নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হন;

(খ) তিনি দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারনে তিনি দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;

(গ) তিনি অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী হন অথবা পৌরসভার অর্থ বা সম্পদের ক্ষতি সাধন অথবা অপব্যবহারের বা আত্মসাতের জন্য দায়ী হন;

(ঘ) নির্বাচনের পর যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি ধারা ১৯ (২) অনুযায়ী নির্বাচনে অযোগ্য ছিলেন;

(ঙ) বার্ষিক ১২ টি মাসিক সভার স্থলে ন্যূনতম নয়টি সভা গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত অনুষ্ঠান করিতে বা উপস্থিত থাকিতে ব্যর্থ হন;

(চ) তিনি নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল না করেন কিংবা দাখিলকৃত হিসাবে অসত্য তথ্য দেন।

ব্যাখ্যা ঃ- এই উপ-ধারায় বর্ণিত 'অসদাচরণ' বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, এই অধ্যাদেশ বলে সময় সময় সরকার কর্তৃক বিধি নিষেধ পরিপন্থী কার্যকলাপ, দুর্নীতি, অসদুপায়ে ব্যক্তিগত সুবিধা হাসিল, পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি, ইচ্ছাকৃত অপশাসন ও সকল রকম অসদাচরণের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করিবার উদ্যোগকে বুঝাইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা উপধারা (১) এ বর্ণিত কারণে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে মেয়র বা কাউন্সিলরকে অপসারণ করিতে পারিবে।

(৩) অপসারণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করিবার পূর্বে বিধি মোতাবেক তদন্ত ও অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে।

(৪) একজন মেয়র বা কাউন্সিলর উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ কিংবা উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী অপসারণের প্রস্তাব নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর তাৎক্ষণিকভাবে অপসারিত হইবেন।

(৫) পৌর পরিষদের মেয়র বা কাউন্সিলরকে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী তাহার পদ হইতে অপসারিত করা হইলে তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষের নিকট এই আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিল করিতে পারিবেন। আপিল কর্তৃপক্ষ ঐ আপিলটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপসারণ আদেশটি স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং আপিলকারীর বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদানের পর ঐ আদেশটি পরিবর্তন, বাতিল বা বহাল রাখিতে পারিবেন।

(৬) এইরূপ আপিলের উপর আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে;

(৭) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি কোন পদে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কার্যকালের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

ধারা ২৬। পৌর পরিষদের মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের পদ শূন্য হওয়া

পৌর পরিষদের মেয়র বা কাউন্সিলর পদ শূন্য হইবে, যদি-

(ক) তিনি ধারা ১৯ (২)-এর অধীনে মেয়র অথবা কাউন্সিলর থাকিবার অযোগ্য হন; বা,

(খ) তিনি ধারা ২০ এ নির্দেশিত সময়ের মধ্যে শপথ গ্রহণ বা ধারা ২১ এর অধীনে হলফনামা দাখিল করিতে ব্যর্থ হন; বা,

(গ) তিনি ধারা ২৩ অনুযায়ী পদত্যাগ করিলে; বা,

(ঘ) তিনি ধারা ২৫ অনুযায়ী অপসারিত হইলে; বা,

(ঙ) তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইলে; বা,

(চ) তিনি মৃত্যুবরণ করিলে।

ধারা ২৭। পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলর পদের আকস্মিক শূন্যতা

পৌর পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে একশত আশি দিন (১৮০) পূর্বে কোন মেয়র বা কাউন্সিলরের পদ শূন্য হইলে, পদটি শূন্য হইবার ষাট দিনের মধ্যে পদটি পূরণ করিতে হইবে এবং যিনি এই নির্বাচনে নির্বাচিত হইবেন তিনি পৌর পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদকালে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

ধারা ২৮। মেয়রের দায়িত্ব হস্তান্তর

কোন সাধারণ নির্বাচনের পর মেয়র নির্বাচিত হইলে, অথবা অন্য কোন কারণে মেয়রের পদ শূন্য হইবার পর প্যানেল মেয়র বা অন্য কোন কাউন্সিলর নির্ধারিত পদ্ধতিতে মেয়রের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিলে, পূর্ববর্তী

মেয়র/প্যানেল মেয়র/মেয়রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কাউন্সিলর তাঁহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা পৌরসভার সকল নগদ অর্থ, পরিসম্পদ, দলিল দস্তাবেজ, রেজিস্টার ও সীলমোহর যতশীঘ্র সম্ভব অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তা কর্তৃক স্থিরীকৃত তারিখ, সময় ও স্থানে নতুন নির্বাচিত মেয়র বা ক্ষেত্র বিশেষে মনোনীত প্যানেল মেয়র বা মেয়রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কাউন্সিলরের নিকট পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব ও জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বুঝাইয়া দিবেন।

ধারা ২৯। মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সদস্যপদ পুনর্বহাল

পৌরসভার কোন নির্বাচিত মেয়র বা কাউন্সিলর এই অধ্যাদেশের ২৫ ধারার বিধানমতে অপসারিত হইয়া অথবা ১৯ (২) ধারার বিধানমতে অযোগ্য ঘোষিত হইয়া সদস্যপদ হারাইরার পর আপিল বা রিভিশনে তাহার উক্তরূপ অপসারণ রদ বা বাতিল হইলে বা তাহার অযোগ্যতা অবলোপন হইলে তিনি অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পদে বহাল হইবেন। কমিশন বা সরকার কর্তৃক উক্তরূপ পুনর্বহাল আদেশের পর উক্ত পদে অন্তবর্তী সময়ের জন্য নির্বাচিত/মনোনীত মেয়র/কাউন্সিলরের পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ৩০। ব্যত্যয়ের দণ্ড

(১) *যদি কোন মেয়র বা মেয়রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন কাউন্সিলর ২৮ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদে সাজা এবং ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;*

(২) *কোন মেয়র বা কাউন্সিলর ধারা ১৯ (২) ও (৩) অনুযায়ী তার অযোগ্যতা সম্পর্কে মিথ্যা হলফনামা দাখিল করিলে তিনি তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদে সাজা এবং ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা জরিমানা দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।*

ধারা ৩১। মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অধিকার ও দায়বদ্ধতা

(১) *পরিষদের মেয়র ও প্রত্যেক কাউন্সিলর এর এই অধ্যাদেশ ও সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী সাপেক্ষে পৌর পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে। পরিষদের প্রত্যেক সদস্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পৌরসভার মেয়র অথবা সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতির নিকট পরিষদের বা স্থায়ী কমিটির প্রশাসনিক এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বা কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারিবেন।*

(২) *পৌর পরিষদের মেয়র ও প্রত্যেক কাউন্সিলর পৌরসভা কর্তৃক অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত কোন কাজ বা প্রকল্পের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে পৌর পরিষদের ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে।*

(৩) *মেয়র এবং কাউন্সিলরগণ এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী জনস্বার্থে পৌরসভার কার্য পরিচালনা করিবে এবং পরিষদের নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন।*

ধারা ৩২। অনাস্থা প্রস্তাব

(১) *এই ধারার বিধান সাপেক্ষে পৌর পরিষদের মেয়র বা কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা যাইবে।*

(২) *পৌর পরিষদের কমপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরের স্বাক্ষরিত নোটিশ, যাহাতে উপধারা (১) অনুযায়ী অনাস্থার বিষয়টি উল্লিখিত থাকিবে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার নিকট যে কোন একজন কাউন্সিলর ব্যক্তিগতভাবে দাখিল করিবেন।*

(৩) *অনাস্থা প্রস্তাব প্রাপ্তির পর নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ১(এক) মাসের মধ্যে অভিযোগসমূহ তদন্ত করিবেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে ১০ (দশ) কার্যদিবসের সময় দিয়ে তিনি কারণ দর্শানোর নোটিশ দিবেন।*

(৪) *জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা নোটিশ প্রাপ্তির অনধিক ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের সভা আহবান করিবেন এবং সকল নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের নিকট সভার নোটিশ প্রেরণ নিশ্চিত করিবেন।*

(৫) *মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটির সভাপতি (ক্রমানুসারে) এবং কোন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে পৌরসভার মেয়র সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।*
শর্ত থাকে যে, মেয়র বা স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে বা অন্য কোন কারণে পাওয়া না গেলে উপস্থিত কাউন্সিলরগনের মধ্যে একজন কাউন্সিলরকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সভাপতি নির্বাচিত করা হইবে।

(৬) *উপধারা (২) অনুযায়ী নিয়োগকৃত কর্মকর্তা সভায় একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন।*

(৭) এই উদ্দেশ্যে আহুত সভাটি নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত কোন কারণ ছাড়া স্থগিত করা যাইবে না এবং মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্য সমন্বয়ে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৮) সভার শুরুতে সভাপতি অনাস্থা প্রস্তাবটি সভায় পাঠ করিয়া শুনাইবেন এবং উন্মুক্ত আলোচনা আহবান করিবেন।
শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণ ছাড়া এই ধরনের উন্মুক্ত আলোচনা বা বিতর্ক স্থগিত করা যাইবে না।

(৯) সভা শুরু হইবার তিন ঘন্টার মধ্যে বিতর্ক বা উন্মুক্ত আলোচনা শেষ না হইলে অনাস্থা প্রস্তাবটির উপর ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

(১০) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

(১১) সভার সভাপতি অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রকাশ্য মতামত প্রকাশ করিবেন না। তিনি ব্যালটের মাধ্যমে উপধারা (১০) অনুযায়ী ভোট প্রদান করিতে পরিবেন। তবে তিনি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট দিতে পারিবেন না।

(১২) উপধারা (২) অনুযায়ী কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত উপস্থিত কর্মকর্তা সভা শেষ হওয়ার পর পরই অনাস্থা প্রস্তাবের কপি এবং ভোটের ফলাফলসহ সভার কার্যবিবরণী কমিশন ও সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(১৩) অনাস্থা প্রস্তাবটি মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হইলে সংশ্লিষ্ট মেয়র বা কাউন্সিলরের আসনটি কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিবে।

(১৪) অনাস্থা প্রস্তাবটি মোট সদস্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অথবা কোরামের অভাবে সভা অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত তারিখের পর ছয় মাস অতিক্রান্ত না হইলে অনুরূপ কোন অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ প্রদান করা যাইবে না।

(১৫) পৌর পরিষদের মেয়র বা কোন কাউন্সিলর দায়িত্বভার গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে অনাস্থা নোটিশ আনয়ন করা যাইবে না।

ধারা ৩৩। মেয়র ও কাউন্সিলরগণের অনুপস্থিতির ছুটি

(১) কোন মেয়র অথবা কাউন্সিলরকে পৌর পরিষদ যুক্তিসঙ্গত কারণে এক বৎসরে সর্বোচ্চ তিন মাস ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে;

(২) কোন কাউন্সিলর ছুটিতে থাকিলে বা অন্য কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে উক্ত অনুপস্থিতকালীন সময়ের জন্য পৌর পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে মেয়র পার্শ্ববর্তী যে কোন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

ধারা ৩৪। মেয়রের প্যানেল

(১) পৌর পরিষদ গঠিত হইবার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার এক মাসের মধ্যে অগ্রাধিকারক্রমে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি মেয়রের প্যানেল কাউন্সিলরগণ তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচন করিবেন;
তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচিত তিন জনের মেয়রের প্যানেলের মধ্যে একজন মহিলা কাউন্সিলর এর মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবেন।

(২) অনুপস্থিতি, অসুস্থতাহেতু বা অন্য যে কোন কারণে মেয়র দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত মেয়রের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন কাউন্সিলর মেয়রের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যুজনিত অথবা অন্য যে কোন কারণে মেয়রের পদ শূন্য হইলে নতুন মেয়রের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত মেয়রের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন কাউন্সিলর মেয়রের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী মেয়রের প্যানেলভুক্ত সদস্য অযোগ্য হইলে অথবা ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে পৌর পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে নতুন মেয়রের প্যানেল তৈরী করা যাইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) ও (৪) অনুযায়ী সদস্যদের মধ্য হইতে মেয়রের প্যানেল নির্বাচিত না হইলে সরকার প্রয়োজন অনুসারে মেয়রের প্যানেল তৈরি করিতে পারিবে।

ধারা ৩৫। নির্বাচনী প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদি

পৌর পরিষদের নির্বাচন, মেয়র এবং কাউন্সিলর এর পদত্যাগ ও অপসারণ অথবা শূন্যপদ সম্পর্কে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারি করিতে হইবে।

ধারা ৩৬। অবস্থা বিশেষে প্রশাসক নিয়োগ

(১) কোন শহর এলাকাকে পৌর এলাকা ঘোষণার পর পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ***সরকার একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রশাসক নিয়োগ করিবে*** এবং পৌরসভা গঠন না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনবোধে, যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হয় এমন সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে প্রশাসকের কর্ম সম্পাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) প্রশাসক এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ, যদি থাকে, মেয়র ও কাউন্সিলরগণের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

ধারা ৩৭। কতিপয় ব্যক্তি কাউন্সিলর বিবেচিত হইবেন

এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন পল্লী এলাকাকে শহর এলাকা ঘোষণার পর পৌরসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হইলে সেই এলাকা হইতে ইউনিয়ন পরিষদে কোন ব্যক্তি, চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকিলে তিনি ঐ পৌরসভার কাউন্সিলর হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

নির্বাচনী বিরোধ

ধারা ৩৮। নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল

(১) এই অধ্যাদেশের অধীনে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচন বা গৃহীত নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) কোন নির্বাচনের প্রার্থী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত নির্বাচন বা নির্বাচনী কার্যক্রম বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে আবেদন করিতে পারিবেন না।

(৩) এই অধ্যাদেশের ৩৯ এর অধীনে নিযুক্ত নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের কাছে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনী অভিযোগপত্র পেশ করিতে হইবে।

ধারা ৩৯। নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন

এই অধ্যাদেশের অধীনে নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল এবং একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

ধারা ৪০। নির্বাচনী দরখাস্ত স্থানান্তর

নির্বাচন কমিশন নিজ উদ্যোগে অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন এক পক্ষের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে মামলার যে কোন পর্যায়ে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপিল এক ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য ট্রাইব্যুনালে অথবা ক্ষেত্র মতে, এক আপিল ট্রাইব্যুনাল হতে অন্য আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে; এবং যে ট্রাইব্যুনালে বা আপিল ট্রাইব্যুনালে যাহা স্থানান্তর করা হয় সেই ট্রাইব্যুনাল বা আপিল ট্রাইব্যুনাল উক্ত দরখাস্ত বা আপিল যে পর্যায়ে স্থানান্তর করা হইয়াছে সে পর্যায় হইতে উহার বিচার কার্য চলিতে থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপিল যে ট্রাইব্যুনাল বা আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হইয়াছে সে ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করিলে ইতিপূর্বে পরীক্ষিত কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব বা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

ধারা ৪১। নির্বাচনী দরখাস্ত, আপিল ইত্যাদি নিষ্পত্তি

নির্বাচনী দরখাস্ত ও আপিল দায়েরের পদ্ধতি, ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্বাচন বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি, ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালসমূহের এখতিয়ার ও ক্ষমতা, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্রদেয় প্রতিকার এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

পৌরসভার প্রশাসন

ধারা ৪২ । *পৌর প্রশাসনের গঠন*

(১) এই অধ্যাদেশসহ পৌরসভা সংক্রান্ত অন্যান্য আইনের প্রাথমিক ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য পৌর প্রশাসন হইবে নিম্নরূপঃ

(ক) পৌর পরিষদ;
(খ) পৌর মেয়র বা তাহার দায়িত্ব পালনকারী অন্য কোনো কাউন্সিলর;
(গ) স্থায়ী কমিটি;
(ঘ) ওয়ার্ড কমিটি;
(ঙ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী ।

(২) পৌর পরিষদের সভার সভাপতিত্বের দায়িত্ব পৌর মেয়র অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী যে ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত হইবেন তাহার উপর অর্পিত হইবে ।

ধারা ৪৩ । পৌর এলাকার জনগণের সহিত মতবিনিময় সভা

প্রতি পৌরসভায় নির্বাচিত পরিষদ সেবামূলক ও অন্যান্য কার্যে জনগণের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করিবে যাহার সদস্য ন্যূনতম পঞ্চাশ (৫০) এবং সর্বোচ্চ আশি (৮০) হইতে পারিবে । এই সভায় কর ধার্যকরণ ও আদায়সহ বিভিন্ন সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে সদস্যদের মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ দিতে হইবে ।

ধারা ৪৪ । প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

(১) সরকার পৌর এলাকার স্থানীয় সরকার এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন/প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন এবং বিধি দ্বারা

ক) এইরূপ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা;
খ) মেয়র, কাউন্সিলর, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ;
গ) উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
ঘ) পরীক্ষা গ্রহণ এবং কৃতকার্য প্রার্থীদের মধ্যে ডিপ্লোমা ও সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে ।

(২) উপ-ধারা(১) এর অধীনে স্থাপিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ব্যয় পৌরসভা তহবিল হইতে প্রদানের বিষয়ে সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে ।

ধারা ৪৫ । পৌর পরিষদ বাতিল ও পুনঃনির্বাচন

(১) সরকার নিম্নলিখিত কারণে কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন পৌর পরিষদ বাতিল ঘোষণা করিতে পারিবেঃ

(ক) কোন পৌরসভা চলতি অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে পরবর্তী বৎসরের বাজেট পাশ করিতে ব্যর্থ হইলে, যাহা পৌরসভার আর্থিক সংকট সৃষ্টি করিবে; অথবা
(খ) পৌরসভার ৭৫% নির্বাচিত কাউন্সিলর পদত্যাগ করিলে; অথবা
(গ) পৌরসভার ৭৫% নির্বাচিত কাউন্সিলর এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী অযোগ্য হওয়ার কারণে অপসারিত হইলে;
(ঘ) বৎসরে ধার্যকৃত মোট কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফি ইত্যাদি কমপক্ষে ৭৫% আদায় করিতে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ব্যর্থ হইলে;

শর্ত থাকে যে, এই উপধারা অনুযায়ী গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে । সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির একটি কপি সংশ্লিষ্ট পৌরসভা এবং নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে;

আরও শর্ত থাকে যে, পৌর পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার পূর্বে পৌরসভাকে যুক্তিসংগতভাবে শুনানির সুযোগ দিতে হইবে ।

(২) সরকারের বিবেচনায় কোন পৌরসভা এই অধ্যাদেশ ও অন্যান্য আইন/বিধি এবং সরকারের সার্কুলার/পরিপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্ব পালনে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হইলে অথবা পৌরসভা ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে, সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত পৌর পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে এবং উহার একটি কপি কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

শর্ত থাকে যে, এই উপধারা অনুযায়ী পৌর পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার পূর্বে সরকার ভাঙ্গিয়া দিবার কারণসহ প্রস্তাবটি পৌরসভাকে অবহিত করিবে এবং পৌরসভাকে কারণ দর্শানোর জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ দিবে এবং কোনোরূপ আপত্তি বা ব্যাখ্যা থাকিলে তাহা বিবেচনা করিবে এবং কমিশনের মতামত গ্রহণের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৩) উপধারা (১) অথবা (২) অনুযায়ী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে পৌর পরিষদের মেয়র ও সকল কাউন্সিলরের আসন শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

(৪) পূনর্গঠিত পৌর পরিষদের মেয়র ও কাউন্সিলরগণ পৌর পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) পৌর পরিষদ বাতিল হইবার এবং পূনর্গঠিত হইবার অন্তবর্তীকালীন সময়ে এই অধ্যাদেশের ৩৬ ধারা (প্রশাসক নিয়োগ সংক্রান্ত) অনুযায়ী সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) পৌরসভার সকল সম্পদ ও দায় উপধারা (৫) অনুযায়ী গঠিত প্রশাসক দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে পৌরসভা পুনর্গঠন হওয়া পর্যন্ত এবং উপধারা (৩) অনুযায়ী পূনর্গঠিত পৌরসভার উপর দায়িত্ব গ্রহণের পর হইতে পৌরসভার অবশিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত বর্তাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী

ধারা ৪৬। পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী

(১) পৌরসভার মূল দায়িত্ব হইবে -
- (ক) স্ব-স্ব এলাকাভুক্ত নাগরিকদের এই অধ্যাদেশ ও আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান মোতাবেক সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা প্রদান করা;
- (খ) পৌর প্রশাসন ও সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- (গ) পৌর এলাকায় নাগরিকদের পৌরসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইমারত নিয়ন্ত্রণসহ নগর উন্নয়ন পরিচালনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা; এবং
- (ঘ) পৌর নাগরিক নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষা;

(২) উপরোক্ত মূল দায়িত্বাবলীর আলোকে পৌরসভার কার্যাবলী হইবে -
- (ক) আবাসিক, শিল্প এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহ;
- (খ) পানি ও পয়ঃ নিস্কাশন;
- (গ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- (ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- (ঙ) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রাস্তা, ফুটপাথ, জনসাধারণের চলাচল, যাত্রী এবং মালামালের সুবিধার্থে টার্মিনাল নির্মাণ;
- (চ) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ এ প্রদত্ত কার্যাবলী;
- (চ) পরিবহন ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, পথচারীদের সুবিধার্থে যাত্রী ছাউনী, সড়ক বাতি, যানবাহনের পার্কিং স্থান এবং বাস স্ট্যান্ড বা বাস স্টপ এর ব্যবস্থা করা;
- (ছ) নাগরিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (জ) বাজার ও কসাইখানা স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা;
- (ঝ) শিক্ষা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন, আমোদ প্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসারে সহায়তা, পৌর এলাকার সৌন্দয্য বৃদ্ধি; এবং
- (ঞ) অন্যান্য আইন, বিধি ও প্রবিধি দ্বারা অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

(৩) উপরোক্ত যে কোনো কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পৌরসভার নিজস্ব কারিগরি ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সামর্থ না থাকিলে নাগরিক সুবিধার্থে উপরিউক্ত কার্যাবলী স্থগিত করা যাইবে না;

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত কোন কার্যাবলী সম্পাদিত না হইলে সরকার এ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(৫) ইহা ছাড়া পৌরসভা উহার তহবিলের সঙ্গতি অনুযায়ী দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

ধারা ৪৭। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাবলী

এই অধ্যাদেশে প্রদত্ত কার্যাবলী ব্যতীত সরকারের অনুমোদনক্রমে অন্য যে কোন দায়িত্ব ও কার্য পৌরসভা সম্পাদন করিবে, যথা ঃ

প্রাথমিক শিক্ষা, প্রতিরোধ ও নিরাময়মুলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিবহন, অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নিরাপত্তা এবং পৌর এলাকার দারিদ্র দূরীকরণ।

ধারা ৪৮। পৌরসভার অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলী

(১) ৪৬ ধারায় বর্ণিত মূল কার্যাবলী সন্তোষজনকভাবে সম্পাদিত হইতে হইবে এবং ইহা এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে পৌর পরিষদের আরোপিত দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) বিধি এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে পৌর পরিষদ অন্যান্য দায়িত্ব ও কার্যাবলীও সম্পাদন করিতে পারিবে;

(৩) অন্য কোন দায়িত্ব বা কার্য পৌর পরিষদ কর্তৃক সম্পাদন করিবার প্রস্তাব করা হইলে সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে উহা যথাযথ মনে করিলে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সম্পাদনের নির্দেশ দিতে পারিবে।

ধারা ৪৯। পৌরসভার বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন

(১) পৌরসভা প্রত্যেক বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে পৌরসভার কার্যক্রমের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তত করিবে এবং পরবর্তী বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উহা প্রকাশ করিবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রকাশ করিতে না পারিলে সরকার পৌরসভার অনুকূলে অনুদান প্রদান স্থগিত রাখিতে পারিবে।

(২) পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেয়রের সঙ্গে পরামর্শক্রমে খসড়া প্রসাশনিক প্রতিবেদন প্রস্তত করিবে এবং উহা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পৌর পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিবে।

(৩) 'ক' শ্রেণীর পৌরসভার বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর পৌরসভার বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তা প্রত্যেক বৎসরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পৌরসভার প্রশাসনিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ সমন্বিত আকারে সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবে।

(৫) সরকার উপধারা (৪) অনুসারে প্রাপ্ত সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে।

ধারা ৫০। নাগরিক সনদ প্রকাশ

(১) এই অধ্যাদেশের আওতায় গঠিত প্রতিটি পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করিবার বিবরণ প্রকাশ করিবে যাহা "নাগরিক সনদ" বলিয়া অভিহিত হইবে।

(২) নাগরিক সনদ ন্যূনতম প্রতি বৎসর হালনাগাদ করিতে হইবে।

(৩) সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে পৌরসভার জন্য আদর্শ নাগরিক সনদ সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন করিয়া দিবে। পৌরসভা আইন ও বিধি সাপেক্ষে এই নির্দেশিকার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার ক্ষমতা রাখিবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের পবিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হইলে তাহা অবগতির জন্য সরকার ও কমিশনকে জানাইতে হইবে।

(৪) নাগরিক সনদ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়সহ অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবেঃ
   (ক) প্রতি সেবার নির্ভুল ও স্বচ্ছ বিবরণ;
   (খ) সেবা প্রদানের মূল্য;
   (গ) সেবা গ্রহণ ও দাবী করা সংক্রান্ত যোগ্যতা ও প্রক্রিয়া;
   (ঘ) সেবা প্রদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা;

(ঙ) সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে নাগরিকদের দায়িত্ব;
(চ) সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা;
(ছ) সেবা প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া; এবং
(জ) সনদে উল্লিখিত অঙ্গীকার লংঘনের শাস্তি।

ধারা ৫১। উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন

(১) প্রত্যেক পৌরসভা সুশাসন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নততর তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করিবে।

(২) উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) পৌরসভা নাগরিক সনদে বর্ণিত আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়সহ সরকারিভাবে প্রদত্ত সকল সেবার বিবরণ উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিকদের জ্ঞাত করিবার ব্যবস্থা করিবে।

ধারা ৫২। পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি গঠন

(১) পৌর পরিষদ গঠিত হইবার পর প্রথম সভায় অথবা তৎপরবর্তী কোন সভায় কার্যপরিধি নির্ধারিত করিয়া বিধি অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত স্থায়ী কমিটি গঠন করিবে এবং কমিটির মেয়াদ আড়াই বৎসর হইবে। আড়াই বৎসর পর নতুন করিয়া কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(ক) সংস্থাপন ও অর্থ;
(খ) কর নিরূপণ ও আদায়;
(গ) হিসাব ও নিরীক্ষা;
(ঘ) নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন;
(ঙ) আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা।

(২) উপরোক্ত স্থায়ী কমিটি ব্যতীত প্রতি পৌরসভা প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করিতে পারিবে। বিশেষ করিয়া বেসরকারি সংস্থার সহিত সমন্বয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, দারিদ্রতা নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন, কনজারভেন্সী ইত্যাদি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা যাইতে পারে।

(৩) পৌর পরিষদের স্থায়ী কমিটিতে সর্বাধিক ৫ জন সদস্য থাকিবেন এবং উক্ত কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ পৌর পরিষদের সভায় কাউন্সিলরগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবে। তবে, কোন কাউন্সিলর একের অধিক কমিটির সভাপতি হইতে পারিবেন না। শর্ত থাকে যে, যে সকল পৌরসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার স্বল্পতাহেতু এই ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব হইবে না, সেই সকল পৌর পরিষদের কমিটি গঠন বিধিদ্বারা নির্ধারিত হইবে। আরও শর্ত থাকে যে, প্রতি স্থায়ী কমিটিতে ন্যুনতম শতকরা ৪০ ভাগ মহিলা সদস্য থাকিতে হইবে এবং সর্বমোট শতকরা ৪০ ভাগ কমিটিতে মহিলা কাউন্সিলর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) সকল স্থায়ী কমিটিতে মেয়র পদাধিকার বলে সদস্য থাকিবেন এবং মেয়র আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা কমিটিতে সভাপতি থাকিবেন।

(৫) স্থায়ী কমিটির সভাপতি অথবা সদস্য লিখিতভাবে কমিটির পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং এই সংক্রান্ত পদত্যাগপত্র মেয়রকে সম্বোধন করিয়া দিতে হইবে এবং এই পত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতেই পদত্যাগ কার্যকর হইবে।

(৬) কোন স্থায়ী কমিটির সভাপতি বা সদস্যের অনিবার্য কারণবশত দুই মাসের অধিক অনুপস্থিত থাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে পরিষদের সভায় অন্য কোন কাউন্সিলরকে উক্ত স্থায়ী কমিটির সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) পরবর্তী স্থায়ী কমিটি গঠন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পূর্বের স্থায়ী কমিটি কাজ করিবে।

(৮) ক্ষেত্র ভেদে স্থায়ী কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানাইয়া তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৯) পৌরসভা প্রয়োজনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অন্যান্য কমিটি বা উপকমিটি গঠন করিতে পারিবে।

ধারা ৫৩। স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী

(১) স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী বিধি কিংবা প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে। তবে, বিধি বা প্রবিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা যাইবে।

(২) স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পৌর পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচিত হইবে এবং কোন সুপারিশ পৌর পরিষদে গৃহীত না হইলে তাহার যথার্থতা ও কারণ লিখিতভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাইতে হইবে।

(৩) স্থায়ী কমিটির সকল কার্যধারা পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হইবে।

ধারা ৫৪ । পৌর নাগরিকগণের শুনানির অধিকার

পৌরসভা বা ইহার স্থায়ী কমিটি বা অন্য কোন কমিটিতে কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা কোন নাগরিক বা নাগরিকবৃন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাদের সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত থাকিবার ব্যবস্থা করিবে এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাহাদের মতামত গ্রহণ করিয়া যথাযথ হইলে উক্ত মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত বা সুপারিশমালা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

ধারা ৫৫ । পৌর পরিষদের মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের স্বার্থজনিত বিষয়াদি

(১) পৌর পরিষদের স্থায়ী কমিটি বা অন্য কোন কমিটির সদস্য হিসাবে যে সকল বিষয়/ক্ষেত্রে উক্ত সদস্যের আচরণ অথবা আর্থিক সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে ঐ সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সদস্য উক্ত সভায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না;

(২) পৌর পরিষদ অথবা স্থায়ী কমিটি অথবা অন্য কোন কমিটির প্রতি সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উপস্থিত প্রত্যেক কাউন্সিলর অথবা সদস্যের স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে; লিপিবদ্ধ কার্যবিবরণী মেয়র বা সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং পরবর্তী (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) সভায় অনুসমর্থনের জন্য উহা উপস্থাপিত হইবে;

(৩) উপধারা (২) এ বর্ণিত কার্যবিবরণী সভা অনুষ্ঠানের পরবর্তী অনধিক ১৪ কার্যদিবসের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া পৌর পরিষদ অথবা সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের জ্ঞাতার্থে সংরক্ষণ করিতে হইবে; যে কোন ব্যক্তি পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধ সাপেক্ষে কার্যবিবরণীর কপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন;

(৪) পৌরসভার সচিব অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা পৌরসভার প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের ১৪ কার্যদিবসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন ।

ধারা ৫৬ । পৌর এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন

পৌরএলাকার সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ অন্যান্য বিষয়ে সমন্বয় নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এক বা একাধিক কমিটি গঠিত হইবে, যাহার গঠন ও কার্যপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে ।

ধারা ৫৭ । চুক্তি

(১) পৌরসভা কর্তৃক অথবা ইহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি -

(ক) লিখিত হইতে হইবে এবং পৌরসভার নামে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইতে হইবে;

(খ) নির্ধারিত উপায়ে তা সম্পাদিত হইতে হইবে; এবং

(গ) চুক্তি সম্পাদনের পর অনুষ্ঠিত পরবর্তী সভায় মেয়র কর্তৃক তা পৌরসভাকে অবহিত করিতে হইবে ।

(২) বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তি সম্পাদনের পদ্ধতি পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা নির্দিষ্ট হইতে হইবে এবং মেয়র উক্ত প্রস্তাব মোতাবেক কাজ করিবেন ।

(৩) এই ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী কোন চুক্তি সম্পাদিত না হইলে উহার দায় পৌরসভার উপর বর্তাইবে না ।

ধারা ৫৮ । পূর্ত কাজ

সরকার বিধি দ্বারা

(ক) পৌরসভা কর্তৃক করণীয় পূর্ত কাজের পরিকল্পনা ও প্রাক্কলন প্রণয়ন করিবার বিধান করিতে পারিবে ।

(খ) এইরূপ পরিকল্পনা ও প্রাক্কলন কোন্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং কোন্ শর্ত সাপেক্ষে কারিগরিভাবে ও প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত হইবে তাহার বিধান করিতে পারিবে ।

(গ) কোন্ সংস্থা দ্বারা এইরূপ পরিকল্পনা ও প্রাক্কলন প্রণীত হইবে এবং কাজ সম্পাদিত হইবে ।

ধারা ৫৯ । নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি

পৌরসভা -

(ক) ইহার কার্যাবলীর সমুদয় নথিপত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে;

(খ) নির্ধারিত মেয়াদী প্রতিবেদন এবং বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে;

(গ) প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য কাজ এবং পৌরসভার কাজ-কর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার বা কমিশন সময় সময় যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ তথ্যাবলী প্রকাশ করিবে ।

তৃতীয় অধ্যায়

নির্বাহী ক্ষমতা এবং কার্য পরিচালনা

ধারা ৬০ । পৌরসভার নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্যপরিচালনা

(১) *এই অধ্যাদেশ এবং বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে দৈনন্দিন কার্যাবলীসহ পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে সম্পাদনের দায়িত্ব মেয়রসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপর বর্তাইবে ।*

(২) *উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার দৈনন্দিন নির্বাহী ক্ষমতা মেয়র এবং তাঁহার সার্বিক তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা সম্পাদিত হইবে ।*

(৩) *পৌরসভার নির্বাহী অথবা অনির্বাহী সকল কার্যাবলী পৌরসভার নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইবে এবং ইহার যথার্থতা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হইবে ।*

(৪) *পৌরসভার দৈনন্দিন সেবামূলক দায়িত্ব ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্যে উপধারা (২) এর আওতায় নির্বাহী ক্ষমতা বিভাজনের প্রস্তাব পৌরসভা দ্বারা অনুমোদিত হইবে এবং প্রয়োজনবোধে সময়ে সময়ে ইহা সংশোধনের এখতিয়ার পৌরসভার থাকিবে, যাহা একটি বিশেষ সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত করিতে হইবে ।*

ধারা ৬১ । পরিষদের সভা ও কার্য সম্পাদন

(১) *পৌরসভার প্রতি মাসে ন্যূনতম একটি সভার মাধ্যমে এই অধ্যাদেশে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন করিবে;*

(২) *সাধারণতঃ মেয়র পরিষদের সভা আহবান করিবেন এবং মেয়রের অনুপস্থিতিতে এই অধ্যাদেশের ধারা ৩৪ এর বিধান সাপেক্ষে গঠিত প্যানেল মেয়র সভা আহবান করিতে পারিবেন;*

(৩) *আহুত কোনো সভায় কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০% কাউন্সিলরের উপস্থিতি কোরাম বলিয়া গণ্য হইবে; যদি কোন সভায় কোরাম না হয় তাহা হইলে ঐ সভার সভাপতি হয় সভা মূলতবী করিবেন অথবা যুক্তিসংগত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় কোরাম হইলে সভা পরিচালনা করিবেন;*

(৪) *উপধারা (৩) এর ক্ষেত্রে সভা স্থগিত হইলে পরবর্তী সভায় একই আলোচ্যসূচি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে, ইহার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না;*

(৫) *সভার আলোচ্যসূচি সম্পর্কে এই অধ্যাদেশে কোন ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে;*

(৬) *উপস্থিত কাউন্সিলরগণ হাত তুলিয়া প্রস্তাব সম্পর্কে সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, পৌরসভা যদি প্রবিধি সাপেক্ষে কোন বিষয় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রয়োজন মনে করেন, তাহা হইলে এই প্রথা অনুসরণ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে;*

(৭) *এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে গৃহীত প্রস্তাব সম্বন্ধে পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান হইলে সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবার অধিকার থাকিবে;*

(৮) *কোন প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইয়াছে বা হয় নাই তাহা সভাপতি উক্ত সভায় স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিবেন;*

(৯) *সভার আলোচ্যসূচিতে কারিগির ও গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন হইলে পরিষদ উক্ত বিষয় বা বিষয়সমূহে মতামত প্রদানের জন্য এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে ।*

ধারা ৬২ । স্থায়ী কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্ত বিবেচনা

পৌরসভার বাজেট প্রণয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প গ্রহণ, মাষ্টার প্লান তৈরী, জনবল নিয়োগ, বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির মতামত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিবেচিত হইবে ।

ধারা ৬৩ । কাউন্সিলরগণের ব্যক্তিগত আর্থিক সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক

(১) *যদি কোন কাউন্সিলরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সভার আলোচ্যসূচির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ব্যক্তিগত আর্থিক বিষয়ে লাভবান হইবার সম্ভাবনা থাকে, অথবা অন্য কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট আলোচ্যসূচি আলোচিত হইবার পুর্বেই উক্ত কাউন্সিলর বিষয়টি সভাকে অবহিত করিবেন এবং সভার উক্ত আলোচ্যসূচিতে তিনি অংশগ্রহণ করিবেন না;*

তবে শর্ত থাকে যে, পৌরসভার কর অথবা পৌরসভার অন্যান্য সেবামুলক বিষয়ের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না ।

(২) কোন কাউন্সিলর নিজে অথবা তাহার পরিবারের নির্ভরশীল কোন সদস্য যদি কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অথবা কোন ব্যক্তির অধীনে চাকরিরত থাকেন এবং ঐ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তি পৌরসভার সহিত কোন চুক্তির মাধ্যমে লাভবান হইবার সম্ভাবনা থাকে; তাহা হইলে তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিবকে বিষয়টি লিখিতভাবে জানাইবেন এবং লিখিত পত্রে নির্ধারিত আলোচ্যসূচি ও সভার তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে;

(৩) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব এই লিখিত বক্তব্য সংশ্লিষ্ট বিষয়টি ৬১ ধারার উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অন্য সকল কাউন্সিলরের জ্ঞাতার্থে সরবরাহ ও সংরক্ষণ করিবে।

ধারা ৬৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিবের সভায় অংশগ্রহণ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা পৌরসভার অথবা পৌরসভা সংক্রান্ত কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করিবেন।

ধারা ৬৫। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা

(১) কোন কাউন্সিলর জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিবের নিকট লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবেন এবং কি বিষয়ে আলোচনা করা হইবে তাহাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন;

(২) এই ধরনের নোটিশ ন্যূনতম অন্য দুই জন কাউন্সিলর দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে এবং যে তারিখে বিষয়টি আলোচনা করিবার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে তাহার অন্ততঃ ৪৮ ঘন্টা পূর্বে নোটিশটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট পাঠাইতে হইবে এবং এই নোটিশ পাইবার পর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব উহা অবিলম্বে মেয়রের নিকট পেশ করিবেন ও অন্যান্য কাউন্সিলরগণের নিকটও প্রেরণ করিবেন;

(৩) মেয়রের নিকট যদি প্রস্তাবিত আলোচনা যথেষ্ট জনগুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তাহা হইলে তিনি এই আলোচনার ব্যবস্থা করিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, উপস্থিত অধিকাংশ ৫০% সদস্য যদি বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তাহা হইলে বিষয়টি আলোচিত হইবে।

(৪) এই আলোচনার জন্য কোন আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে না;

ধারা ৬৬। কাউন্সিলরগণের তথ্য জানিবার অধিকার

(১) কোন কাউন্সিলর পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রশাসন সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে তথ্য গ্রহণ করিবার অধিকার রাখিবে এবং নির্ধারিত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য সভা অনুষ্ঠিত হইবার এক ঘন্টা আগে এই বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিবকে নোটিশ পাঠাইবেন;

(২) মেয়র এই বিষয়ে একই দিনে তথ্য বিষয়ক প্রাথমিক বক্তব্য প্রদান করিবেন অথবা পরবর্তী কোন তারিখে এ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য দিবেন;

(৩) দুইটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বেশি একই সভায় আলেচিত হইতে পারিবে না; তবে দুইয়ের অধিক বিষয় উপস্থাপিত হইলে পৌর পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুইটি বিষয় গৃহীত হইবে;

(৪) প্রদত্ত বক্তব্য সম্বন্ধে সভায় কোন বিতর্ক করা যাইবে না।

ধারা ৬৭। সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি

(১) পৌর পরিষদের এবং বিভিন্ন কমিটির সভার কার্যবিবরণীর মধ্যে উপস্থিত কাউন্সিলরগণের নাম উল্লেখ করিতে হইবে এবং কার্যবিবরণী একটি বাঁধাই করা বহিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রতিটি গৃহীত কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ (যদি থাকে) উপস্থাপিত হইলে উহাসহ অনুমোদিত হইবে;

(২) পরবর্তী সভায় অনুমোদনের ১৪ দিনের মধ্যে সভার কার্যবিবরণী কমিশন ও সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(৩) পৌর পরিষদের প্রত্যেকটি সভার কার্যবিবরণী কাউন্সিলরগণের মধ্যে যথাসময়ে বিতরণ করিতে হইবে এবং পৌরসভার উন্মুক্ত স্থানে স্থাপন করিতে হইবে;

(৪) কার্যবিবরণীর কপি নির্ধারিত ফি এর বিনিময়ে পৌরসভার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন নাগরিককে প্রদান করা যাইবে;

(৫) কোন পদ শূণ্য ছিল অথবা পৌরসভা গঠন প্রক্রিয়ায় কোন ক্রটি ছিল অথবা সভায় অংশগ্রহণ বা ভোট দানের যোগ্যতা ছিল না এইরূপ ব্যক্তি সভায় অংশগ্রহণ করিয়াছিল, কেবলমাত্র এই কারণে পৌরসভার কোন কাজ বা সভার কার্যবিবরণী বে-আইনী হইবে না;

(৬) পৌর পরিষদের প্রত্যেকটি সভার কার্যবিবরণী উক্ত উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

ধারা ৬৮। কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত বিধি

স্থানীয় সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার পৌরসভা অথবা ইহার কমিটির কার্য সম্পাদন সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ধারা ৬৯। গৃহীত সিদ্ধান্তের বৈধতা

(১) পৌর পরিষদ অথবা ইহার কমিটির কোন সিদ্ধান্ত বা কার্যবিবরণী নিম্নলিখিত কারণে অবৈধ বলা যাইবে না-

(ক) কোন পদ শূন্য থাকিলে অথবা পৌর পরিষদ অথবা ইহার কমিটির গঠন প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক বা পরবর্তী পর্যায়ে কোন μটি; বা,

(খ) এই অধ্যাদেশের ৬৩ ধারা লংঘন করিয়া যদি কোন কাউন্সিলর ভোট প্রদান বা সভায় অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন; বা,

(গ) কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে যে কোন ত্রুটি বা অনিয়ম যাহা সিদ্ধান্তের বৈধতাকে ক্ষুণ্ন করে না;

(২) এই অধ্যাদেশের ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে পৌর পরিষদ অথবা ইহার কমিটির সিদ্ধান্ত ধারা ৬৩ অনুযায়ী গৃহীত হইবার পর ইহাতে কোন ত্রুটি বা অনিয়ম হয়নি বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) কোন পদ শূন্য ছিল অথবা পৌর পরিষদ গঠন প্রক্রিয়ায় কোন ত্রুটি ছিল অথবা কোন সদস্যের পৌর পরিষদের কোন সভায় অংশগ্রহণ বা ভোটদানের যোগ্যতা ছিল না কেবলমাত্র এই কারণে পৌরসভার কোন কাজ বা কোন সভার কার্যবিবরণী বেআইনী হইবে না।

চতুর্থ ভাগ

প্রথম অধ্যায়

সরকার ও কমিশনের ক্ষমতা

ধারা ৭০ । সরকার ও কমিশনের নথিপত্র তলব করিবার ক্ষমতা

সরকার বা কমিশন যে কোন সময় পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে -

(ক) কোন দলিল বা অন্য কোন নথিপত্র;

(খ) বিবরণী, পরিকল্পনা, প্রাক্কলন, লিখিত বক্তব্য, হিসাব অথবা পরিসংখ্যান;

(গ) অন্য কোন প্রতিবেদন;

তলব করিতে পারিবে এবং পৌর কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবে ।

ধারা ৭১ । সরকার বা কমিশনের নির্ধারিত কর্মকর্তার মাধ্যমে পরিদর্শনের ক্ষমতা

কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার পৌরসভার কোনো বিভাগ, সেবামূলক ও উন্নয়ন কার্যক্রম, নির্মাণ কাজ অথবা সম্পত্তি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রতিবেদন গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এই সব কর্মকর্তা ধারা ৭০ এর অধীনে সরকারের সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবেন ।

ধারা ৭২ । স্থানীয় সরকার কমিশন কর্তৃক পৌরসভাকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা

(১) এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য কমিশন যে কোন পৌরসভাকে অথবা পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অথবা কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যে কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে ।

(২) কমিশন উপযুক্ত তদন্তের পর যদি মনে করেন যে, উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রদত্ত কোন নির্দেশ পালনে কোন পৌরসভা বা ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হইয়াছে তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অনুরূপ নির্দেশ কার্যকর করিবার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য পৌরসভাকে নির্দেশ দিতে পারিবে ।

(৩) এইরূপ ব্যয়ের খরচাদি পরিশোধ করা না হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আদেশ জারির মাধ্যমে পৌরসভা তহবিলে জমা অর্থ হেফাজতকারীকে উক্ত ব্যয় পরিশোধ করিবার অথবা তাহা হইতে সম্ভাব্য পরিমাণ কিস্তিতে পরিশোধের নির্দেশ দিতে পারিবে ।

ধারা ৭৩ । পৌরসভার কর্মকান্ড সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগ

সরকার ***কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে*** যদি মনে করেন যে, কোন পৌরসভা অথবা এর পক্ষ হইতে সম্পাদিত কোন কাজ অথবা সম্পাদনের জন্য নির্বাচিত কোন কাজ বা আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় অথবা যা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা নিধারিত কর্তৃপক্ষ আদেশের মাধ্যমে-

ক) কার্যবিবরণী বাতিল করিতে পারিবে;

খ) পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত কোন প্রস্তাব বাস্তবায়ন বা প্রদত্ত আদেশ মুলতবী রাখিতে পারিবে;

গ) প্রস্তাবিত কোন কাজের বাস্তবায়ন নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

ঘ) পৌরসভাকে এই সব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে ।

(২) ***কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে*** উপ-ধারা(১) এর অধীনে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কোন আদেশ প্রদান করিলে সংশিষ্ট পৌরসভা উক্ত আদেশ প্রাপ্ত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট এই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করিতে পারিবে এবং সরকার উক্ত আদেশ বহাল বা সংশোধন অথবা বাতিল করিতে পারিবে ।

(৩) ***কমিশনের নিকট হইতে মতামত প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে সরকার কোন আদেশ না দিলে উহা আপনা আপনি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ।***

ধারা ৭৪ । সরকারের দিক নির্দেশনা প্রদান এবং তদন্ত করিবার ক্ষমতা

(১) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকার রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রাখিয়া যে কোন পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রকল্পের

উপকারভোগী নির্বাচন, পৌরসভা ও ওয়ার্ডসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং পৌরসভা উক্তরূপ দিক নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করিবে;

(২) কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা কোনরূপ আর্থিক অনিয়ম বা পরিষদের অন্য যে কোন অনিয়মের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এক বা একাধিক কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন; সংশ্লিষ্ট পৌরসভা উক্ত তদন্ত কাজ পরিচালনায় সহযোগিতা করিবে;

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী তদন্ত সম্পাদনের পর সরকার প্রয়োজন মনে করিলে এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে দায়ী ব্যক্তি/কর্মকর্তা/কর্মচারী বা পৌরসভার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

ধারা ৭৫ । পৌরসভাকে কোন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ

ধারা ৭০ বা ধারা ৭১ এর আওতায় প্রদত্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বা অন্য সূত্রে প্রাপ্ত কোন তথ্যের ভিত্তিতে যদি সরকারের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যক্রম অবৈধ অথবা অনিয়মে দুষ্ট অথবা এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন কার্যক্রম অযৌক্তিকভাবে করা হইয়াছে অথবা আদৌ করা হয় নাই, অথবা, এই অধ্যাদেশে প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করা হয় নাই, তাহা হইলে সরকার অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে পৌরসভাকে অবৈধ অথবা অনিয়মতাš{ K ব্যবস্থা হইতে বিরত থাকিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইনসিদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ বা আর্থিক সংস্থানের জন্য সরকার পৌরসভাকে নির্দেশ দিতে পারিবে; তবে শর্ত থাকে যে, জরুরী ভিত্তিতে উপরোক্ত কার্যক্রম বন্ধ করিবার যৌক্তিকতা না থাকিলে সরকার পৌরসভাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিবে ।

ধারা ৭৬ । স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন

সরকার এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি কমিশন গঠন করিবে যাহা 'স্থানীয় সরকার কমিশন' নামে অভিহিত হইবে ।

পঞ্চম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা

ধারা ৭৭। তহবিলের উৎস

(১) প্রত্যেক পৌরসভায় একটি তহবিল থাকিবে, যাহা পৌরসভা তহবিল নামে অভিহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে গঠিত পৌরসভা তহবিলে নিম্নোক্ত অর্থ জমা করিতে হইবে-

(ক) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার কালে পৌরসভার সম্পূর্ণ এখতিয়ারে উদ্বৃত্ত তহবিল, যাহার উত্তরাধিকারী পৌরসভা;

(খ) এই অধ্যাদেশের অধীনে পৌরসভা কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) পৌরসভার উপর ন্যস্ত অথবা তৎকর্তৃক ব্যবস্থিত সম্পত্তি হইতে সকল খাজনা এবং আয়, যাহা পৌরসভার নিকট পরিশোধ অথবা জমাযোগ্য,;

(ঘ) এই অধ্যাদেশের অধীনে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোন আইনের অধীনে পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য পৌরসভা কর্তৃক প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ;

(ঙ) কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা স্থানীয় যে কোন কর্তৃকপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দানের সমুদয় অর্থ;

(চ) পৌরসভার অধীনে পরিচালিত ট্রাষ্ট হইতে (যদি থাকে) জমাকৃত সমুদয় আয়;

(ছ) সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল অনুদান;

(জ) বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত সমুদয় লভ্যাংশ; এবং

(ঝ) সরকারের নির্দেশে পৌরসভার সম্পূর্ণ অধিকারে ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ।

ধারা ৭৮। আরোপিত ব্যয়

(১) পৌরসভা তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে যথাঃ

(ক) পৌরসভার কর্মে নিয়োজিত যে কোন সরকারি কর্মচারী অথবা স্থানীয় পরিষদ সার্ভিসের যে কোন সদস্যকে অথবা তাহার নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদেয় সমুদয় অর্থ;

(খ) নির্বাচন পরিচালনায় অবদান, পৌরসভার সার্ভিসসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব নিরীক্ষা এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পৌরসভা কর্তৃক প্রদেয় সমুদয় অর্থ;

(গ) কোন আদালত অথবা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পৌরসভার বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি অথবা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন অর্থ এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত এইরূপ আরোপযোগ্য যে কোন ব্যয়;

(ঘ) পৌরসভার উপর আরোপিত কোন ব্যয় যদি পরিশোধ না করা হইয়া থাকে, তবে পৌরসভার তহবিল হেফাজতকারী ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গকে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে আদেশ দ্বারা পৌরসভার উদ্বৃত্ত তহবিল হইতে ঐ অর্থ অথবা ইহার যতদূর সম্ভব পরিশোধ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

ধারা ৭৯। পৌরসভার তহবিলের প্রয়োগ

(১) পৌরসভা তহবিল সংরক্ষণ অথবা বিনিয়োগ এবং বিশেষ তহবিল গঠনঃ

(ক) পৌরসভা তহবিলের জমাকৃত টাকা সরকারি ট্রেজারিতে অথবা সরকারি ট্রেজারির কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে অথবা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন পন্থায় জমা রাখিতে হইবে;

(খ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে পৌরসভা উহার তহবিলের যে কোন অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে;

(গ) পৌরসভা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আলাদা তহবিল গঠন এবং সংরক্ষণ করিতে পারিবে যাহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং সরকার কর্তৃক আবশ্যিক বিবেচিত হইলে তাহা অবশ্যই করিবে।

(২)	পৌরসভা তহবিলে সময়ে সময়ে জমাকৃত অর্থ নিম্নরূপ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োগ করিতে হইবেঃ-
প্রথমতঃ পৌরসভা কমকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা প্রদান;
দ্বিতীয়তঃ এ অধ্যাদেশের অধীনে পৌরসভার তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয় মিটাইতে;
তৃতীয়তঃ এ অধ্যাদেশের অধীনে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য যে কোন আইনের অধীনে যে কোন দায়িত্ব পালনে এবং পৌরসভার উপর আরোপিত কোন কর্তব্য সম্পাদনে;
চতুর্থতঃ নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পৌরসভা কর্তৃক ঘোষিত পৌরসভা তহবিলের উপর আরোপিত যথোপযুক্ত ব্যয় মিটাইতে; এবং
পঞ্চমতঃ সরকার কর্তৃক ঘোষিত পৌরসভা তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয় মিটাইতে হইবে ।

ধারা ৮০ । *কমিশনের অর্থ বিষয়ক সুপারিশ বাস্তবায়ন*
নিম্নলিখিত বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বিবেচনা করিয়া সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেঃ
*(ক)	সরকারের বিভিন্ন উৎস হইতে প্রদত্ত কর বা ফিস ইত্যাদি প্রদানের হার বৃদ্ধি;*
*(খ)	সরকারি কোষাগার হইতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান;*
*(গ)	পৌরসভার আয়ের উৎস ও পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা ।*

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাজেট

ধারা ৮১ । বাজেট

*(১)	প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পৌরসভা উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে এবং উহার একটি করিয়া অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে;*

*(২)	উপধারা (১) অনুসারে প্রদর্শিত বাজেট সম্পর্কে জনগণের মন্তব্য ও পরামর্শ বিবেচনাক্রমে পৌরসভা সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসর শুরু হইবার ত্রিশ দিন পূর্বে বাজেটটি অনুমোদন করিয়া উহার একটি অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে;*

*(৩)	কোন অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পৌরসভা ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যায়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যায়নকৃত বিবরণী পৌরসভার অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে;*

*(৪)	উপধারা (১) এর অধীনে বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার, আদেশ দ্বারা, বাজেটটি সংশোধন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ সংশোধিত বাজেটই পৌরসভার অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে;*

*(৫)	কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, পৌরসভা একটি সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিতে পারিবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে;*

*(৬)	এই অধ্যাদেশ মোতাবেক গঠিত পৌরসভা প্রথমবার যে অর্থ বৎসরে দায়িত্ব গ্রহণ করিবে সেই অর্থ বৎসরের বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থ বৎসরটির বাকী সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে ।*

তৃতীয় অধ্যায়

হিসাব ও নিরীক্ষা

ধারা ৮২। হিসাব

(১) পৌরসভার আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত ফরম এবং পদ্ধতিতে রাখিতে হইবে।

(২) প্রতি অর্থ বৎসরের শেষে বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং *তাহা পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৯০ দিনের মধ্যে বিশেষ ও 'ক' শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবে। বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক সমন্বিত প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে সরকার ও কমিশনের নিকট মতামতসহ প্রেরণ করিবেন।*

(৩) বার্ষিক হিসাব বিবরণীর একটি প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট পৌরসভা জনসাধ্যরণের পরিদর্শনের জন্য উহার কার্যালয়ের প্রকাশ্য কোন স্থানে স্থাপন করিবে এবং জনসাধারণের নিকট হইতে হিসাব সংক্রান্ত সকল আপত্তি অথবা পরামর্শ পৌরসভা কর্তৃক বিবেচিত হইবে এবং ধারা ৮৩ তে বর্ণিত নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরে আনিবেন।

ধারা ৮৩। নিরীক্ষা

(১) পৌরসভার হিসাব উপযুক্ত নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ অথবা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্যানেল হইতে নিয়োজিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে;

(২) নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং কমিশন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে প্রত্যেক পৌরসভার হিসাব নিরীক্ষিত হইবে;

(৩) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার হিসাব সংক্রান্ত সমস্ত বহি এবং অন্যান্য দলিলাদি দেখিতে পারিবেন এবং পৌরসভার মেয়র অথবা কোন কাউন্সিলর অথবা কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে;

(৪) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা সমাপনান্তে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিবেন, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে উল্লেখ থাকিবে-

(ক) তহবিল তসরূফের ঘটনা;

(খ) পৌরসভা তহবিলের ক্ষতি, অপচয়, অথবা অপপ্রয়োগের ঘটনা;

(গ) হিসাব রক্ষণ ক্ষেত্রে অন্যান্য অনিয়ম;

(ঘ) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের মতে যে সকল ব্যক্তি ক, খ ও গ উপধারায় বর্ণিত অনিয়মের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী তাহাদের নাম প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৫) অডিট রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে;

(৬) নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কপি পৌরসভাকে প্রদান করিয়া তাহার অনুলিপি সরকার এবং কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে;

(৭) অডিট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিহ্নিত অনিয়ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পৌরসভা দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা কমিশন এবং সরকারকে অবহিত করিবে;

(৮) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাঃ বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা ব্যতীত পৌরসভা আয় ব্যয়ের হিসাব ইহার অডিট ও হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গঠিত নিরীক্ষা দল বৎসরে একবার নিরীক্ষা করিবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ইহার সাধারণ সভার আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

ষষ্ঠ ভাগ

প্রথম অধ্যায়

পৌরসভার সম্পত্তি

ধারা ৮৪ । পৌরসভার সম্পত্তি

(১) সরকার *কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে* বিধি দ্বারা-

(ক) পৌরসভার মালিকানাধীন অথবা উহার উপর ন্যস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নতি ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(খ) এইরূপ সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(গ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পৌরসভার প্রয়োজনে স্থাবর সম্পত্তির বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;

(ঘ) এই অধ্যাদেশ অথবা বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুরূপ সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে।

(২) এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে পৌরসভা নিজস্ব অথবা সরকার অথবা অন্য কর্তৃপক্ষ হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তির সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং উন্নতি সাধন করিতে পারিবে।

(৩) পৌরসভা যথাযথ জরিপের মাধ্যমে ইহার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সম্পত্তির বিবরণাদি প্রস্তত করিয়া প্রতি বৎসর ইহা হালনাগাদ করিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পদের বিবরণী, মানচিত্র প্রস্তত করিয়া ইহার একটি অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) এই অধ্যাদেশ বা বিধির দ্বারা নির্ধারিত পন্থা উপেক্ষা বা লংঘন করিয়া যদি সম্পত্তি অর্জন, দখল ও নিষ্পত্তি করা হয় তাহা হইলে তাহা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রদানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ আইনতঃ দায়ী থাকিবেন।

ধারা ৮৫ । *ইজারা, দান, ক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জন*

এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে পৌরসভা দান, ক্রয় অথবা অন্য কোন পন্থায় স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য C~রণকল্পে পৌরসভার সীমানার বাহিরেও সম্পত্তি অর্জন আবশ্যক হইলে পৌর পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সরকারের অনুমোদনক্রমে সম্পত্তি অর্জন করিতে পারিবে।

ধারা ৮৬ । *চুক্তি, লীজ ইত্যাদি মোতাবেক সম্পত্তি অর্জন*

(১) পৌরসভা ইহার সভায় অনুমোদিত চুক্তি মোতাবেক অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিতে পারিবে;

(২) অন্য কোন সম্পত্তি সভায় গৃহীত চুক্তির শর্তানুযায়ী বিধানের মাধ্যমে অর্জন করিতে পারিবে; এবং

(৩) পৌরসভা ইহার সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন অস্থাবর সম্পত্তি ভাড়ায় অথবা চুক্তির মাধ্যমে ইজারা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ধারা ৮৭ । রাস্তার নিকটবর্তী জমির অধিগ্রহণের বিশেষ বিধান

(১) রাস্তার নিকটবর্তী জমি জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইলে পৌরসভা সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি ভূমি অধিগ্রহণ আইন-১৯৮২ অনুযায়ী অধিগ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর ক্ষেত্রে পৌরসভা নির্ধারিত আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিবে।

ধারা ৮৮ । *সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা*

নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে পৌরসভা সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবেঃ

(ক) পৌরসভার সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া ইজারা অথবা বিক্রয় করিতে পারিবে এবং অস্থাবর সম্পত্তি একই প্রক্রিয়ায় ইজারা অথবা ভাড়ায় ব্যবহার করিতে পারিবে;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন সম্পত্তি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিতে পারিবে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ইহার ফলে পৌরসভা অধিকতর লাভবান হইবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি এই অধ্যাদেশের কোনো উদ্দেশ্য, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে পৌরসভার প্রয়োজনে আসিবে না;

(গ) সরকার অথবা সরকারি কোনো বিভাগ বা সংস্থা হইতে যে সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি পৌরসভার উপর এই অধ্যাদেশের অধীনে অর্পিত হইয়াছে, সেই সম্পত্তি এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিক্রয় করিতে পারিবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, অর্পিত স্থাবর সম্পত্তি জনস্বার্থে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিক্রয় বা অন্য কোন আইনসিদ্ধ উপায়ে হস্তান্তর করা যাইবে যদি পৌরসভা এই ধরনের যুক্তিসহ লিখিত প্রস্তাব সরকারের নিকট উপস্থাপন করে।

ধারা ৮৯ । দায়দেনা আদায়

পৌর পরিষদের মেয়র, কাউন্সিলর; পৌরসভার কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী এবং পৌরসভার প্রশাসনিক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত অথবা পৌরসভার পক্ষে কর্মরত প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার অবহেলা অথবা অসদাচরণের প্রত্যক্ষ পরিণামে পৌরসভার কোন অর্থ অথবা ইহার মালিকানাধীন সম্পত্তির ক্ষতি, অপচয় অথবা অপব্যবহারের জন্য দায়ী বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহা সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

সপ্তম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

পৌর অবকাঠামোগত সেবা

ধারা ৯০। পৌর অবকাঠামোগত সেবামূলক প্রকল্প

এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্যান্য আইনের বিধান সাপেক্ষে এবং সার্বিকভাবে এই অধ্যাদেশের দ্বারা অর্পিত দায়িত্ব পালনকল্পে পৌরসভা নিম্নোক্ত সেবামূলক কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবে;

পৌর পরিবেশ অবকাঠামো সংক্রান্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কোন কোম্পানী আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত অংশীদারিত্ব চুক্তির মাধ্যমে কোন প্রকল্পের অর্থায়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন।

ধারা ৯১। বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত চুক্তির ধরন বা প্রকার

(১) *পৌর অবকাঠামোগত সেবা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের সহিত চুক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যাইবে;*

(২) ইতিপূর্বে বর্ণিত ধারার উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া নিম্নোক্ত ধরনের চুক্তি পৌরসভা করিতে পারিবে;

- *(ক) নির্মাণ, স্বত্বাধিকারী ও হস্তান্তর* ***(Build-Own-Transfer, BOT)***
- *(খ) নির্মাণ, স্বত্বাধিকারী, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ* ***(Build-Own-Operate-Transfer, BOOT)***
- *(গ) নির্মাণ ও হস্তান্তর* ***(Build-Transfer, BT)***
- *(ঘ) নির্মাণ, ইজারা ও হস্তান্তর* ***(Build-Lease-Transfer, BLT)***
- *(ঙ) নির্মাণ, হস্তান্তর ও পরিচালনা* ***(Build-Transfer-Operate, BTO)***
- *(চ) ইজারা ও ব্যবস্থাপনা* ***(Lease & Management, LM)***
- *(ছ) ব্যবস্থাপনা* ***(Management)***
- *(জ) পুনর্বাসন, পরিচালনা ও হস্তান্তর* ***(Rehabilitate-Operate-Transfer, ROT)***
- *(ঝ) পুনর্বাসন, স্বত্বাধিকার ও পরিচালনা* ***(Rehabilitate-Own-Operate, ROO)***
- *(ঞ) সেবা প্রদান চুক্তি* ***(Service Delivery Agreement, SDA)***
- *(ট) সরবরাহ, পরিচালনা ও হস্তান্তর* ***(Supply-Operate-Transfer, SOT)***
- *(ঠ) সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিয়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন।*

ধারা ৯২। পৌরসভা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

পানি সরবরাহ, পানি নিস্কাশন ও পয়ঃ নিস্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাস্তাঘাট এবং বাণিজ্যিক অবকাঠামো সংক্রান্ত যে সমস্ত কার্যাবলী পৌর পরিবেশ অবকাঠামোর সহিত সম্পৃক্ত সেই সমস্ত প্রকল্প পৌর নাগরিকগণের স্বার্থে বাস্তবায়ন করিতে নিম্নোক্ত যে কোন দুইটি উপায়ে পৌরসভা করিতে পারিবেঃ

- *(ক) সম্ভব হইলে পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে ইহা করিবে, অথবা*
- *(খ) সরকারি অথবা বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করিবে।*

অষ্টম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

ধারা ৯৩। পৌরসভার চাকুরি

(১) নির্ধারিত বিষয় ও শর্ত সাপেক্ষে পৌরসভাতে চাকুরির পদ সৃষ্টি হইবে।

(২) সরকার সময় সময় চাকুরির পদসমূহ নির্দিষ্ট করিবেন যাহা বিধি মোতাবেক পূরণ করিতে হইবে।

(৩) সরকার পৌরসভার শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী জনবল কাঠামো প্রণয়ন করিয়া সংশ্লিষ্ট পৌরসভা ও কমিশনের মতামতের আলোকে অনুমোদন প্রদান করিবে।

ধারা ৯৪। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পৌরসভায় ন্যস্তকরণে সরকারের ক্ষমতা

(১) নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে পরিষদের সাধারণ বা বিশেষ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নির্ধারিত সময়ের জন্য পরিষদে ন্যস্ত করিতে পারিবে, উক্তরূপে স্থানান্তরিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট পরিষদের তত্ত্বাবধানে ও সাধারণ নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুসারে হস্তান্তরিত বা ন্যস্তকৃত কোন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন মনে করিলে পরিষদ এই বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

(৩) উপধারা (১) অনুযায়ী পরিষদে স্থানান্তরিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাহাদের উপর অর্পিত সাধারণ দায়িত্ব ছাড়াও পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীর ন্যায় নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বও পালন করিবেন।

(৪) উপধারা (১) অনুযায়ী স্থানান্তরিত/ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পরিষদের নিকট এই অধ্যাদেশ বা বিধি অনুযায়ী স্থানান্তরিত নহে এমন সরকারি প্রকল্প, স্কীম, পরিকল্পনা ইত্যাদিও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) সংশ্লিষ্ট পরিষদ কর্তৃক ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্ত উপধারায় (১) অনুযায়ী স্থানান্তরিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা সরকার কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

ধারা ৯৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

(১) পৌরসভার জন্য সরকার যেইরূপ নির্দেশ দিবেন সেইরূপ একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন;

(২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সরকার বা সরকার নির্দেশিত এইরূপ কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত শর্তে নিযুক্ত হইবেন;

(৩) পৌরসভার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অধীন হইবে;

(৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পৌরসভার যে কোন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিবার এবং সভার আলোচনায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং অনুরূপ কোন সভায় তিনি সভাপতির অনুমতিক্রমে কোন বিষয়ে বিবৃতি প্রদান বা ব্যাখ্যা প্রদান ***এবং আইন/অধ্যাদেশ বা বিধি পরিপন্থী সিদ্ধান্ত হইলে তাহা সভাকে অবহিত করিবেন এবং বিদ্যমান আইন/অধ্যাদেশ বা বিধি বিধান পরিপন্থী কোন প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তাহা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার বা কমিশনকে অবহিত করিবেন।*** উক্তরূপ সভায় তাঁহার ভোট দানের বা প্রস্তাব উত্থাপনের কোন অধিকার থাকিবে না।

ধারা ৯৬। পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

(১) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ একটি পৌরসভার জন্য নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে **১ম** ও **২য়** শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন যাহারা তাহাদের উপর পৌরসভা সংক্রান্ত আরোপিত দায়িত্ব পালন করিবেন;

(২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবে, এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন পৌরসভা, নির্ধারিত শর্তে তাহার কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য ***অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিধি প্রতিপালন সাপেক্ষে*** যে সকল কর্মচারী প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে তাহাদের নিয়োগ করিতে পারিবে;

(৩) এই অধ্যাদেশের শর্ত এবং বিধি সাপেক্ষে -

(ক) প্রেষণে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও আচরণ সংশ্লিষ্ট বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে;

(খ) পৌরসভা সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী উপ-ধারা (২) এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে সাময়িক বরখাস্ত অপসারণ, পদচ্যুত বা অন্য কোন শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে;

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিয়োগ প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা *এবং পৌরসভা কর্তৃক নিয়োগকৃত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণকে প্রশাসনিক প্রয়োজনে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ তাহার এখতিয়ারাধীন এক পৌরসভা হইতে অন্য পৌরসভাতে বদলী করিতে পারিবে;*

(৫) পৌরসভার কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের নিয়োগ নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী করিতে হইবে।

ধারা ৯৭। ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি

(১) পৌরসভা ভবিষ্য তহবিল গঠন ও সংরক্ষণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ তহবিলে তাহার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অংশ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিবে এবং নির্দেশিতভাবে সেইরূপ উপায়ে ও পরিমাণে তাহাতে চাঁদা প্রদান করিবে;

(২) পৌরসভা সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত পন্থায় তাহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণের পর গ্র্যাচুইটি প্রদান করিবে; আনুতোষিক তহবিলের অর্থ কেবলমাত্র কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধ করিবার জন্যই বিধি অনুযায়ী ব্যয় করা যাইবে;

(৩) পৌরসভা, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনকালে রোগে মৃত্যুবরণকারী অথবা আহত অথবা ক্ষতিগ্রস্থ কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারকে বিশেষ গ্র্যাচুইটি প্রদান করিতে পারিবে;

(৪) পৌরসভা নির্ধারিত উপায়ে তাহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য সামাজিক বীমা প্রকল্প পরিচালনা করিতে এবং তাহাতে চাঁদা প্রদানে নির্দেশ দিতে পারিবে;

(৫) পৌরসভা নির্ধারিত উপায়ে কল্যাণ তহবিল গঠন ও পরিচালনা করিবে - যাহা হইতে উপ-ধারা (৩) এর অধীনে মঞ্জুরীকৃত কোন বিশেষ গ্র্যাচুইটি বা নির্দেশিত অন্য কোন সহায়তা প্রদান করা যাইবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীনে গঠিত ও রক্ষিত তহবিলে পৌরসভা সরকার কর্তৃক যেইরূপ নির্দেশিত হইবে সেইরূপ অংশ বা সেই পরিমাণ টাকা চাঁদা প্রদান করিবে।

ধারা ৯৮। চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্ধারণ

সরকার *কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে* বিধি দ্বারা -

(ক) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরির শর্তাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(খ) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতনের গ্রেড নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(গ) পৌরসভায় যে সংখ্যক জনশক্তি নিযুক্ত হইবে তাহা সংস্থাপন তফসিলে প্রবর্তনমূলক নির্ধারণ করিবে;

(ঘ) পৌরসভার অধীন বিভিন্ন পদের যোগ্যতা নির্ধারণ করিবে;

(ঙ) পৌরসভার বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে নীতিমালা অনুসৃত হইবে তাহা নির্ধারণ করিবে;

(চ) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে আনীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তদন্ত অনুষ্ঠান পদ্ধতি নির্ধারণ এবং শাস্তি আরোপ আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের ব্যবস্থা রাখিতে পারিবে; এবং

(ছ) পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্তৃক পূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ব্যবস্থা রাখিতে পারিবে।

ধারা ৯৯। পৌর পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীগণের সম্পর্ক

*(১) পৌর পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের আইনগত অধিকার ও পেশাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন বা পরিষদে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ বিষয়ক একটি আচরণ বিধি **(Code of Conduct)** প্রণয়ন করিবে।*

(২) পৌর পরিষদের যে কোন সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের মতামত সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৩) পৌর পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন বা পরিষদে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পারস্পারিক সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং যে কোন প্রকার অশোভন আচরণ পরিহার করিবেন।

(৪) কমিশন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আচরণ বিধি বহির্ভূত যে কোন অভিযোগ বিবেচনা করিবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিবে।

(৫) পৌর পরিষদ নির্বাচিত কোন জনপ্রতিনিধি কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করিলেও সংশ্লিষ্ট কাজটি বাস্তবায়নের পূর্বে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

নবম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

পৌর করারোপণ

ধারা ১০০। পৌর করারোপণ

পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের পূর্বানুমোদক্রমে তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত সকল অথবা যে কোন কর, উপকর, রেইট, টোল ও ফিস ইত্যাদি আরোপ করিতে পারিবে, ***তবে শর্ত থাকে যে, নতুন কোন করারোপের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিবে এবং সরকার এ বিষয়ে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।***

ধারা ১০১। প্রজ্ঞাপন ও কর প্রবর্তন

কমিশন কর্তৃক ভিন্নরূপ নির্দেশনা না থাকিলে পৌরসভা কর্তৃক **আরোপিত** সকল কর, উপকর, রেইট, টোল এবং ফিস ইত্যাদি প্রাক-প্রকাশনা সাপেক্ষে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং যেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকরী হইবে পৌরসভা তাহা উল্লেখ করিবে।

ধারা ১০২। আদর্শ কর তফসিল

কমিশনের সহিত পরামর্শ করিয়া সরকার আদর্শ কর তফসিল প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এই আদর্শ কর তফসিলে ***উল্লিখিত করের পরিমাণ নমুনা হিসাবে গণ্য হইবে।***

ধারা ১০৩। কর আরোপের ক্ষেত্রে নির্দেশনাবলী

(১) সরকার যে কোন পৌরসভাকে-

(ক) ১০০ ধারার অধীনে করারোপ করিতে যোগ্যতাসম্পন্ন পৌরসভাকে কর, উপকর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদি আরোপ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে; অথবা

(খ) এইরূপ কোন কর, উপকর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদি নির্ধারণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে; অথবা

(গ) এইরূপ কোন কর, উপকর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদি আরোপ হইতে কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গকে অথবা কোন সম্পত্তি অথবা শ্রেণীভুক্ত সম্পত্তিতে অব্যাহতি দেওয়ার অথবা এইরূপ কর, উপকর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদি আরোপ স্থগিত অথবা বিলোপ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, যদি থাকে, পালিত না হয় তাহা হইলে সরকার উক্ত নির্দেশ কার্যকর করার আদেশ দিতে পারিবে।

ধারা ১০৪। কর সংক্রান্ত দায়

(১) ব্যক্তি, পণ্য অথবা জীবজন্তুর কর, উপকর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদির দায় অথবা তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পৌরসভা যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবার, রেকর্ড অথবা হিসাব উপস্থাপন করিবার অথবা কর, উপকর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদি আরোপযোগ্য পণ্য অথবা জীবজন্তু হাজির করিবার নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে;

(২) এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পৌরসভার যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর, ইমারত অথবা ঘর-বাড়ির কর, দায় মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে এইরূপ যে কোন ইমারত অথবা ঘর-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবে অথবা সেইখানে অবস্থিত করারোপযোগ্য যে কোন পণ্য অথবা জীব-জন্তু পরিদর্শন করিতে পারিবে;

(৩) এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পৌরসভার যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন পণ্যের উপর প্রাপ্য নগর-শুল্ক, সীমা-কর অথবা টোল অনাদায়ে তাহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আটক এবং হস্তান্তর করিতে পারিবে।

ধারা ১০৫। কর সংগ্রহ ও আদায়

(১) এই অধ্যাদেশের অধীনে আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস ইত্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করিতে হইবে;

(২) এই অধ্যাদেশের অধীনে পৌরসভা কর্তৃক দাবীযোগ্য সকল কর, উপকর, রেইট, টোল এবং ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলী সত্ত্বেও এ অধ্যাদেশের অধীনে সরকার যে কোন পৌরসভা কর্তৃক দাবিযোগ্য কর, উপকর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য বকেয়া অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাধীন অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে অথবা তাহার স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করিবার জন্য পৌরসভাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে;

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে ক্ষমতা কাহার দ্বারা কিভাবে প্রয়োগ করা যাইবে সরকার তাহা বিধির মাধ্যমে নির্ধারিত করিয়া দিবে;

(৫) বিধিতে কর্মকতা ও কর্মচারীর শ্রেণীসমূহ উল্লেখ থাকিবে।

ধারা ১০৬। মূল্যায়ন, কর নির্ধারণ, ইত্যাদির বিরুদ্ধে দরখাস্ত

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ের মধ্যে পেশকৃত দরখাস্ত ব্যতীত এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন কর, উপকর, রেইট, টোল অথবা ফিস অথবা এতদ্‌সংক্রান্ত কোন মূল্যায়ন অথবা কোন ব্যক্তির উপর অনুরূপভাবে আরোপিত করের দায় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উথাপন করা যাইবে না।

ধারা ১০৭। বেতনাদি হইতে কর কর্তন

পৌরসভা যদি কোন পেশা, ব্যবসা অথবা বৃত্তির উপর করারোপ করিতে চায় তাহা হইলে এইরূপ কর প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তির নিয়োগকর্তার নিকট উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় বেতন অথবা মজুরী হইতে কর কর্তনের জন্য পৌরসভা দাবী জানাইতে পারিবে এবং এইরূপ অধিযাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বেতন অথবা মজুরী হইতে প্রাপ্য পরিমাণ কর কর্তন করিতে হইবে এবং পৌরসভার তহবিলে জমা করিতে হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কর্তণের পরিমাণ কোন মতেই বেতন অথবা মজুরীর পঁচিশ শতাংশের বেশী হইবে না।

ধারা ১০৮। করারোপণ বিধিসমূহ

(১) পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত সকল কর, উপকর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য খাজনা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ, মূল্যায়ন, ইজারা প্রদান, আপোস-মীমাংসা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(২) অন্যান্য বিষয়সহ এই ধারার অধীনে প্রণীত বিধিসমূহ করদাতাগণের বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা এবং কর নির্ধারণ ও আদায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য এজেন্সির কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কিত বিধান করিতে পারিবে।

দশম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

পৌরসভা এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত বিষয়াবলী

ধারা ১০৯। যৌথ কমিটি

কোন অভিন্ন উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য কোন পৌরসভা অন্য যে কোন পৌরসভা অথবা পৌরসভাসমূহের সাথে কোন স্থানীয় পরিষদ অথবা পরিষদসমূহের সাথে অথবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা কর্তৃপক্ষসমূহের সাথে যৌথ স্বার্থ সংশিষ্ট বিষয়ে যৌথ কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং কমিটির কার্য পরিচালনার জন্য প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতাসহ যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

ধারা ১১০। পৌরসভা ও স্থানীয় পরিষদের মধ্যে বিরোধ

যদি দুই বা ততোধিক পৌরসভা অথবা কোন পৌরসভা বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে বিষয়টি মীমাংসার জন্য-

(ক) যদি সংশিষ্ট পক্ষসমূহ একই বিভাগে হয়, তবে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট পাঠাইতে হইবে; এবং

(খ) যদি সংশিষ্ট পক্ষসমূহ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের হয় অথবা একটি পক্ষ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হয়, তবে সরকারের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং ক্ষেত্র মতে বিভাগীয় কমিশনার অথবা সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

ধারা ১১১। অপরাধ

চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত প্রত্যেকটি কাজ কিংবা ভূলত্রুটি অত্র অধ্যাদেশের অধীনে একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

ধারা ১১২। শাস্তি

এ অধ্যাদেশের অধীনে কোন অপরাধের সাজা হিসাবে সর্বোচ্চ ***দুই হাজার*** টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে এবং অপরাধটির পুনরাবৃত্তি ঘটিলে প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের পর ঐ অপরাধের সাথে পুনরায় জড়িত থাকিবার সময়কালে প্রতিদিনের জন্য সর্বোচ্চ ***দুইশত*** টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে।

ধারা ১১৩। অপরাধের আপোষ রফা

এই ক্ষেত্রে মেয়র অথবা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণভাবে অথবা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন অপরাধের আপোষ মীমাংসা করিতে পারিবেন।

ধারা ১১৪। অপরাধ আমলে নেওয়া

এই ক্ষেত্রে পৌরসভা অথবা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিত কোন অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

একাদশ ভাগ

প্রথম অধ্যায়

তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

ধারা ১১৫। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

(১) প্রচলিত আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের পৌরসভা সংক্রান্ত যে কোন তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্তির অধিকার থাকিবে;

(২) উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার জনস্বার্থ এবং স্থানীয় প্রশাসনিক নিরাপত্তার স্বার্থে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে কোন রেকর্ড বা নথিপত্র নোটিফাইড রেকর্ড হিসাবে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিবে। কোন ব্যক্তির উক্তরূপ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত রেকর্ড ও নথিপত্রের তথ্যাদি জানিবার অধিকার থাকিবে না এবং পরিষদ এই সংক্রান্ত যে কোন আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারিবে;

(৩) সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এলাকার জনসাধারণের নিকট সরবরাহযোগ্য তথ্যাদির একটি তালিকা প্রকাশের জন্য পৌরসভাকে আদেশ দিতে পারিবে।

ধারা ১১৬। তথ্য সরবরাহের পদ্ধতি

(১) কোন ব্যক্তির কোন তথ্যের প্রয়োজন হইলে তাহাকে নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত ফি দিয়া পৌরসভার সচিবের বরাবরে লিখিত আবেদন করিতে হইবে। উক্ত দরখাস্ত নামঞ্জুর বা অন্যরূপ নিষ্পত্তি না হইলে সচিব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবে।

(২) কোন ব্যক্তির কোন আবেদন নামঞ্জুর হইলে উক্ত নামঞ্জুরের কারণ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

ধারা ১১৭। তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার শাস্তি

(১) পৌরসভার সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যকোন কর্মকর্তা/কর্মচারী এই অধ্যায়ে বর্ণিত নোটিফাইড রেকর্ডপত্র ব্যতীত অন্যান্য তথ্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) যদি সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্তরূপ তথ্যাদি সরবরাহ না করে তাহা হইলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানা দিতে হইবে এবং উক্ত জরিমানার অর্থ পরিষদের তহবিলে জমা হইবে।

(৩) পৌরসভার সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যদি তথ্য সরবরাহ না করে, অথবা যদি তাহার সজ্ঞানে মিথ্যা বা ভুল তথ্য সরবরাহ করে, তাহা হইলে তিনি কমপক্ষে এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ১১৮। সরল বিশ্বাসে কৃতকর্ম

এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট নথি বা রেকর্ডপত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না অথবা এই ধরনের তথ্যাদি পৌরসভায় সংরক্ষিত নাই, তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি আবেদনকারীকে যথাশ্রীঘ্র সম্ভব জানাইয়া দিতে হইবে। এই ধারায় বর্ণিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ না করিবার কারণে সচিব বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

দ্বাদশ ভাগ

প্রথম অধ্যায়

টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ

ধারা ১১৯। টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি নিবন্ধিকরণ

(১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখে বা তারপর পৌরসভা এলাকায় পৌরসভার রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিতব্য টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করা যাইবে না। উক্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে পৌরসভা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ফি জমা দিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান বরাবরে আবেদন করিতে হইবে। পৌরসভা প্রয়োজনীয় তদন্ত করিয়া সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে পরিষদ সভার অনুমোদনক্রমে নিবন্ধিকৃত করিবে এবং মাসিক টিউটোরিয়াল ফি বা কোচিং ফি নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(২) এই অধ্যাদেশ জারি হওয়ার সময় যে সকল টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু থাকিবে সে সকল প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

শর্ত থাকে যে, কোন সরকারি সম্পত্তিতে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই ধরনের টিউটোরিয়াল স্কুল বা কোচিং সেন্টার চালু করিবার আবেদন করিলে উহা নিবন্ধন করা যাইবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, সরকারি সম্পত্তিতে পূর্ব হইতে চালুকৃত প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার সংক্রান্ত অনুমতি না পাইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনা আপনি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২) অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রত্যেক বৎসর নির্ধারিত ফি দিয়া নবায়ন করিতে হইবে।

ধারা ১২০। প্রাইভেট হাসপাতাল ইত্যাদির নিবন্ধিকরণ

(১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখে বা তারপর পৌরসভার এখতিয়ারাধীন এলাকায় পৌরসভায় যথানিয়মে নিবন্ধন ব্যতীত কোন প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

(২) এই অধ্যাদেশ জারি হওয়ার সময় যে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট চালু থাকিবে সে সকল প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

শর্ত থাকে যে, কোন সরকারি সম্পত্তিতে সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই ধরনের প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট চালু করিবার আবেদন করিলে উহা নিবন্ধন করা যাইবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, সরকারি সম্পত্তিতে পূর্ব হইতে চালুকৃত প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার সংক্রান্ত অনুমতি না পাইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনা আপনি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২) অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রত্যেক বৎসর নির্ধারিত ফি দিয়া নবায়ন করিতে হইবে।

ধারা ১২১। নিবন্ধিকরণে ব্যর্থতার দন্ড

কোন ব্যক্তি পৌরসভার রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত কোন টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল বা প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন বা পরিচালনা করিলে অথবা উক্তরূপ প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতালের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করিবার পরও তাহা পরিচালনা অব্যাহত রাখিলে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা দন্ডে দন্ডিত হইবে এবং উক্ত জরিমানা দন্ড আরোপের তারিখের পরেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল পরিচালনা বন্ধ না করিলে প্রতিদিনের জন্য পাঁচশত টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা দিতে হইবে।

ধারা ১২২। পৌরসভা কর্তৃক ফি আদায়

সরকার ইহার এখতিয়ারাধীন এলাকায় নিবন্ধনকৃত ও পরিচালিত টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদির নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাৎসরিক ফি আদায় করিতে পারিবে।

ধারা ১২৩। পুনঃনিবন্ধিকরণ

কোন টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদির নিবন্ধন ধারা ১১৯ (২) এবং ১২০ (২) এর শর্তাংশে বর্ণিত অনিয়ম ব্যতীত নিজস্ব ব্যত্যয়ের কারণে বাতিল হইয়া ধারা ১২১ অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে জরিমানা প্রদানের ছয়মাসের মধ্যে দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানাসহ পুনঃনিবন্ধিকরণের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন করিতে পারিবে। উক্ত আবেদন তদন্তপূর্বক সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে পুনঃনিবন্ধন করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিষ্ঠান এই ধারার অধীনে পুনঃনিবন্ধনের সুযোগ একবারের বেশি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

ত্রয়োদশ ভাগ

প্রথম অধ্যায়

পৌর এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা

ধারা ১২৪ । পৌরসভাকে পুলিশের সহযোগিতা

(১) পৌরসভা এলাকার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারী-

(ক) পৌরসভা এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এই অধ্যদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিবার জন্য পঞ্চম তফসিলে উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী পৌরসভাকে সহযোগিতা করিবে;

(খ) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নিয়োগকৃত কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ পালনের জন্য পৌরসভাকে সহযোগিতা করিবে;

(২) প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব হইবে-

(ক) পৌরসভা এলাকায় কোন অপরাধ সংঘটন বা অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনা বা এই অধ্যাদেশ ও অন্যান্য বিধি বিধানের আওতায় সংঘটিত যে কোন অপরাধ সম্পর্কে অনতিবিলম্বে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিবকে অবহিত করা;

(খ) পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিবকে এই অধ্যাদেশ বা সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানের আওতায় আইনানুগ দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করা ।

(৩) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সুপারিশক্রমে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত কর্মকর্তা এই অধ্যাদেশ অথবা সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুযায়ী পৌরসভার অনুরূপ কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে একজন পুলিশ অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন ।

(৪) জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং তাহাদের অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধন কল্পে এতদসংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের জন্য পৌরসভাকে সহযোগিতা করিবেন ।

ধারা ১২৫ । পৌর পুলিশ নিয়োগ

(১) সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে কোন পৌর এলাকায় প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পৌর পুলিশ গঠন করিতে পারিবে এবং তাহাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা এবং অন্যান্য চাকুরীর শর্ত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে । পৌর পুলিশ পরিচালনার জন্য সরকার একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার কর্মকর্তা প্রেষণে নিয়োগ করিবে ।

(২) এই অধ্যাদেশের পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পৌর পুলিশ পালন করিবে এবং ইহা ছাড়া স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে এলাকার আইন শৃঙ্খলার উপর নজরদারী করিবে ।

(৩) এই অধ্যাদেশসহ অন্যান্য আইনের বিধান ভঙ্গের অপরাধসমূহ দমনের প্রয়োজনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে ম্যাজিষ্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা প্রদান কিংবা নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রেষণে সরকার নিয়োগ দান করিতে পারিবে ।

(৪) পৌর এলাকার কোন ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডের অংশের জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার আশু প্রয়োজন হইলে ঐ এলাকায় সক্ষম এবং প্রাপ্ত বয়স্ক যে কোন পুরুষকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐ এলাকায় টহল দিবার লিখিত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে ।

চতুর্দশ ভাগ

প্রথম অধ্যায়

ক্রান্তিকালীন এবং অস্থায়ী বিধানাবলী

ধারা ১২৬। প্রথম নির্বাচনের জন্য পৌরসভা ও ওয়ার্ডসমূহ

সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে এই অধ্যাদেশের অধীনে পৌরসভার সাধারণ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে -

এই অধ্যাদেশ জারির অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পৌরসভাসমূহ ধারা ৯ সাপেক্ষে ঘোষিত পৌরসভা হিসেবে গণ্য হইবে।

ধারা ১২৭। রহিতকরণ ও হেফাজত

(১) এই অধ্যাদেশ জারির সাথে সাথে পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ রহিত হইবে।

(২) ১৯৭৭ সনের পৌরসভা অধ্যাদেশ রহিত হইবার পর -

(ক) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের অধীনে পৌরসভাসমূহ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত-

(অ) এইরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে পৌরসভাসমূহ যে সকল কার্য সম্পাদন করিত তাহা করিতে থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে পৌরসভা গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(আ) এইরূপ রহিতকরণের পূর্বে যিনি কোন পৌরসভার প্রশাসক পদে কর্মরত ছিলেন তিনি তাঁহার পদে বহাল থাকিবেন;

(খ) এইরূপ রহিত হইবার পূর্বে কার্যকর উল্লিখিত আইনসমূহের অধীনে প্রণীত সকল বিধি, প্রবিধান, উপ-বিধি অথবা আদেশ, জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অথবা বিজ্ঞপ্তি অথবা মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স অথবা অনুমতি, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে এই বিধিমালার অধীনে রহিত অথবা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে যথাক্রমে প্রণীত, জারি অথবা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) এইরূপ রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পৌরসভার সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, তহবিল, বিনিয়োগ এবং এইরূপ সম্পত্তিতে অথবা তাহা হইতে উদ্ভূত যাবতীয় অধিকার এবং স্বার্থ উত্তরাধিকারী পৌরসভার নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(ঘ) এইরূপ রহিত হইবার পূর্বের পৌরসভার সকল ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব এবং ইহার দ্বারা ইহার সহিত অথবা ইহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি, যাবতীয় বিষয়াদি উত্তরাধিকারী পৌরসভার উপর বর্তাইবে এবং ইহার দ্বারা, ইহার সহিত অথবা ইহার পক্ষে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) এইরূপ রহিত হইবার পূর্বের পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত সকল প্রাক্কলিত বাজেট, কর নির্ধারণ, মূল্যায়ন, প্রকল্প অথবা পরিকল্পনা এই অধ্যাদেশের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে ইহার বিধানাবলীর অধীনে সংশোধিত অথবা রহিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর অধীনে উত্তরাধিকারী পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(চ) এইরূপ রহিত হইবার পূর্বের পৌরসভার প্রাপ্য সকল কর, উপকর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থাদি এই অধ্যাদেশের অধীনে উত্তরাধিকারী পৌরসভার বলিয়া গণ্য হইবে।

(ছ) এইরূপ রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বের পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত সকল কর, উপকর, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য দাবি এই অধ্যাদেশের অধীনে উত্তরাধিকারী পৌরসভা কর্তৃক পরিবর্তন না করা পর্যন্ত যেই হারে পূর্বে আরোপ করা হইয়াছিল সেই একই হারে আরোপিত হইতে থাকিবে;

(জ) পৌরসভার সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উত্তরাধিকারী পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসাবে বদলী হইবেন এবং রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে যেই সকল শর্তে পৌরসভায় যেই পদে অথবা

কর্মে নিয়োজিত ছিলেন পৌরসভা কর্তৃক সেই সকল শর্ত যথাযথ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত একইভাবে বহাল থাকিবেন;

(ঝ) এইরূপ রহিত হইবার পূর্বে পৌরসভা কর্তৃক অথবা ইহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা, অভিযোগ এবং অন্যান্য বৈধ কার্যাবলী পৌরসভা কর্তৃক অথবা ইহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা, অভিযোগ এবং কার্যাবলী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদানুসারে চলিতে থাকিবে অথবা অন্যবিধ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) -এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে, কোন একটি পৌরসভাকে উত্তরাধিকারী পৌরসভা হিসাবে গণ্য করা হইবে যাহার জন্য পৌরসভা গঠন করা হইয়াছে অথবা গঠিত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

ধারা ১২৮। নির্ধারিত কতিপয় বিষয়

এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন কিছু সম্পাদন করিবার জন্য বিধান প্রণয়ন করা থাকিলেও কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অথবা কি পদ্ধতিতে তাহা করিতে হইবে তাহার বিধান না থাকিলে অথবা যথেষ্ট বিধান না থাকিলে তাহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

ধারা ১২৯। অসুবিধা দূরীকরণ

এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর করিতে কোন অসুবিধা দেখা দিলে অসুবিধা দূরীকরণার্থে ***কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে*** আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার সময় হইতে দুই বছর অতিক্রান্ত হইবার পর অনুরূপ কোন আদেশ দেওয়া যাইবে না।

পঞ্চদশ ভাগ

প্রথম অধ্যায়

বিবিধ

ধারা ১৩০ । অবৈধভাবে সীমা লংঘন

(১) কোন ব্যক্তি কোন সরকারি জায়গা, সড়ক অথবা নর্দমার উপর অথবা ভিতরে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অন্যায় দখল করিতে পারিবে না ।

(২) পৌরসভা নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে উল্লিখিত সীমা লংঘনকারী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উল্লিখিত স্থানসমূহ হইতে তাহার সম্পদ বা সম্পত্তি অপসারণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা অপসারণ না করা হয় তবে পৌরসভা স্বীয় সংস্থার মাধ্যমে তাহা অপসারণের ব্যবস্থা করিবে এবং এই বাবদ খরচের অর্থ এই অধ্যাদেশ মোতাবেক সীমা লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তির উপর পৌরসভার পাওনা হিসাবে ধার্য হইবে ।

(৩) অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুসারে অপসারিত অথবা অপসারণযোগ্য কোন অন্যায় দমনের জন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না ।

ধারা ১৩১ । আপিল আদেশ

(১) কোন পৌরসভা বা মেয়রের এই অধ্যাদেশ বা কোন বিধি বা উপবিধি অনুসারে কোন আদেশ প্রদানের ফলে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ও সংস্থার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন ।

(২) আপিলের আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আদেশের বিরুদ্ধে কোন আদালতে প্রশ্ন তোলা যাইবে না ।

ধারা ১৩২ । স্থায়ী আদেশ

সরকার সময়ে সময়ে স্থায়ী আদেশ জারির দ্বারা

(ক) পৌরসভাসমূহের মধ্যে এবং স্থানীয় পরিষদ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাঝে সম্পর্ক নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(খ) পৌরসভা ও সরকারি দপ্তরসমূহের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে;

(গ) পৌরসভাকে আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ বিশেষ শর্তে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মজুরী প্রদান করিতে পারিবে;

(ঘ) এক পৌরসভা কর্তৃক অন্য পৌরসভাকে অথবা স্থানীয় অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে; এবং

(ঙ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে পৌরসভাকে সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে ।

ধারা ১৩৩ । বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার ***কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে*** ষষ্ঠ তফসিলে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

(২) বিশেষ করিয়া এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সার্বজনীনতা ক্ষুণ্ন না করিয়া ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত বিধিসমূহের যে কোন বিষয়ে অথবা সকল বিষয়ে এবং যেই সকল বিষয় প্রাসঙ্গিক ও পরিপূরক সেই সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধান করিতে পারিবে ।

(৩) কোন সরকারি প্রজ্ঞাপন বা অন্য কোন ধরনের নির্দেশ এই অধ্যাদেশ বা বিধির পরিপন্থী হইতে পারিবে না ।

ধারা ১৩৪ । প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্পোরেশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই অধ্যাদেশের বা বিধির সহিত অসমাঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, এইরূপ প্রবিধান করিতে পারিবে ।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরোক্ত ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ প্রবিধানে সপ্তম তফসিলে উল্লিখিত সকল বা যে কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে ।

ধারা ১৩৫। উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পৌরসভা অষ্টম তফসিলে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে উপ-আইন প্রনয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সার্বজনীনতা ক্ষুণ্ন না করিয়া এইরূপ উপ-আইন অষ্টম তফসিলে বর্ণিত যে কোন অথবা সকল বিষয়ে এবং যে সকল বিষয় ইহাতে প্রাসঙ্গিক ও পরিপূরক তাহার বিধান করিতে পারিবে।

(৩) পৌরসভার কর্তৃক গৃহীত কোন উপ-আইন এই অধ্যাদেশ বা ইহার অধীনে প্রণীত কোন বিধির পরিপন্থী হইবে না।

ধারা ১৩৬। বিধিমালা ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ বিধানাবলী

(১) পৌরসভাসমূহ আইন/অধ্যাদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন ও কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবে;

(২) সকল বিধি, প্রবিধি এবং উপ-আইন সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে;

(৩) পৌরসভা সংক্রান্ত বিধি, প্রবিধি ও উপ-আইনের কপি পৌরসভা কার্যালয়ে পরীক্ষণ ও বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখিতে হইবে।

ধারা ১৩৭। ক্ষমতা অর্পণ

(১) *সরকার কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে* সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে এই অধ্যাদেশে বা বিধিসমূহে বর্ণিত সকল ক্ষমতা বা ইহার অংশ বিশেষ বিভাগীয় কমিশনার বা তাঁহার অধীনস্ত কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে। বিভাগীয় কমিশনার প্রয়োজনবোধে সকল অর্পিত ক্ষমতা অথবা যে কোন ক্ষমতা তাঁহার অধীনস্ত অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

ধারা ১৩৮। লাইসেন্স ও অনুমোদন

(১) এই অধ্যাদেশ অথবা বিধি অথবা উপ-আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কাজ সম্পাদন করিবার জন্য পৌরসভার অনুমতি বা অনুমোদনের প্রয়োজন হইলে, এইরূপ অনুমতি বা অনুমোদন লিখিত হইতে হইবে।

(২) পৌরসভা কর্তৃক অথবা পৌরসভার কর্তৃত্বের অধীনে প্রদত্ত সকল লাইসেন্স অনুমোদন বা অনুমতি মেয়র কর্তৃক অথবা মেয়রের অনুমতিক্রমে বিধি ও প্রবিধান দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত পৌরসভার কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

ধারা ১৩৯। পৌরসভা ইত্যাদির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের

সরকারিভাবে দায়িত্ব পালনকালে কোন পৌরসভা কিংবা কোন মেয়র বা কাউন্সিলর, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দ্বারা কৃত কোন কাজ, বা কাজ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইলে, সেই সম্পর্কে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদানের পর একমাস অতিবাহিত না হইলে তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না। এই ক্ষেত্রে পৌরসভার নিকট লিখিত নোটিশ অফিসে বিলি করিতে বা পৌঁছাইতে হইবে এবং কোন মেয়র বা কাউন্সিলর, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে লিখিত নোটিশ তাহার নিকট পৌঁছাইতে হইবে কিংবা তাহার অফিসে বা আবাসিক ঠিকানায় পৌঁছাইতে হইবে এবং নোটিশে ফরিয়াদী হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তাহার এহেন পদক্ষেপের কারণ, নিজ নাম ও আবাসিক ঠিকানা উল্লেখ করিবেন। মোকদ্দমার আর্জিতে এই মর্মে একটি বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে যে, উপরোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী নোটিশ পাঠানো হইয়াছে।

ধারা ১৪০। নোটিশ জারিকরণ

এই অধ্যাদেশ অথবা বিধি অথবা উপ-আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন কিছু করিবার অথবা না করিবার প্রয়োজন হইলে সংশিষ্ট ব্যক্তিকে তাহা প্রতিপালনের সময় নির্দেশপূর্বক নোটিশ জারি করিতে হইবে।

ধারা ১৪১। প্রকাশ্য রেকর্ড

এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রস্তুতকৃত সকল রেকর্ড অথবা সংরক্ষিত সকল রেজিস্টার সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (Evidence Act, 1872) এ ব্যবহৃত অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড হিসাবে গণ্য হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে তাহা বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ১৪২। মেয়র, কাউন্সিলর ইত্যাদি জনসেবক (Public Servant) হইবেন

পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এবং পৌরসভার পক্ষে কাজ করিবার জন্য যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি দণ্ড বিধি, ১৮৬০ (Penal code, 1860)-এর ধারা ২১ এ ব্যবহৃত অর্থে জনসেবক (Public Servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

ধারা ১৪৩। সরল বিশ্বাসে গৃহীত ব্যবস্থাদি সংরক্ষণ

এই অধ্যাদেশ অথবা বিধি অথবা প্রবিধান অথবা উপ-আইনের অধীনে সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত অথবা সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক কোন কিছুর জন্য অথবা এইরূপ কোন কিছুর দ্বারা কোন ক্ষতি হইয়া থাকিলে অথবা সম্ভাবনা থাকিলে তাহার জন্য সরকার অথবা পৌরসভা অথবা ইহাদের উভয় কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের, অভিযোগ পেশ অথবা অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

ধারা ১৪৪। বিধি সংক্রান্ত সাধারণ বিধানাবলী

(১) প্রত্যেক বিধি সরকারি গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইতে হইবে এবং পৌরসভার বিবেচনায় যেই প্রকারে প্রকাশ করিলে কোন প্রবিধান সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণ ভালভাবে অবহিত হইতে পারিবে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে।

২) পৌরসভা সকল প্রবিধান নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রণয়ন করিবে।

৩) সরকার নমুনা প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এইরূপ কোন নমুনা প্রবিধান প্রণীত হইলে পৌরসভা প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে উক্ত নমুনা অনুসরণ করিবে।

৪) পৌরসভা সম্পর্কিত বিধি ও প্রবিধানসমূহের কপি পৌরসভা অফিসে পরিদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য রাখিতে হইবে।

৫) সকল বিধি ও প্রবিধান যথাযথভাবে প্রণীত হইলে তাহা এই অধ্যাদেশের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তদ্‌রূপ বলবৎ হইবে।

ধারা ১৪৫। নির্ধারিত কতিপয় বিষয়

এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন কাজ করিবার জন্য নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও যদি কোন্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কোন্ পদ্ধতিতে তাহা করা হইবে তৎসম্পর্কে কোন বিধান না থাকে তাহা হইলে উক্ত কাজ সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিবে।

প্রথম তফসিল

শপথ গ্রহণ

(ধারা ২০ দ্রষ্টব্য)

শপথনামা

আমি --- --------- ---

পিতা / স্বামী --

--- জেলার ---পৌরসভার

মেয়র /কাউন্সিলর নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।

দ্বিতীয় তফসিল

(ধারা ৪৬-৬৯ দ্রষ্টব্য)

বিস্তারিত কার্যাবলী

জনস্বাস্থ্য

১। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব

পৌরসভা পৌর এলাকারে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে এতদসম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার থাকিলে, তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিবে।

২। অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ

(ক) কোন ইমারত বা জায়গা অস্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকর অবস্থায় থাকিলে পৌরসভা নোটিশ দ্বারা ইহার মালিক বা দখলদারকে-

- তাহা পরিস্কার করিতে বা যথাযথ অবস্থায় রাখিতে,
- তাহা অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিতে,
- উক্ত ইমারতের চুনকাম করিতে এবং নোটিশ উল্লিখিতরূপে ইহার অপরিহার্য মেরামতের ব্যবস্থা করিতে, এবং
- উক্ত ইমারত বা জায়গা, স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিবার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(খ) ক্রমিক (ক)-এর অধীনে প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে নোটিশের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করা না হইলে, পৌরসভা উক্ত ইমারত বা জায়গার মালিক বা দখলদারের খরচে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে এবং এই বাবদ পৌরসভার যে খরচ হইবে, তাহা এই অধ্যাদেশের অধীনে উক্ত মালিক বা দখলদারের উপর আরোপিত কর হিসাবে গণ্য হইবে।

৩। আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপণা

(ক) পৌরসভা তাহার অধীন সকল জনপথ, সাধারণ পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, ইমারত ও জায়গা হইতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করিবার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(খ) পৌরসভার সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানে, পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত সকল ইমারত ও জায়গার দখলকারীগণ তাহা হইতে আবর্জনা অপসারণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(গ) পৌরসভা নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলিবার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করিবে এবং যেইখানে অনুরূপ ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করা হইবে, পৌরসভা সাধারণ নোটিশ দ্বারা পার্শ্ববর্তী বাড়ী ঘর ও জায়গা-জমির দখলদারগণকে তাহাদের ময়লা বা আবর্জনা উক্ত পাত্র বা আধারে ফেলিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(ঘ) পৌরসভার কর্মচারীগণ কর্তৃক অথবা তাহাদের তত্ত্বাবধানে অপসারিত বা সংগৃহীত আবর্জনা বা ময়লা এবং পৌরসভা কর্তৃক স্থাপিত পাত্র বা আধারে জমাকৃত ময়লা বা আবর্জনা পৌরসভার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। পাবলিক টয়লেট ঃ

(ক) পৌরসভা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য যথাযথ স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক পৃথক পৃথক পায়খানা এবং প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করিবে এবং তাহা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

(খ) যেই সকল ঘরবাড়ীতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানা আছে সেই সকল ঘরবাড়ীর মালিক তাহা পৌরসভার সন্তুষ্টি অনুযায়ী সঠিক অবস্থায় রাখিবেন এবং এইজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বা পৌরসভা যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে হইবে।

(গ) কোন ঘরবাড়ীতে পায়খানা বা প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা না থাকিলে বা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকিলে, কিংবা কোন আপত্তিকর স্থানে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা থাকিলে, পৌরসভা উক্ত ঘরবাড়ী বাসস্থানের মালিককে নোটিশ দ্বারা-

- নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা করা;
- নোটিশে উল্লিখিতরূপে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা অপসারণ করা; এবং
- যেইখানে ভুগর্ভস্থ কোন পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা আছে, সেইখানে সাধারণভাবে পরিস্কারযোগ্য পায়খানা বা প্রস্রাবখানাকে পয়ঃপ্রণালীর সাথে সংযুক্ত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

৫। জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণ

(ক) পৌরসভা তাহার সীমানার মধ্যে প্রতিটি জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবে এবং এইরূপ জন্ম-মৃত্যুর তথ্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করিবে এবং উহা সংরক্ষণ করিবে;

(খ) বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন ও বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ে পৌরসভা সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবে।

৬। সংক্রামক ব্যাধি

(ক) পৌরসভা বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী পৌর এলাকায় সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিবে।

(খ) পৌরসভা নিজে এবং সরকারের প্রয়োজনে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

(গ) পৌরসভা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

৭। জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন

এ অধ্যাদেশ ও বিধি সাপেক্ষে, স্বাস্থ্যমূলক শিক্ষাসহ জনস্বাস্থ্যের উন্নতির বিধানকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন ব্যবস্থা পৌরসভা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৮। হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী

(১) পৌরসভা পৌরবাসীর চিকিৎসার সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত প্রত্যেক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

(৩) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, পৌরসভা ইহার পরিচালিত প্রত্যেক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীর জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ ও মানের ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে।

৯। চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ইত্যাদি

পৌরসভা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে বা সরকার নির্দেশ দিলে, নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা -

(ক) প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;
(খ) ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সাহায্য ইউনিটের স্থাপন ও পরিচালনা;
(গ) চিকিৎসা সাহায্য প্রদানকল্পে সমিতি গঠনে উৎসাহ প্রদান;
(ঘ) চিকিৎসা বিদ্যার উন্নয়ন;
(ঙ) চিকিৎসা সাহায্যের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থ প্রদান; এবং
(চ) স্কুল ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।

পানি সরবরাহ ও পানি নিস্কাশন

১০। পানি সরবরাহ

(১) পৌরসভার নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে পৌরসভার স্বার্থে সাধারণ ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে।

(২) পৌরসভা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে অথবা সরকার নির্দেশ দিলে পানি সরবরাহ, সঞ্চয় ও বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবার লক্ষ্যে বিধি অনুযায়ী পানি সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(৩) যেই ক্ষেত্রে নলের সাহায্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়, সেইক্ষেত্রে পৌরসভা প্রবিধান অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি ঘর বাড়িতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং তজ্জন্য অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

১১। পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস

(১) পৌরসভার অভ্যন্তরে সকল বেসরকারি পানি সরবরাহের উৎস পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন থাকিবে;

(২) পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত পানীয় জলের জন্য কোন নতুন কূপ খনন, নলকূপ স্থাপন অথবা পানি সরবরাহের জন্য অন্য কোন উৎসের ব্যবস্থা করা যাইবে না।

১২। পানি নিস্কাশন

(১) পৌরসভা নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের সীমাবদ্ধতার মধ্যে পৌরসভায় পানি নিস্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিস্কাশন নর্দমার ব্যবস্থা করিবে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নর্দমাগুলি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবে এবং পরিস্কার রাখিবে।

(২) পৌরসভার অনুমোদনক্রমে তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে এবং ফিস প্রদানে কোন বাড়ি বা জায়গার মালিক তাহার নর্দমা পৌরসভার নর্দমার সহিত সংযুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) পৌরসভায় অবস্থিত সকল বেসরকারি নর্দমা পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীনে থাকিবে এবং পৌরসভা প্রবিধান অনুযায়ী ইহার সংস্কার করিবার এবং বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৩। পানি নিস্কাশন প্রকল্প

(১) পৌরসভা স্বীয় উদ্যোগে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে পানি, ময়লা-আবর্জনা নিস্কাশন প্রকল্প সরকারি এবং বেসরকারি তহবিল দ্বারা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) ক্রমিক (১) এর আওতায় নিষ্কাশন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ তাহা বিবেচনার পর ইহাতে সংশোধনসহ বা সংশোধন ছাড়া তাহা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

(৩) অনুমোদিত প্রকল্প নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়িত হইবে।

(৪) পৌরসভায় অবস্থিত কোন বাড়িঘর বা জায়গার মালিককে পৌরসভা নোটিশ দ্বারা -

- (ক) উক্ত বাড়িঘর বা জায়গায় বা তৎসংলগ্ন রাস্তায় নোটিশে উল্লিখিত নর্দমা নির্মাণ করা,
- (খ) অনুরূপ যে কোন নর্দমা অপসারণ, সংস্কার বা ইহার উন্নয়ন করা, এবং
- (গ) উক্ত বাড়িঘর বা জায়গা হইতে সুষ্ঠুভাবে পানি নিস্কাশনের জন্য অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৪ ¯œান ও ধৌত করার স্থান

(১) পৌরসভা সময় সময় -

- (ক) জনসাধারণের জন্য ¯œান করা, কাপড় ধৌত করা বা কাপড় শুকানোর জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিবে;
- (খ) অনুরূপ স্থানসমূহ কখন ব্যবহার করা হইবে, কাহারা ব্যবহার করিবে এবং কাহারা ব্যবহার করিবে না তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিবে;
- (গ) প্রকাশ্য নোটিশ দ্বারা উক্তরূপ নির্দিষ্ট নহে এইরূপ কোন জায়গাকে উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা হইতে প্রাপ্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাদি লংঘন করিয়া কোন ব্যক্তি সাধারণের ব্যবহার্য গোসলখানা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

১৫। ধোপী-ঘাট এবং ধোপা

(১) পৌরসভা ধোপাদের ব্যবহারের জন্য ধোপীঘাটের ব্যবস্থা করিবে এবং প্রবিধান দ্বারা উক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং ইহার ব্যবহারের জন্য ফিস ধার্য করিতে পারিবে ।

(২) পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা ধোপাদের লাইসেন্স এবং তাহাদের পেশা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে ।

১৬ । সরকারি জলাধার

(১) যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পৌরসভা ব্যক্তি মালিকানাধীন নহে পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত এইরূপ সকল পানির উৎস, ঝর্ণা, নদী, দীঘি, পুকুর অথবা ইহার কোন অংশকে সরকারি জলাধার হিসেবে ঘোষণা করিতে পারিবে ।

(২) পৌরসভা প্রবিধান অনুযায়ী কোন সরকারি জলাধারে আমোদ-প্রমোদ এবং জীবন রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং পানি সেচ, পানি নিস্কাশন ও নৌ-চলাচল সম্পর্কিত আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান সাপেক্ষে ইহার উন্নয়ন ও সংস্কার করিতে পারিবে ।

(৩) সরকারি জলাধারকে দূষণমুক্ত রাখিবার লক্ষ্যে যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দূষিত করিবার প্রয়াস চালায় বা দূষিত করেন বা দূষণের সাথে জড়িত থাকেন তবে তাহাদের বিরুদ্ধে পৌরসভা শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।

(৪) যদি দূষণের উৎসমূল পৌরসভা বহির্ভুত হয় সেই ক্ষেত্রে পৌরসভা প্রচলিত আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহন করিবে ।

১৭ । সাধারণ খেয়া পারাপার

(১) পৌরসভা উপ আইন দ্বারা সরকারি জলাধারে ভাড়ায় চলাচলকারী নৌকা বা অন্যান্য যানবাহনের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করিতে, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ করিতে এবং তজ্জন্য প্রদেয় ফিস নির্দিষ্ট করিতে পারিবে ।

(২) সরকার কোন অংশ বিশেষকে সাধারণ খেয়া পারাপার হিসেবে ঘোষণা করিয়া ইহার ব্যবস্থাপনা পৌরসভার উপর ন্যস্ত করিতে পারিবে এবং পৌরসভা বিধি অনুযায়ী উক্ত খেয়া পরিচালনা করিবে এবং তাহা ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত টোল আদায় করিবে ।

১৮ । সরকারি মৎস্য ক্ষেত্র

পৌরসভা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোন জলাধারকে সাধারণ মৎস্য ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে এবং এইরূপ মৎস্য ক্ষেত্রে মৎস্য শিকারের অধিকার পৌরসভার উপর ন্যস্ত থাকিবে, এবং পৌরসভা বিধি অনুসারে ইহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে ।

খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি

১৯ । পৌরসভা খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে

(ক) লাইসেন্স ব্যতীত কোন স্থান বা ঘরবাড়িতে কোন নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(খ) লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট খাদ্য বা পানীয়দ্রব্য বিক্রয়ার্থে পৌরসভায় আমদানী কিংবা বিক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য ফেরি নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(গ) প্রবিধানে উল্লিখিত পৌরসভার স্থানসমূহে নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদির ফেরী করা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(ঘ) নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানীয়দ্রব্য পরিবহনের সময় ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(ঙ) এই ক্রমিকের অধীনে লাইসেন্স প্রদান ও প্রত্যাহার এবং লাইসেন্সের জন্য প্রদেয় ফিস নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(চ) খাদ্যের জন্য আনীত বা নির্দিষ্ট কোন রোগাক্রান্ত পশু, হাঁস-মুরগী বা মাছ কিংবা কোন বিষাক্ত খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য আটক ও ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতে পারিবে ।

২০ । দুধ সরবরাহ

(১) পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং উক্ত লাইসেন্সের শর্তানুসারে ব্যতীত কোন ব্যক্তি পৌর এলাকায় দুধ বিক্রয়ের জন্য দুগ্ধবতী গবাদিপশু পালন করিবেন না অথবা কোন দুগ্ধ আমদানী বা

বিক্রয় করিবেন না, অথবা মাখন, ঘি বা দুগ্ধজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবেন না বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ব্যবহার করিবেন না।

(২) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, বিধি অনুসারে দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ প্রকল্পে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গোয়ালা কলোনী স্থাপন এবং পৌরসভার কোন এলাকায় দুগ্ধবর্তী গবাদিপশু পালন নিষিদ্ধ করিবার এবং জনসাধারণের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য বিধান করিতে পারিবে।

২১। সাধারণের বাজার

(১) পৌর এলাকায় অবস্থিত সরকারি হাট-বাজার নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের দায়িত্ব পৌরসভার উপর থাকিবে।

(২) পৌরসভা সাধারণের বাজার এবং হাটের ব্যবস্থাপণার জন্য প্রবিধান প্রণয়ণের মাধ্যমে -

(ক) বাজার ব্যবহার অথবা বাজারে পণ্য বিক্রয়ের জন্য ফিস ধার্য করিবার;

(খ) বিক্রয়ার্থ পণ্য বহনকারী যানবাহন বা পশুর উপর ফিস আরোপ করিবার;

(গ) দোকান ও ষ্টল ব্যবহারের জন্য ফিস আদায় করিবার;

(ঘ) বিক্রয়ের জন্য আনীত বা বিক্রিত পশুর উপর ফিস ধার্য করিবার; এবং

(ঙ) বাজারের দালাল, কমিশন এজেন্ট, কয়াল এবং বাজারের জীবিকা অর্জনকারী অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে ফিস আদায়ের বিধান করিতে পারিবে।

২২। বেসরকারি বাজারঃ

(১) পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স এবং ইহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত পৌর এলাকার মধ্যে কোন বেসরকারী বাজার প্রতিষ্ঠা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ করা যাইবে না।

(২) ক্রমিক (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, এই ***অধ্যাদেশ*** বলবৎ হইবার পূর্বে পৌর এলাকায় খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় অথবা পশু বিক্রয়ের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকৃত প্রত্যেকটি বেসরকারী বাজারের মালিক এ অধ্যাদেশ বলবৎ করিবার তিন মাসের মধ্যে পৌরসভার ***নিকট লাইসেন্সের জন্য*** আবেদন করিবেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাহাকে লাইসেন্স প্রদান করা না হয় ততদিন পর্যন্ত তিনি উক্ত বাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকিবেন।

(৩) পৌরসভা প্রবিধান অনুযায়ী বেসরকারি বাজার হইতে ফিস আদায় করিতে পারিবে।

(৪) পৌরসভা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে যে, কোন বেসরকারি বাজার জনস্বার্থে বন্ধ করিয়া দেওয়া অথবা ইহার কর্তৃত্ব পৌরসভার গ্রহণ করা উচিত তাহা হইলে পৌরসভা বাজারটি বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা Acquisition Act, 1894 এর অধীন উক্ত বাজার অধিগৃহিত হইলে ইহার জন্য যেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে সেই ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে পৌরসভা উক্ত বাজারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবে।

(৫) পৌরসভা নোটিশ দ্বারা বেসরকারি বাজারের মালিককে উক্ত নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বাজারের প্রয়োজনীয় নির্মাণ কার্য সমাধা করিবার বা ইহাতে প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা করিবার এবং তাহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নোটিশে উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে নির্দেশ দিতে পারিবে।

২৩। কসাইখানা

পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পৌর এলাকার সীমানার মধ্যে বা ইহার বাহিরে এক বা একাধিক স্থানে গোস্ত বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পশু জবাই বা কসাইখানার ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

পশু

২৪। পশুপালন ঃ

(১) পৌরসভা পশু হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা এইগুলোর কার্য নিয়ন্ত্রণ ও ইহার চিকিৎসা বাবদ আদায়যোগ্য ফিস ধার্য করিতে পারিবে এবং সরকার কর্তৃক আবশ্যিক বিবেচিত হইলে তাহা অবশ্যই করিবে।

(২) পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা পশুর মধ্যে সংক্রামক রোগের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে পারিবে এবং এই সকল রোগের বিস্তার রোধ করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে টিকাদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান

করিতে পারিবে; এবং অনুরূপ রোগজীবানু দ্বারা যেই সকল পশু আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় সেই সকল পশুর চিকিৎসার ও ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২৫। বেওয়ারিশ পশু

(১) পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা রাস্তায় বা জনসাধারণের ব্যবহৃত স্থান বা চাষকৃত ভূমিতে বন্ধনহীন অবস্থায় ইতস্ততঃ বিচরণরত পশু আটক করা ও খোয়াড়ে আবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা **স্বীয় উদ্যোগে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া** প্রবিধান দ্বারা গবাদিপশু আবদ্ধ করিবার জন্য খোয়াড়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং আবদ্ধকৃত পশুর জন্য জরিমানা ও ফিস আদায়ের বিধান করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবশ্যিক বিবেচিত হইলে তাহা অবশ্যই করিবে।

(৩) পৌরসভা কর্তৃক নির্দেশিত কোন রাস্তায় বা স্থানে পশু খুটায় বাধিয়া কিংবা আটকাইয়া রাখা যাইবে না, এবং যদি ঐরূপ কোন রাস্তায় বা স্থানে কোন পশু বাধা বা আটকানো অবস্থায় পাওয়া যায় তবে ইহাকে বন্ধ করা এবং খোয়াড়ে আবদ্ধ রাখা যাইবে।

২৬। পশুশালা ও খামার

(১) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পশুশালা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং প্রবিধানের শর্তানুসারে ফিস এবং অন্যান্য ব্যয় প্রদান করিতে পারিবে, এবং প্রবিধানের শর্তানুসারে ফিস এবং অন্যান্য ব্যয় প্রদান সাপেক্ষে ইহাতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পশুসমূহ রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং প্রবিধানে নির্দেশিত পন্থায় এইরূপ খামারসমূহ ব্যবস্থিত ও পরিচালিত হইবে।

২৭। গবাদিপশু বিক্রয় রেজিষ্ট্রিকরণ

পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা ইহাতে উল্লিখিত প্রত্যেক পশুর বিক্রয় রেজিষ্ট্রি করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপ বিক্রয় প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং ফিস প্রদানে রেজিষ্ট্রি করিবার বিধান করিতে পারিবে।

২৮। পশুসম্পদ উন্নয়ন

পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পশুপালন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন অথবা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ প্রকল্পে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি যাহাতে নির্দিষ্ট কোন বয়স অপেক্ষা অধিক বয়সী পশু নিবীর্য না করে অথবা কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, তাহা প্রজননক্ষম এই মর্মে প্রত্যয়ন না করিয়া রাখিতে না পারিলে তাহার বিধানও করা যাইবে।

২৯। বিপজ্জনক পশু

পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা উল্লিখিত কোন পশু বিপজ্জনক পশু বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন পশু কি অবস্থায় সচরাচর বিপজ্জনক না হইবার সত্বেও কি অবস্থায় বিপজ্জনক বলিয়া গণ্য হইবে তাহা বিধান করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ প্রবিধানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অনুরূপ পশু আটক ও ধ্বংস অথবা অন্যভাবে অপসারণ করিতে পারিবে।

৩০। গবাদি পশু প্রদর্শনী, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি

(১) পৌরসভা পৌর এলাকার মধ্যে গবাদিপশু প্রদর্শনী ও মেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং উক্ত প্রদর্শনী ও মেলায় দর্শকদের নিকট হইতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত ফিস আদায় করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, চিড়িয়াখানা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে এবং তদুদ্দেশ্যে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

৩১। পশুর মৃতদেহ অপসারণ

যদি কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রক্ষিত কোন পশু বিক্রয় করা বা খাবার অথবা কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জবাই করা ছাড়া অন্য কোন ভাবে মারা যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি-

(ক) উক্ত পশুর মৃতদেহ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে (যদি থাকে) ফেলে দিবেন কিংবা পৌর এলাকার সীমানার এক মাইল বাহিরে কোন স্থানে ফেলিয়া দিবেন; অথবা

(খ) উক্ত পশুর মৃত্যু সম্পর্কে পৌরসভাকে অবহিত করিবেন এবং পৌরসভা উক্ত পশুর মৃতদেহ অপসারণের ব্যবস্থা করিবে এবং প্রবিধান অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ফিস আদায় করিতে পারিবে ।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায় 'পশু' বলিতে শিং বিশিষ্ট সকল প্রকার গবাদিপশু, হাতি, উট, ঘোড়া, টাট্টু-ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, হরিণ, ভেড়া, ছাগল, শুকর, কুকুর, বিড়াল এবং অন্যান্য বৃহদাকার পশুকে বুঝাইবে ।

শহর পরিকল্পনা

৩২। মহাপরিকল্পনা

পৌরসভা ইহা গঠনের অথবা এই অধ্যাদেশ অথবা সংশোধনী বলবৎ হইবার ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক নয় এইরূপ সময়ের মধ্যে পৌর এলাকার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে । জাতীয় নির্দেশিকা, আইন ও প্রবিধির সহিত প্রণীতব্য মহাপরিকল্পনা সঙ্গতিপূর্ণ হইতে হইবে, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকিবে-

(ক) পৌর এলাকার ইতিহাস, পরিসংখ্যান, **জনসেবা**মূলক এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরণ সম্বলিত একটি জরিপ;

(খ) পৌর এলাকার কোন স্থানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, উন্নতিসাধন; এবং

(গ) পৌর এলাকার মধ্যে কোন এলাকায় জমির উন্নতিসাধন, ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ ।

৩৩। জমির উন্নয়ন প্রকল্প

(১) ক্রমিক ৩২ এর অধীনে প্রণীত কোন মহাপরিকল্পনা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধনসহ অনুমোদিত হইলে অনুমোদিত মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কোন এলাকায় কোন জমির মালিক উক্ত এলাকার জন্য বিধি অনুযায়ী প্রণীত জমি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে অসামঞ্জস্য হয় এইরূপ মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমাণের অধিক কোন জমির উন্নয়ন সাধন বা ইহাতে কোন ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করিতে পারিবে না ।

(২) কোন জমির উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথা-

- (ক) কোন এলাকাকে বিভিন্ন প্লটে বিভক্তকরণ;
- (খ) রাস্তা, নর্দমা ও খালি জায়গার ব্যবস্থাকরণ;
- (গ) জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত এবং পৌরসভাতে হস্তান্তরিত হইবে এইরূপ জমি;
- (ঘ) কোন জমি পৌরসভা অধিগ্রহণ করিবে;
- (ঙ) প্লটসমূহের মূল্য;
- (চ) কোন স্থানের মালিকের খরচে সম্পাদনীয় কার্য; এবং
- (ছ) এলাকার উন্নতিসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ।

৩৪। জমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করা

(১) জমি উন্নয়ন প্রকল্প পৌরসভার পরিদর্শনাধীন নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়িত করা হইবে, এবং তাহা বাস্ত বায়নের বিষয়ে পৌরসভা প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে ।

(২) যদি জমি উন্নয়ন প্রকল্পের বিধানের লংঘন করিয়া কোন এলাকা, কোন জায়গা উন্নয়ন করা হয়, তাহা হইলে পৌরসভা নোটিশ দ্বারা জমির মালিককে অথবা বিধান খেলাপকারী ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিতভাবে জায়গাটিতে পরিবর্তন সাধন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি নির্দেশ মোতাবেক পরিবর্তন সাধন করা না হয়, ইহা হইলে পৌরসভা প্রবিধান অনুসারে আপত্তিকর নির্মাণ কার্য ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ঐরূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না এবং পৌরসভা কর্তৃক ভাঙ্গিয়া ফেলা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে আদায় করা হইবে ।

(৩) যদি জমি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত কোন জমির, প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, উন্নয়ন সাধন করা না হয় এবং পৌরসভা তজ্জন্য সময় বর্ধিত না করে অথবা জমিটির উন্নয়ন উক্ত প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন না হয়, তাহা হইলে পৌরসভা প্রবিধান অনুসারে জমিটির উন্নয়নের ভার স্বয়ং গ্রহণকরতঃ প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ সমাধান করিতে পারিবে, এবং পৌরসভা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ

জমির মালিকের নিকট হইতে তাঁহার উপর এ অধ্যাদেশের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

ইমারত নিয়ন্ত্রণ

৩৫। ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ

(১) পৌরসভা কর্তৃক ইমারতের জায়গা (সাইট) এবং ইমারতের নক্‌শা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণ করিবেন না অথবা ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণ শুরু করিতে পারিবেন না।

(২) ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণে ইচ্ছুক ব্যক্তি অনুমোদনের জন্য প্রবিধানে উল্লিখিত পন্থায় আবেদন করিবেন এবং পৌরসভা কর্তৃক ধার্যকৃত ও নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ পুর্বানুমোদিত ফিস প্রদান করিবেন।

(৩) এই ক্রমিকের অধীনে উপস্থাপিত সকল ইমারত নির্মাণ আবেদন প্রবিধানে উল্লিখিত পন্থায় নিবন্ধিত করিতে হইবে, তবে নিবন্ধিকরণের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। কোন আবেদন নিবন্ধিকরণের ষাট দিনের মধ্যে দাখিল করা হইলে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে পৌরসভা কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা না হইলে উহা অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যদি না তাহা ইমারত উপ-আইনে, অথবা মহাপরিকল্পনা অথবা ভূমি উন্নয়ন স্কীমের (যদি থাকে) শর্তাবলীকে লঙ্ঘন না করে।

(৪) পৌরসভা লিখিতভাবে কোন কারণবশতঃ কোন সাইট নক্‌শা অথবা ইমারত নক্‌শা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে; তবে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি প্রত্যাখ্যান আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন, এবং আপিলের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত আদেশই চূড়ান্ত হইবে।

(৫) সংশোধন সাপেক্ষে অথবা অনুমোদন আদেশে নির্দেশিত শর্ত সাপেক্ষে পৌরসভা সাইট নক্‌শা অথবা ইমারত নক্‌শা অনুমোদন করিতে পারিবে।

(৬) পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা কোন কাজ সংযোজন অথবা পরিবর্তন অথবা অব্যাহতি ঘোষণা করিলে এই ক্রমিকের অধীন কোন কিছুই তাহাতে প্রযোজ্য হইবে না।

৩৬। ইমারত সমাপন, ইমারত পরিবর্তন, ইত্যাদি

(১) ইমারত নির্মাণ অথবা পুনঃনির্মাণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি ইমারত সমাপনের ত্রিশ দিনের মধ্যে এইরূপ সমাপনের প্রতিবেদন পৌরসভার নিকট দাখিল করিবেন।

(২) পৌরসভা সমাপনকৃত প্রত্যেকটি ইমারত পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং এ অধ্যাদেশে অথবা বিধির অথবা প্রবিধি অথবা ভূমি উন্নয়ন স্কীমের মহাপরিকল্পনার, যদি থাকে, কোন শর্তের অতিক্রমণ অথবা লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন ইমারত নির্মাণ করা হইয়া থাকে তবে শর্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইবার জন্য পৌরসভা ইমারতটি পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং যেইখানে এইরূপ পরিবর্তন সম্ভব নহে সেইখানে পৌরসভা ইমারতটি অথবা এইরূপ ইমারতের মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে অপরাধের আপোষ মিমাংসা করিতে পারিবে, তবে শর্ত থাকে যে, মহাপরিকল্পনা অর্থবা অনুমোদিত ভূমি উন্নয়ন স্কীমের শর্তের অতিক্রমণ অথবা লঙ্ঘনজনিত কোন অপরাধ এইরূপে আপোস মীমাংসা করা যাইবে না।

(৩) ক্রমিক (২) এর শর্তের অধীনে যদি কোন ইমারত ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয় এবং এইরূপ প্রয়োজন যদি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পালিত না হয় তবে পৌরসভা নিজস্ব অনুসংগঠণের (এজেন্সী) মাধ্যমে ইমারত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে এবং তাহাতে পৌরসভা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ এ অধ্যাদেশের অধীনে ইমারত মালিক অথবা দখলকারের উপর আরোপিত কর হিসেবে গণ্য হইবে।

৩৭। ইমারত নিয়ন্ত্রণ

(১) যদি পৌরসভার নিকট কোন ইমারত অথবা তাহাতে স্থাপিত কোন কিছু ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় আছে অথবা ধ্বসিয়া পড়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় অথবা কোন প্রকারে এইরূপ ইমারতের কোন বাসিন্দার অথবা পার্শ্ববর্তী কোন ইমারত অথবা তাহার কোন দখলকারের অথবা পথচারীদের জন্য বিপজ্জনক বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে পৌরসভা এইরূপ ইমারতের মালিক অথবা দখলকারের নোটিশের মাধ্যমে নোটিশে নির্ধারিত পন্থায় ইমারত সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি ইহার কোন ব্যত্যয় হয় তাহা হইলে পৌরসভা নিজে প্রয়োজনীয়

পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তাহাতে পৌরসভা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ এই আইনের অধীনে ইমারতের মালিক অথবা দখলদারের উপর আরোপিত কর হিসাবে গণ্য হইবে ।

(২) যদি কোন ইমারত বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে অথবা কোনভাবে তাহা মানুষ বসবাসের অনুপযুক্ত হয় তাহা হইলে পৌরসভার সন্তুষ্টি মোতাবেক তাহা যথোপযুক্তভাবে মেরামত না হওয়া অবধি এইরূপ ইমারতের বসবাস পৌরসভা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে ।

সড়ক

৩৮ । সাধারণের সড়ক

(১) পৌরসভা পৌর এলাকার অধিবাসী এবং তথায় আগন্তকদের আরাম ও সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সড়ক এবং অন্যান্য যোগাযোগের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ।

(২) পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে **সড়ক** রক্ষণাবেক্ষণ **এবং সড়ক** উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও কার্যকর করিবে এবং ইহা বাবদ যাবতীয় ব্যয় বাজেটে **যথাযথ সংস্থান সাপেক্ষে নির্বাহ করা যাইবে,** তবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে উক্ত কর্মসূচী পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে ।

৩৯ । সড়ক

(১) পৌরসভার পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্ত অনুমোদনের শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোন নতুন সড়ক তৈয়ার করা যাইবে না ।

(২) সাধারণের সড়ক ব্যতিত অন্যান্য সকল সড়ক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ হইবে ।

(৩) পৌরসভা নোটিশ দ্বারা, নোটিশে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোন রাস্তা পাকা করা বা ইহার পানি নিস্কাশন বা ইহাতে আলোর ব্যবস্থা করা বা অন্য কোন প্রকারে ইহাকে উন্নত করার নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং যদি উক্ত নির্দেশ অমান্য করা হয়, তাহা হইলে পৌরসভা স্বীয় এজেন্ট দ্বারা উক্ত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে এবং তাহা বাবদ ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে তাঁহাদের উপর এ অধ্যাদেশের অধীন আরোপিত কর হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে ।

(৪) কোন সাধারণ সড়ক ছাড়া অন্য কোন সড়ক কি পদ্ধতিতে সাধারণ সড়কে পরিবর্তিত করা হইবে **সরকার বিধি দ্বারা তাহা** নির্ধারণ করিতে পারিবে ।

৪০ । সড়ক সম্বন্ধে সাধারণ বিধানাবলী

বিধি দ্বারা নিধারিত পদ্ধতিতে পৌরসভা রাস্তাঘাটের নাম ও নম্বর, বাড়ির নম্বর এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে । অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী অন্ত র্ভূক্ত থাকিবে-

(ক) সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের সহিত পরামর্শ;

(খ) সড়ক নম্বর অথবা নামকরণ;

(গ) যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে সড়ক এর বিদ্যমান নম্বর এবং নাম পরিবর্তন ।

(ঘ) কোন ব্যক্তি কোন সড়ক বা ইহার নাম বা নামফলক ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থ করিবে না কিংবা পৌরসভার পূর্বানুমতি ব্যতীত সড়কের নামফলক অপসারণ করিবে না ।

৪১ । সড়ক বাতির ব্যবস্থা

(১) পৌরসভা ইহার সিদ্ধান্ত অনুসারে সাধারনের সড়ক বা ইহার উপর ন্যস্ত সর্বসাধারণের স্থান যথাযথভাবে আলোকিত করিবার জন্য তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ অথবা অন্য কোন আলোক বিচ্ছুরণ বস্তুর সাহায্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।

(২) পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সড়কে আলোকিতকরণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে ।

৪২ । সড়ক ধোয়ার ব্যবস্থা

পৌরসভা জনসাধারণের আরাম ও সুবিধার জন্য সাধারণ সড়ক পানি দ্বারা ধৌত করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যানবাহন, কর্মীবর্গ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ।

৪৩ । যানবাহন নিয়ন্ত্রণ

পথচারীগণ যাহাতে পথ চলিতে বিপদগ্রস্ত না হন এবং তাহারা নিরাপদে ও অনায়াসে পথে চলাফেরা করিতে পারেন তাহার জন্য পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

৪৪। সাধারণ যানবাহন

(১) কোন ব্যক্তি পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত পৌর এলাকায় মোটরগাড়ী ছাড়া অন্য কোন সাধারণ যানবাহন রাখিতে, ভাড়া দিতে বা চালাইতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং ইহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত পৌর এলাকায় কোন জনসাধারণ যানবাহন টানিবার জন্য ঘোড়া বা অন্য পশু ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(৩) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাধারণ যানবাহনের ভাড়া নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং কোন ব্যক্তি এইরূপ নির্ধারিত ভাড়ার অধিক ভাড়া দাবি করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যাঃ এ ধারায় 'সাধারণ যানবাহন' বলিতে সাধারণতঃ ভাড়ার জন্য চলাচলকারী যানবাহনকে বুঝাইবে।

জননিরাপত্তা

৪৫। অগ্নি নির্বাপন

(১) পৌরসভা নির্ধারিত কর্তপক্ষের অনুমোদন ক্রমে অগ্নিনিরোধ ও অগ্নিনির্বাপনের জন্য দমকল বাহিনী গঠন করিতে পারিবে এবং উহার সদস্য সংখ্যা, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) পৌরএলাকায় কোন অগ্নিকান্ড ঘটিলে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা দমকল বাহিনীর কার্য পরিচালনাকারী কোন কর্মকর্তা কিংবা অন্যূন সাব ইন্সপেক্টরের পদ মর্যাদা সম্পন্ন কোন পুলিশ কর্মকর্তা-

(ক) কোন ব্যক্তি অগ্নিনির্বাপক কার্যে অথবা যান মাল রক্ষার ব্যাপারে বাধা প্রদান বা হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহাকে অপসারণ করিতে বা অপসারণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(খ) অগ্নিকাণ্ডের স্থানে বা উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে কোন রাস্তা বা পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন;

(গ) অগ্নিনির্বাপণের উদ্দেশ্যে যে কোন বাড়ীঘর সম্পুর্ণ বা আংশিকভাবে ভাংগিয়া দিতে পারিবেন অথবা উহার মধ্যে দিয়া অগ্নিনির্বাপনকারী পানির পাইপ ও যন্ত্রপাতি নেওয়ার জন্য পথের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঘ) যেই স্থানে অগ্নিকান্ড ঘটিয়াছে সেই স্থানে পানির চাপ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উহার চারপাশে অবস্থিত যে কোন পাইপ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন;

(ঙ) অগ্নিনির্বাপক গাড়ীর দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিকে অগ্নিনির্বাপণে সম্ভাব্য সকল সাহায্য দানের আহবান জানাইতে পারিবেন;

(চ) যানমাল রক্ষার্থে অন্য যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীনে কোন কিছু করা হইলে অথবা সরল বিশ্বাসে করার জন্য ইচ্ছা করা হইলে তজ্জন্য কোন ব্যক্তিকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

(৪) ক্রমিক (৩) এ অথবা অন্য কোন আইনে বা কোন বীমা পলিসিতে যাহাই থাকুক না কেন এই ক্রমিকের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে কোন ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতিকে কোন অগ্নি বীমা পলিসির প্রয়োজনে অগ্নিকান্ডজনিত স্ফীতি বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৬। বেসামরিক প্রতিরক্ষা

পৌরসভা পৌর এলাকায় বেসামরিক প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহার নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পন্ন করিবে।

৪৭। বন্যাঃ

বন্যা প্রতিরোধ করিবার জন্য, বন্যা দূর্গত এলাকা হইতে জনগণকে উদ্ধার করিবার এবং বন্যা কবলিত জনগণকে সাহায্য করিবার জন্য পৌরসভা প্রয়োজনীয় নৌকা, সাজসরঞ্জাম এবং যন্তপাতির ব্যবস্থা করিবে এবং জেলা প্রশাসকের আবশ্যিক বিবেচিত হইলে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় তাহা অবশ্যই করিবে।

৪৮। দুর্ভিক্ষ

দুর্ভিক্ষ আশংকা দেখা দিলে জেলা প্রশাসকের অনুমোদক্রমে এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য ত্রাণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পৌরসভা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৯। বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা বানিজ্য

(১) সরকার বিধিমালা দ্বারা কি কি দ্রব্য বা ব্যবসায় এই ধারার উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর তাহা নির্ধারণ করিবে।

(২) পৌরসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোন লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুযায়ী ব্যতীত কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসা চালাইতে পারিবেন না;

(খ) কোন বাড়িঘর বা স্থানকে কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবসার জন্য ব্যবহার করিতে দিতে পারিবেন না; এবং

(গ) গার্হস্থ্য কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বা কোন আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমার অধিক কোন বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর বস্তু কোন বাড়িঘরে রাখিতে পারিবেন না।

(৩) স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করিবার পৌরসভা পৌর এলাকার কোন এলাকাকে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসার জন্য নিষিদ্ধ এলাকা বলিয়া নির্ধারিত করিতে পারিবে এবং উক্ত এলাকায় ঐরূপ বস্তুর ব্যবসা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

৫০। গোরস্থান ও শ্মশান

(১) পৌরসভা মৃত ব্যক্তির দাফন বা দাহেন জন্য গোরস্থান ও শ্মশানের ব্যবস্থা করিবে এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন গোরস্থান বা শ্মশানকে পৌরসভার উপর ন্যস্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অনুরূপ ঘোষণার পর উহা পৌরসভার উপর ন্যস্ত হইবে এবং পৌরসভা উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) যেই সকল গোরস্থান বা শ্মশান পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত হয় না সেই সকল গোরস্থান বা শ্মশান পৌরসভার নিকট হইতে রেজিষ্ট্রিভূক্ত করাইতে হইবে এবং উহা প্রবিধান অনুযায়ী পৌরসভার নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনাধীন থাকিবে।

(৪) পৌরসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত কোন লাইসেন্স ব্যতিরেকে এবং উহার শর্তানুয়ায়ী ব্যতীত কোন নুতন গোরস্থান বা শ্মশান প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

গাছ, পার্ক, উদ্যান ও বন

৫১। বৃক্ষ রোপণ

(১) **পৌরসভা পৌর এলাকার** সাধারণ রাস্তা ও অন্যান্য সরকারী জায়গায় বৃক্ষ রোপণ করিবে এবং উহার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) **পৌরসভা** কমিউনিটির জনসাধারণের সহিত পরামর্শক্রমে বৃক্ষ রোপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্ত বায়ন করিতে পারিবে।

৫২। উদ্যান

(১) **পৌরসভা** পৌর এলাকার মধ্যে সর্বসাধারণের সুবিধা ও চিত্তবিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ উদ্যান নির্মাণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে, এবং প্রবিধান অনুযায়ী উক্ত উদ্যান পরিচালিত হইবে।

(২) প্রত্যেক সাধারণ উদ্যানের উন্নয়নের জন্য **পৌরসভা** উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিবে।

৫৩। খোলা জায়গা

(১) **পৌরসভা পৌর এলাকার** মধ্যে সর্বসাধারণের সুবিধার্থে খোলা জায়গার ব্যবস্থা করিবে এবং উহাকে তৃণাচ্ছিত করা, ঘেরা দেওয়া এবং উন্নয়ন করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) তবে খোলা জায়গার শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে না এবং অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত জমি ব্যবহার করা যাইবে না।

৫৪। বনরাজী

পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বন এবং উদ্ভিদের উন্নয়ণ সাধন এবং তাহা কাজে লাগানোর জন্য বন পরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে এবং উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক ইহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

৫৫। বৃক্ষ সংক্রান্ত ক্ষতিসাধন কার্যাবলী

(১) **পৌরসভা প্রবিধানের মাধ্যমে** বৃক্ষ ও চারা গাছের ধ্বংস সাধনকারী কীট-পতঙ্গ বিনাশের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(২) যদি পৌর এলাকায় কোন জমিতে বা অঙ্গনে ক্ষতিকর গাছপালা বা লতাগুল্ম জন্মে তাহা হইলে **পৌরসভা** নোটিশ দ্বারা জমি বা অঙ্গনের মালিক ও দখলদারকে উহা পরিষ্কার করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে **পৌরসভা** নিজেই উহা পরিষ্কার করিতে পারিবে এবং এই বাবদ **পৌরসভার** যাবতীয় ব্যয় উক্ত মালিক ও দখলদারের নিকট হইতে তাহাদের উপর এই আইনের অধীন আরোপিত কর হিসাব আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) **পৌরসভা** প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত প্রদ্ধতিতে, বিপজ্জনক বৃক্ষ কর্তন করিবার অথবা রাস্তার উপর ঝুলন্ত এবং রাস্তার চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বা অন্য কোন অসুবিধা সৃষ্টিকারী উহার শাখা ছাঁটিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে। তবে স্থানীয় কমিউনিটির জন্য অস্বাস্থ্যকর কোন গাছ লাগানো যাইবে না।

(৪) **পৌরসভা** নোটিশ দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত কোন এলাকায় জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন শস্য বা গাছ উৎপাদন নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

৫৬। পুকুর ও নিম্নাঞ্চল

পৌরসভা যদি প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাহা হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত উপায়ে পুকুর খনন ও পূনঃখনন এবং নিম্নাঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবশ্যিক বিবেচিত হইলে তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিবে।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতি

৫৭। শিক্ষা

(১) *পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক* শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে পৌর এলাকায় শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা কর্তৃক ইতিপূর্বে স্থাপিত বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মান অনুযায়ী কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবে।

(৩) পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত কোন জায়গায় নুতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব হইলে পৌরসভা সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধ করিবে।

(৪) পৌরসভা পৌর এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

৫৮। বাধ্যতামূলক শিক্ষা

আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন সাপেক্ষে, পৌরসভা নগরীতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য দায়ী থাকিবে এবং পৌরএলাকার স্কুলে যাওয়ার বয়সী সকল ছেলেমেয়ে যাহাতে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে তাহা নিশ্চিত করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫৯। শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলী

পৌরসভা-

(ক) যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মেধাবী ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতে পারিবে;
(খ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;
(গ) প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;
(ঘ) বিদ্যালয়ের পুস্তকাদি ও ষ্টেশনারী দ্রব্যাদির বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে;
(ঙ) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শিক্ষা সমিতির উন্নয়নের জন্য সহায়তাদান করিতে পারিবে;
(চ) শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

৬০ । সংস্কৃতিঃ পৌরসভা

(ক) পৌর শিক্ষার প্রসারে এবং সমাজ উন্নয়ন ও জনস্বার্থে সম্পাদিত বিষয়ের প্রচারের জন্য তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে;
(খ) যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন এবং উহাতে রক্ষিত জিনিসপত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে;
(গ) পাবলিক হল ও সমাজ কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;
(ঘ) সকল ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবসগুলি উদযাপন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;
(ঙ) পৌর এলাকায় আগমনকারী বিশিষ্ট মেহমানদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করিতে পারিবে;
(চ) জনসাধারণের মধ্যে শরীরচর্চা, ব্যায়াম ও খেলাধূলার উৎসাহ দান এবং র‌্যালী ও টুর্নামেন্ট পরিচালনা করিতে পারিবে;
(ছ) নগর ভ্রমনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;
(জ) পৌর এলাকার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;
(ঝ) সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ ও উন্নতি বিধান করিতে পারিবে; এবং
(ঞ) দেশীয় সাংস্কৃতির অগ্রগতি ও উন্নয়নের সহায়ক সম্ভাব্য অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

৬১ । পাঠাগারসমূহ

পৌরসভা বাজেটে সংকুলান সাপেক্ষে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সাধারণ পাঠাগার ও ভ্রাম্যমান পাঠাগার এর ব্যবস্থা করিতে পারিবে ।

৬২ । মেলা ও প্রদর্শনী

পৌরসভা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, পৌর এলাকায় কোন মেলা, প্রদর্শনী বা সাধারণ উৎসবের সময় জনস্বাস্থ্য ও জননিরাপত্তার প্রয়োজনে বা জন সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার দর্শকদের উপর ফিস ধার্য করিতে পারিবে ।

সমাজকল্যাণ

৬৩ । সমাজকল্যাণ

পৌরসভা

(ক) দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে;
(খ) পৌরসভা নিজ খরচে পৌর এলাকায় মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন ও দাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবে;
(গ) ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;
(ঘ) সমাজ সেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক গঠনে সংগঠিত করিতে পারিবে;
(ঙ) নারী, শিশু ও পশ্চাদপদ শ্রেণীর কল্যাণসাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;
(চ) সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ।

উন্নয়ন

৬৪ । উন্নয়ন পরিকল্পনা

(১) পৌরসভা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে;

(২) অনুরূপ পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে করিতে হইবে এবং উহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিধান থাকিবে, যথাঃ-

(ক) পরিবেশ দূষণ রোধ;
(খ) পৌরসভার কোন বিশেষ কার্যাবলীর উন্নয়ন;
(গ) পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান;
(ঘ) কোন এজেন্সী কর্তৃক পরিকল্পনা সম্পাদিত ও বাস্তবায়িত হইবে;
(ঙ) এইরূপ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াবলী;
(চ) সরকার পৌরসভা বা ইহার কোন খাত হইতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পুর্ন বা কিয়দাংশ কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে ।

৬৫। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত প্রদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে ।

৬৬। বাণিজ্যিক প্রকল্প

পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাণিজ্য বিনিয়োগ করিতে পারিবে ।

তৃতীয় তফসিল
(ধারা ১০০-১০৮ দ্রষ্টব্য)

পৌরসভা কর্তৃক আরোপনীয় কর, উপ-কর, রেইট, টোল এবং ফিস

১। ইমারত এবং ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর।
২। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর।
৩। ভূমি উন্নয়ন কর।
৪। ইমারত নির্মাণ ও পূনঃনির্মাণের আবেদনের উপর ফিস।
৫। পৌর এলাকায় ভোগ, ব্যবহার অথবা বিক্রয়ের জন্য আমদানী পণ্যের উপর ফিস।
৬। পৌর এলাকা হতে রপ্তানি পণ্যের উপর কর।
৭। টোল জাতীয় ফিস।
৮। পেশা, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর কর।
৯। জন্ম, বিবাহ, দত্তক এবং ভোজের উপর ফিস।
১০। বিজ্ঞাপনের উপর কর।
১১। পশুর উপর কর।
১২। সিনেমা, ড্রামা, নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদনের উপর কর।
১৩। মোটর গাড়ী ও নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর।
১৪। বাতি রেইট ও অগ্নি রেইট।
১৫। ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট।
১৬। জনসেবামূলক কার্য সম্পাদন রেইট।
১৭। পানির স্থাপনা অথবা পানি সরবরাহের জন্য রেইট।
১৮। সরকার কর্তৃক আরোপিত যে কোন করের উপর উপ-কর।
১৯। স্কুল ফিস।
২০। পৌরসভা কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণকৃত কোন জনসেবামূলক কার্য হতে প্রাপ্ত সুবিধাদির উপর ফিস।
২১। মেলা, কৃষি প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ফিস।
২২। পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, অনুমোদন এবং অনুমতির জন্য ফিস।
২৩। পৌরসভা কর্তৃক বিশেষ সেবার উপর ফিস।
২৪। পশু জবাইয়ের জন্য ফিস।
২৫। জলমহাল/ফেরীঘাট হইতে ফিস।
২৬। পৌরএলাকার সীমানার মধ্যে বালুমহাল/পাথর মহালের উপর ফিস।
২৭। এই অধ্যাদেশের যে কোন বিধানের অধীনে অন্য যে কোন কর।
২৮। পৌরসভার অধীনস্ত হাট-বাজারের ইজারা লব্ধ অর্থ।
২৯। সরকার কর্তৃক আইন বলে আরোপনীয় অন্য কোন কর।

চতুর্থ তফসিল

(ধারা ১১১ দ্রষ্টব্য)

অধ্যাদেশের অধীনে অপরাধসমূহ

১। পৌরসভা কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর বা অন্য কোন আরোপিত কর প্রদান এড়াইবার জন্য ওজর।

২। এই অধ্যাদেশের অধীনে বিধান অথবা বিধি অথবা উপ-আইনের ক্ষমতা বলে পৌরসভা যে সকল বিষয়ে তথ্য চাইতে পারে তাহা পৌরসভার চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করায় ব্যর্থ হইলে অথবা ভুল তথ্য সরবরাহ করা।

৩। এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন বিধান অথবা বিধি অথবা উপ-আইন অনুসারে যে কাজের জন্য লাইসেন্স অথবা অনুমতি প্রয়োজন সেই কাজ বিনা অনুমতিতে সম্পাদন করা।

৪। এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিত ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ।

৫। এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ভুমি অথবা স্থানের উন্নয়ন।

৬। পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত লে-আউটদেওয়া, লে-আউট প্রস্তত অথবা শুরু করা অথবা সড়ক তৈয়ার করা।

৭। পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত জনপথ, রাজপথ অথবা সরকারি জায়গা অন্যায় দখল।

৮। পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত কোন সড়কের উপর পিকেটিং করা, জীবজন্ত রাখা অথবা ঘোড়ার অথবা কোন রাস্তাকে জীব-জন্ত অথবা যানবাহনের বিরাম স্থান অথবা ক্যাম্প স্থাপনে স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

৯। জীব-জন্তুকে ইতস্তঃত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

১০। পৌরসভার বিনা অনুমতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলিতভাবে ময়লা ধোয়ার চৌবাচ্চার ভূ-নিম্নস্থ নর্দমার অথবা মলকুন্ডের সকল বস্তু অথবা অন্য কোন আপত্তিকর পদার্থ কোন রাস্তা অথবা জনসাধারনের জায়গায় অথবা কোন সেচ খালে অথবা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এমন কোন ভূ-নিম্নস্থ নর্দমা অথবা ড্রেনে প্রবাহিত অথবা নিস্কাশিত হইতে দেওয়া।

১১। পৌরসভার অনুমোদন ছাড়া কোন জনপথে নর্দমার লে- আউট দেওয়া অথবা পরিবর্তন করা।

১২। পৌরসভার বিনা অনুমতিতে গৃহের নর্দমা জনসাধারনের সড়কে সংযোগ দেওয়া।

১৩। কোন সড়ক অথবা পৌরসভা কর্তৃক এতদুদ্দেশে ব্যবস্থিত অথবা নির্ধারিত নহে এমন কোন স্থানে আবর্জনা ফেলা অথবা রাখা।

১৪। পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত কোন বিপজ্জনক অথবা ক্ষতিকর ব্যবসা পরিচালনা করা অথবা কোন ক্ষতিকর অথবা বিপজ্জনক দ্রব্য জমা করা।

১৫। খাবার পানি দূষিত বা ব্যবহারের অযোগ্য হয় এমন কাজ না করা।

১৬। জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক সন্দেহে পৌরসভা কর্তৃক কোন উৎস হইতে পানি পান করিবার জন্য নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও তাহা ব্যবহার।

১৭। জনসাধারনের পানীয় জলের কূপ অথবা অন্যান্য উৎসে অথবা সন্নিকটে গবাদিপশু অথবা জীবজন্তকে পানি পান করানো অথবা গোসল করানো অথবা ধৌত করানো।

১৮। আবাসিক এলাকা হইতে পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে কোন পুকুর অথবা অন্য কোন ডোবায় অথবা ইহার সন্নিকটে শন, পাট অথবা অন্য কোন গাছ-পালা নিমজ্জিত করিয়া রাখা।

১৯। পৌরসভা কতৃক আবাসিক এলাকা হইতে নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং অথবা পাকা করা।

২০। পানি সরবরাহের জন্য পৌরসভার ব্যবস্থিত অথবা নিয়ন্ত্রিত কূপ, জলাধার, মেইন-লাইন, পাইপ অথবা অন্যান্য যন্ত্রপাতি ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভরে ক্ষতিগ্রস্থ করা অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হইতে দেওয়া।

২১। পৌরসভার বিনা অনুমতিতে কোন মেইন লাইন অথবা পাইপ হইতে, পানি টানিয়া নেওয়া, ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা অথবা লইয়া যাওয়া।

২২। পানি সরবরাহের মেইন পাইপ, মিটার অথবা অন্য কোন সরঞ্জাম অথবা যন্ত্রপাতিতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা।

২৩। পৌরসভা কর্তৃক আবাসিক এলাকা হইতে নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি, পাথর অথবা অন্য কোন কিছু খনন করা।

২৪। পৌরসভা কর্তৃক আবাসিক এলাকা হইতে নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে ইটভাটা, চুনভাটা, কাঠ-কয়লা ভাটা অথবা মৃৎশিল্প স্থাপন।

২৫। পৌরসভার অনুমতি ব্যতীত জীবজন্তর দেহাবশেষ ফেলা।

২৬। পৌরসভার নির্দেশে কোন শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলকুন্ড অথবা ময়লা, নোংরা পানি, অথবা বর্জ্য পদার্থ রাখিবার পাত্র সরবরাহ, বন্ধ, অপসারণ, পরিবর্তন, মেরামত, পরিষ্কার, জীবাণুমুক্তকরন অথবা যথাযথ রাখিতে ব্যর্থ হইলে।

২৭। পৌরসভা কর্তৃক ঘোষিত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের প্রতি ক্ষতিকারক ঘন গাছপালা অথবা ঝোপ, কেনা জমির মালিক অথবা দখলকার কর্তৃক পরিস্কার অথবা অপসারণ করিতে ব্যর্থ হইলে।

২৮। জনপথ সংলগ্ন কোন জমিতে জন্মানো ঝোপ-ঝাড় অথবা ইহাতে জন্মানো গাছের ডালপাল জনপথের উপর ঝুলিয়া থাকা অথবা বাধা সৃষ্টি করা অথবা কোন বিপদ সৃষ্টি করা অথবা তাহা ঝুলিয়া পড়িলে কূপ, পুকুর অথবা পানির অন্যান্য উৎস যাহা হইতে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পানি পাওয়া যায় তাহা দূষিত করিবার সম্ভাবনা অথবা এই অধ্যাদেশের অধীনে কোন না কোন ভাবে স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিকূল অথবা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত সত্ত্বেও জমির মালিক অথবা দখলদার কর্তৃক তাহা কাটিয়া অথবা ছাটিয়া ফেলিতে ব্যর্থ হইলে।

২৯। পৌরসভা কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের প্রতিকূল বলিয়া ঘোষিত শস্যের চাষাবাদ, সারের প্রয়োগ অথবা ক্ষতিকর পন্থায় জমিতে সেচ প্রদান।

৩০। পৌরসভা কর্তৃক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা পরিবেশের প্রতিকূল বলিয়া ঘোষিত কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন কূপ, পুকুর অথবা অন্য কোন পানি সরবরাহের উৎস কোন সংশ্লিষ্ট জমির অথবা ইমারতের মালিক অথবা দখলকার কর্তৃক পরিষ্কার, মেরামত, আচ্ছাদন, ভরাট অথবা নিষ্কাশন করিতে ব্যর্থ হইলে।

৩১। পৌরসভা কর্তৃক নির্দেশিত হইয়াও কোন ইমারত অথবা জমির মালিক অথবা দখলকার কর্তৃক ইমারত অথবা জমিতে পানি ও নোংরা পদার্থ সংগ্রহ অথবা তাহা হইতে বহনের ব্যবস্থা ও উপযুক্ত সরু পাত্র বিশেষ অথবা পাইপ যথোপযুক্ত রাখিতে ব্যর্থ হইলে।

৩২। চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত থাকাকালীন কোন সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া জানা সত্ত্বে উক্ত সংক্রামক রোগ সম্পর্কে পৌরসভাকে প্রতিবেদন প্রদানে চিকিৎসকের ব্যর্থতা।

৩৩। কোন ইমারতে কোন সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক পৌরসভাকে অবহিত করিতে ব্যর্থ হইলে।

৩৪। সংক্রামক রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন ইমারতকে মালিক কর্তৃক রোগ জীবানু মুক্ত করিতে ব্যর্থতা অথবা রোগ- জীবাণু মুক্ত না করিয়া ভাড়া প্রদান করিলে।

৩৫। সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য অথবা পানীয় দ্রব্য বিক্রয়।

৩৬। সংক্রমিত কোন যানবাহনে মালিক অথবা চালক কর্তৃক যানবাহন রোগ জীবাণু সংক্রমণ মুক্ত করিতে ব্যর্থতা অথবা সংক্রমিত যানবাহনে যাত্রী বহন করা।

৩৭। দুগ্ধজাত দ্রব্য ও খাদ্যের উদ্দেশ্যে পালিত পশুকে ক্ষতিকারক বস্তু, ময়লা অথবা আবর্জনা খাওয়াইলে অথবা খাবার সুযোগ দেওয়া।

৩৮। নির্ধারিত স্থান ব্যতিত অন্য কোন স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা।

৩৯। ক্রেতার চাহিদা অনুসারে প্রকৃত বস্তু ও গুণে যাহা সঠিক নয় এমন খাদ্য অথবা পানীয় ক্রেতা বশীভূত করিয়া বিক্রয় করিলে।

৪০। পৌরসভার অনুমতি ব্যতীত সাধ্যরণের ব্যবহার্য অথবা নিবন্ধিত গোরস্থান অথবা শ্মশান-ঘাট নয় এমন কোন স্থানে মৃতদেহ দাফন অথবা দাহ করা।

৪১। পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত পথ ব্যতীত অন্যপথে মৃতদেহ অপসারন করা।

৪২। যথাযথ অনুমতি ছাড়া পৌরসভার দিক নির্দেশক-পোষ্ট, বাতি-পোষ্ট অথবা বাতি নড়াচড়া অথবা বিকৃত করা, পৌরসভার কোন বাতি নিভাইয়া ফেলা।

৪৩। পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন ইমারতের উপর অথবা অন্য কোন স্থানে বিল, নোটিশ, প্ল্যাকার্ড অথবা অন্য কোন পত্র অথবা বিজ্ঞাপনের বিষয়াদি এতদুদ্দেশ্যে আটিয়া দেওয়া।

৪৪। কোন অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রদর্শন।

৪৫। পৌরসভা কর্তৃক বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠের গুড়ি, কাঠ, শুকনা ঘাস, খড় অথবা অন্য কোন দাহ্য বস্তু স্তুপিকৃত করা অথবা সংগ্রহ করা।

৪৬। যথাযথ বাতি সংযোজন না করিয়া সূর্যাস্তের আধাঘন্টা পর হইতে সুর্যোদয়ের আধাঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন যানবাহন যথাযথ বাতির ব্যবস্থা না করিয়া চালানো।

৪৭। যানবাহন চালানোর সময় যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত বাম পার্শ্বে না থাকা অথবা একই দিকগামী অন্য যানবাহন অতিক্রমকালে ডানপার্শ্বে দিকে থাকা অথবা রাস্তায় চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য বিধিনিষেধ না থাকা।

৪৮। পৌরসভা কর্তৃক জারিকৃত কোন সাধারন অথবা বিশেষ নিষেধাজ্ঞা লংঘন করিয়া বাদ্যযন্ত্র অথবা রেডিও বাজানো, ঢাক অথবা টমটম পিটানো, হর্ণ অথবা শিংগা ফুঁকানো, কাঁসা অথবা অন্যান্য যন্ত্র অথবা বাসন-পত্র পিটানো।

৪৯। আগ্নেয়াস্ত্র, আতসবাজি পোড়ানো, পটকা, অগ্নি -বেলুন অথবা বিষ্ফোরক এমনভাবে ছোঁড়া অথবা এই গুলির কোন খোলস এমনভাবে রাখা হয় যাহাতে পথচারী অথবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী অথবা কর্মরত লোকজনের অথবা কোন সম্পত্তির ক্ষতির ঝুঁকি, বিপদ হইতে পারিবে অথবা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

৫০। পথচারী অথবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী অথবা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় অথবা বিপদ হইতে পারে এমন ভাবে গাছ কাটা অথবা ইমারত নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিষ্ফোরন ঘটানো।

৫১। হিংস্র কুকুর অথবা অন্যান্য ভয়ংকর জন্তুকে আলগা ছাড়িয়া অথবা লেলাইয়া দেওয়া।

৫২। পৌরসভা কর্তৃক বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত কোন ইমারত ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অথবা অন্যভাবে নিরাপদ করিতে ব্যর্থ হইলে।

৫৩। পৌরসভা কর্তৃক লোকজন বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষিত ইমারত লোকজন বসবাসের জন্য ব্যবহার করা অথবা ব্যবহার করিতে দেওয়া।

৫৪। পৌরসভার নির্দেশের পরেও কোন ইমারতের চুনকাম অথবা মেরামত করিতে ব্যর্থ হইলে।

৫৫। পৌরসভা কর্তৃক নির্দেশের পরেও কোন ইমারতের মালিক অথবা দখলকার কর্তৃক বাড়ির ময়লা নিস্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করিতে ব্যর্থ হইলে।

৫৬। এই অধ্যাদেশ কর্তৃক অথবা ইহার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে পৌরসভার কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী অথবা পৌরসভা কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান।

৫৭। ভিক্ষার জন্য বিরুক্তিকর কাকুতি মিনতি অথবা বদান্যতা, উদ্দীপনের উদ্দেশ্যে শরীরের কোন বিকলতা অথবা কোন রোগ অথবা কোন ক্ষতিজনক ঘা অথবা ক্ষত উন্মুক্তকরন অথবা প্রদর্শন।

৫৮। পৌরসভা কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকায় পতিতালয় স্থাপন অথবা বেশ্যাবৃত্তি পরিচালনা করা।

৫৯। পৌরসভার কাউন্সিলর অথবা কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজে অথবা অংশীদার কর্তৃক পৌরসভার সহিত পৌরসভা কর্তৃক অথবা পৌরসভার পক্ষে কোন চুক্তিতে অংশগ্রহন অথবা স্বার্থ অর্জন করা ।

৬০। পৌরসভা কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী বলিয়া ঘোষিত কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীর কাজে অনুপস্থিতি অথবা কাজে অবহেলা অথবা কাজ করিতে অস্বীকৃতি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অদৃশ্যভাবে কাজ সম্পাদন।

৬১। এই অধ্যাদেশের অধীনে অপরাধ হিসাবে নির্ধারিত কোন কাজ করা।

৬২। এই অধ্যাদেশের বিধানবলী, বিধি অথবা উপ-আইন অথবা ইহার অধীনে প্রণীত অথবা জারিকৃত কোন আদেশ, নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি অথবা ঘোষণা লংঘণ করা।

৬৩। উপরোক্ত অপরাধসমূহের যে কোনটি সংঘটনের চেষ্টা অথবা তাহাতে কুপ্ররোচনা প্রদান।

পঞ্চম তফসিল

(ধারা ১২৪ ও ১২৫ দ্রষ্টব্য)

পৌর পুলিশের কার্যাবলী

প্রত্যেক পৌর পুলিশ সদস্যের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপঃ-

১। *পৌরসভা এলাকায় নজরদারী ও টহলদারী;*

২। *অপরাধ প্রতিরোধ, অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং অপরাধীদেরকে গ্রেপ্তারে পুলিশকে সর্বাত্নক সহযোগিতা করা;*

৩। *প্রতি পনের দিন পর পর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট পৌরসভার আইন শৃংখলা পরিস্থিতি উপস্থাপন এবং একই বিষয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কমকর্তাকে অবহিতকরণ;*

৪। *পৌরসভা এলাকার মধ্যে খারাপ এবং সন্দেহজনক চরিত্রের লোকজনের আনাগোনা সম্পর্কে খবরাখবর রাখা এবং এই বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত রাখা;*

৫। *সকল প্রকার বিরোধ বা বিবাদ যাহা পৌরসভা এলাকায় দাঙ্গা বা মারাত্নক কলহের সৃষ্টি করিতে পারে, এবং জনসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত হইতে পারে এমন ধরনের গোপন সংবাদ বা তথ্যাদি সম্পর্কে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত রাখা;*

৬। *নিম্নলিখিত অপরাধ সংঘটন বা অপরাধ সংঘটনের চেষ্টার খবরাখবর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদান করাঃ-*

(ক) *দাঙ্গা;*

(খ) *মৃত দেহ লুকাইয়া রাখিয়া শিশুর জন্ম গোপন করা;*

(গ) *কোন শিশুকে বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ;*

(ঘ) *আগুন লাগাইয়া ক্ষতি করা;*

(ঙ) *বিষ প্রয়োগ করিয়া পশুর ক্ষতি করা;*

(চ) *মনুষ্য হত্যার চেষ্টা করা;*

(ছ) *উপরের যে কোন অপরাধের চেষ্টা বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা;*

৭। *৬নং ক্রমিকে বর্ণিত অপরাধ এবং অন্যান্য আমল যোগ্য অপরাধ প্রতিরোধের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা এবং প্রয়োজনে বাধা প্রদান;*

৮। *কোন মহামারীর প্রাদুর্ভাব এবং মানুষ, জীবজন্তু বা ফসলের ক্ষতিকর রোগবালাই সম্পর্কে তাৎক্ষনিকভাবে পৌরসভাকে অবহিত করা;*

৯। *কোন বাঁধ বা সেচ কাজের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে পৌরসভাকে তাৎক্ষনিকভাবে খবর দেওয়া;*

১০। *পৌরসভার কর বা অন্যান্য পাওনা আদায়ের জন্য কর আদায়কারীকে সাহায্য করা;*

১১। *এই অধ্যাদেশের আওতায় যে কোন অপরাধ সংঘটন বা অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা সম্পর্কে পৌরসভাকে খবর দেওয়া;*

১২। *পৌরসভা এলাকায় পৌরসভার বা সরকারের যে কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিসাধন বা জবরদখল সম্পর্কে পৌরসভাকে সংবাদ দেওয়া এবং উক্তরূপ ক্ষয়ক্ষতি বা জবরদখল প্রতিরোধ করা;*

১৩। *এই অধ্যাদেশ বা বিধি দ্বারা অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।*

ষষ্ঠ তফসিল

(ধারা ১৩৩ দ্রষ্টব্য)

যে সকল বিষয় সম্পর্কে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে

১। কোন শহরাঞ্চলকে মিউনিসিপ্যালিটি ঘোষণা দেওয়ার পদ্ধতি ।

২। মিউনিসিপ্যালিটিতে কোন এলাকা সংযোজন অথবা তাহা হইতে কোন এলাকা বিয়োজন দ্বারা যে পদ্ধতিতে কোন মিউনিসিপ্যালিটির সীমানা পরিবর্তন করা যাইবে এবং এইরুপ পরিবর্তনের পরিমাণ ।

৩। মেয়র এবং (নির্বাচিত) কাউন্সিলরগণের নির্বাচন এবং তৎসংক্রান্ত সকল বিষয়াদি ।

৪। মেয়র ও কাউন্সিলরগণের বিশেষ সুবিধা, কর্তব্য ও দায়িত্বভার (মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সন্মানী)

৫। মেয়র এবং কাউন্সিলরগণের অপসারণের জন্য বিশেষ সভা আহবানের পদ্ধতি ।

৬। পৌরসভার কার্যাবলী কি ভাবে এবং কাহার দ্বারা সম্পন্ন হইবে ।

৭। চুক্তি সম্পাদন, নিবন্ধন এবং কার্যকর করিবার পদ্ধতি; কোন্ কোন্ চুক্তি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে হইবে; চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে সকল নীতিমালা পৌরসভাসমুহকে পালন করিতে হইবে ।

৮। কর্ম সম্পাদন পদ্বতি; কাজের রেইট সিডিউল; বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং অনুমোদন এবং তাহা বলবৎকরণ; কাজ পরিদর্শন এবং পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা ।

৯। ঠিকাদারগণের নিবন্ধিকরণ; এইরূপ নিবন্ধনের জন্য আরোপযোগ্য ফিস; ঠিকাদারগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং এইরূপ জামানত বাজেয়াপ্তকরণের শর্তাদি ।

১০। যেই সকল রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণযাগ্য; কি কি প্রতিবেদন এবং রিটার্ণ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং এই সমস্ত প্রতিবেদন কিভাবে প্রকাশিত হইবে; অপ্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্রের হেফাজত,রক্ষণাবেক্ষণ এব ধ্বংসকরণ ।

১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার চাকুরির শর্তাবলী এবং তাহার উপর যেই সকল নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত হইবে; কিভাবে তিনি তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন ।

১২। পৌরসভা সার্ভিস গঠন ও নিয়ন্ত্রণ ।

১৩। পৌরসভা তহবিলের হেফাজত, বিনিয়োগ, পরিচালনা এবং প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ । ঋণ পরিশোধের জন্য বিশেষ তহবিল এবং অন্যান্য বিশেষ তহবিল গঠণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ।

১৪। বাজেট ফরম এবং বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি; বাজেট পৌরসভায় উপস্থাপন এবং পৌরসভা কর্তৃক বিবেচনা ও অনুমোদন; পৌরসভার বাজেট অধিবেশন আহবান এবং অনুষ্ঠানের পদ্ধতি এবং এই বাজেট সংশোধন পদ্ধতি ।

১৫। ফরম এবং হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি ও হিসাব সংরক্ষণ, পরিচালনা এবং নিরীক্ষা; মাসিক এবং বার্ষিক হিসাব প্রণয়ন, পরীক্ষা প্রত্যয়ন এবং প্রকাশনা ।

১৬। পৌরসভার তহবিল এবং সম্পদের ক্ষতি, অপচয় অথবা অপপ্রয়োগকারী কোন ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব নিরূপণ পদ্ধতি ।

১৭। সম্পত্তির নিবন্ধিকরণ, যাচাইকরণ এবং মজুদকরণ এবং ম্যাপ ও নকশা রক্ষণাবেক্ষণ ।

১৮। কর, উপকর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য চার্জসমুহ আরোপ, ধার্য, নিরূপণ, সংগ্রহ, লীজ, মীমাংসা, পরিচালনা ও নিয়ন্ ণ পদ্ধতি এবং করদাতাদের দায়িত্ব ।

১৯। অকট্রয় ফাঁকি রোধ; অকট্রয় আদায়যোগ্য মালামালের তল্লাসী; অকট্রয় অভিযানের ব্যবস্থা; অকট্রয়ের জন্য কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা ।

২০। কর ও অন্যান্য দাবি আদায়ের জন্য বিল এবং নোটিশ প্রদান, এইরূপ বিল ও নোটিশ জারীর পদ্ধতি; ক্রোক এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে কর ও অন্যান্য দাবি আদায় পদ্ধতি; অনাদায়যোগ্য দাবি অবলোপন পদ্ধতি ।

২১। আপিল গঠন ও নিষ্পত্তি এবং আপিলের উপর আদেশ অবহিতকরণ পদ্ধতি ।

২২। পৌরসভা পরিদর্শন পদ্ধতি এবং পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা ।

২৩। বিধি দ্বারা নির্ধারনযোগ্য অথবা নির্দিষ্টকরনযোগ্য এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর অধীনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় ।

সপ্তম তফসিল

(ধারা ১৩৪ দ্রষ্টব্য)

যে সকল বিষয় সম্পর্কে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে

১। পৌরসভার কার্য পরিচালনা।
২। ফোরামের নির্দেশ ও বিধান।
৩। পৌরসভার প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে মেয়র কর্তৃক প্রক্ষেপণ।
৪। জনগণের অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মূলতবী প্রস্তাব উপস্থাপন।
৫। সভা আহবান করা।
৬। সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ।
৭। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।
৮। উপ-কমিটি এবং যৌথ কমিটি গঠন।
৯। উপ-কমিটিসমুহে সদস্য কো-অপ্ট করা।
১০। সাধারন সীলমোহরের হেফাজত ও ব্যবহার।
১১। পৌরসভা কার্যালয়ের দপ্তর এবং শাখা গঠন এবং বিভিন্ন দপ্তর ও শাখার দায়িত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ।
১২। পৌরসভা কর্তৃক পৌরসভার মেয়র এবং কাউন্সিলরগণকে ক্ষমতা অর্পণ।
১৩। পৌরসভার মেয়রের ক্ষমতা পৌরসভার কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ।
১৪। এই অধ্যাদেশের যে কোন বিধানের অধীনে প্রবিধানে অন্তভুক্তকরণীয় পদ্ধতিগত অন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়।

অষ্টম তফসিল

(ধারা ১৩৫ দ্রষ্টব্য)

যে সকল বিষয় সম্পর্কে উপ-আইন প্রণয়ন করা যাইবে

১। লাইসেন্স অনুমোদন এবং অনুমতি মঞ্জুর, নিবন্ধন ও পরিদর্শন পদ্ধতি; লাইসেন্স, অনুমোদন, অনুমতি ফরম এবং ফিস।

২। সরকারি ও বেসরকারি মেলা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠান এবং উদ্‌যাপন; এইরূপ মেলা ও উৎসবাদির স্থানে দোকানপাট ও আমোদ প্রমোদের স্থানের লাইসেন্স প্রদান, বেসরকারি মেলার জন্য লাইসেন্স প্রদান।

৩। জনসাধারণের চিত্তবিনোদন, আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণের জন্য চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ স্থানের ও আংগিনার লাইসেন্স প্রদান; জনসাধারণের চিত্তবিনোদন ও আমোদন প্রমোদ স্থানে লোকজনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ।

৪। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে জায়গা ও বাড়িঘর পরিদর্শন; বাড়িঘরের মালিক কর্তৃক আবর্জনা অপসারণ; সরকারি ও বেসরকারি শৌচাগার ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন; স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বেসরকারি পর্যায়ে ঝাড়ুদারের লাইসেন্স প্রদান।

৫। সংক্রমিত ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, দ্রব্যাদি ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি অপসারণ, সংক্রামক জীবাণু মুক্তকরণ; সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধের বিষয়ে জনসাধারনের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৬। সরকারি এবং বেসরকারি গোরস্থান ও শ্মশানের জন্য লাইসেন্স প্রদান ও এইগুলি রক্ষণাবেক্ষণ, এইরূপ স্থানে কবর, স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিফলক ও অন্যান্য কাজ সংরক্ষণ; গরীব ও দুঃস্থদের দাফন ও দাহের ব্যবস্থা; দাফন ও দাহের জন্য ফিস।

৭। ক্ষতিকরণ ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ; বিপজ্জনক এবং আপত্তিকর দ্রব্যাদির মজুদকরণ ও রক্ষণ নিয়ন্ত্রণকরণ।

৮। অন্যায় দখল নিয়ন্ত্রণ, দমন ও অপসারণ।

৯। সাধারণ যানবাহন, সাধারণ যানবাহনের চালক বা বহন অথবা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত জন্তু এবং ব্যক্তির লাইসেন্স; সাধারণ যানবাহন, সাধারণ যানবাহনের বহনের জন্য ব্যবহৃত জন্তু এবং যেইখানে এইরূপ যানবাহন ও জন্তু রাখা হয় তাহা পরিদর্শন; ষ্ট্যান্ডের ব্যবস্থা ও তাহাদের ব্যবহার পদ্ধতি; সাধারণ যানবাহন সম্পর্কিত অপরাধ।

১০। যানবাহন ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ; রাস্তা চলাচল বিধি; যানবাহন চলাচল সংকেত নিয়মাবলী; যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ; ও বাতি জালানোর সময়।

১১। ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ নিয়ন্ত্রণ; ইমারত পরিদর্শন; অননুমোদিত পূর্ত কাজ বন্ধকরণ; অননুমোদিত নির্মাণ কাজ ভেংগে ফেলা; ইমারত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত অপরাধ; ইমারত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের জন্য ফিস।

১২। পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ উন্মুক্ত জায়গা ব্যবহার ও তাহা পরিদর্শনকারী ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ; পার্ক, সাধারণ উদ্যান ও সাধারণ উন্মুক্ত খোলা জায়গা সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা; পার্কে প্রবেশের এবং পার্কের ব্যবস্থিত সুযোগ সুবিধা অথবা সাজ-সরঞ্জাম ভোগের জন্য ফিস।

১৩। বেসরকারি নর্দমা নিয়ন্ত্রণ; রক্ষণাবেক্ষণ; পরিষ্কারকরণ এবং নর্দমা পরিদর্শন; নর্দমা সংক্রান্ত অপরাধ।

১৪। বাজারে উপদ্রবের সংজ্ঞা নিরূপণ ও নিরোধকরণ; বাজার এলাকায় ষ্টল এবং ষ্ট্যান্ড বরাদ্দকরণ; বাজারে বিক্রয়ার্থ পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

১৫। জীবজন্তুর মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ বিস্তার রোধকল্পে গৃহীতব্য ব্যবস্থা; এইরূপ রোগে আক্রান্ত পশুকে বাধ্যতামূলক টিকাদান অথবা ধ্বংস সাধন; ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ানো জীবজন্ত আটক এবং খোঁয়াড়ে আবদ্ধকরণ; বাসগৃহে জীব- জন্তু রাখা নিষিদ্ধকরণ; গবাদিপশু বিক্রয় নিবন্ধিকরণ; বিপজ্জনক জীব-জন্তুর সংজ্ঞা নিরূপণ এবং এইরূপ জীব-জন্তু আটক, ধ্বংস অথবা অপসারণের পদ্ধতি।

১৬। কসাইখানার পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ; জবাইয়ের পূর্বে পশু পরীক্ষাকরণ এবং জবাইয়ের পর গোস্ত পরীক্ষাকরণ; পশু জবাই ফিস; কসাইখানার কোন গোস্ত মানুষের ভোগের অযোগ্য পাওয়া গেলে ইহার ধ্বংস সাধন অথবা

অন্য উপায়ে অপসারণ; সংরক্ষিত গোস্ত অনুমোদিত কসাইখানায় জবাইকৃত গোস্ত ব্যতীত অন্য যে কোন গোস্তের বিক্রয় বন্ধকরণ এবং এইরূপ গোস্ত ধ্বংস অথবা অন্য কোন উপায়ে অপসারণ; কসাইখানা হইতে গোস্ত পরিবহন নিয়ন্ত্রণ; অননুমোদিত জবাইয়ের স্থান পরিদর্শন এবং এইরূপ অননুমোদিত স্থানের পশু এবং গোস্ত আটক ও বাজেয়াপ্তকরণ ।

১৭। পৌরসভার যে কোন কর্মকাণ্ডের উন্নতি সাধন ও অগ্রসরকরণ ।

১৮। এই অধ্যাদেশের যে কোন বিধানের অধীনে উপ-আইন দ্বারা নির্ধারণযোগ্য অথবা নির্দিষ্টকরণযোগ্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় ।